ললিতমোহন।

(উপন্যাস)

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা।

চৈত্র, ১৩১১ সাল।

PRINTED BY J. N. BASU,
AT THE WILKINS PRESS,
28, BEADON ROW
AND
PUBLISHED BY
SADHU CHARAN DASS,
AT THE GITA LIBRARY.
5, BINDU PALIT'S LANE.
CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

"ললিতমোহন" উপন্যাসে আমি কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইতে গিয়াছি, পাপ-অনুষ্ঠানে নহে—চিত্তে। চিত্ত শুদ্ধি হইলে, অনুষ্ঠান কারীর নিকট হইতে পাপ দূরে পলায়ন করে। আর দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আর্য্য বিধবার সংযম সকল অবস্থাতেই অত্যাবশ্যক এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পতিহীনা আর্য্য সীমন্তিনী স্বামীকে সম্মুখে সমুপস্থিত জ্ঞানে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও একটা কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছি। অধঃপতনের পথ বড়ই সহজ; মনুষ্যলোকে অধঃপতন নিত্য সংঘটিত স্বাভাবিক ঘটনা। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই সাধারণ ঘটনার বিরুদ্ধ ভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। প্রলোভনে প্রমত্ত মানবের আলেখ্য প্রদর্শন পাপের পিচ্ছিলপথে পতন ও পরিণামে সর্ব্বনাশ সংঘটন আমাদিগের নয়নসমক্ষে চারিদিকেই বিকট ভাবে নৃত্য করিতেছে, সেই সূত্রের অনুসরণ অনাবশ্যক বোধে, আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পতনের পর উত্থান কিরূপে ঘটিয়া থাকে এবং পুনরুত্থানের পরও মানব-জীবন কিরূপ

ললিতমোহন।

প্রথম খণ্ড।

ললিতমোহন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কাশীধামে কেদারঘাটের সন্নিহিত এক নাতিবৃহৎ ভবন হইতে, ললিতমোহন বাবু রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহার সঙ্গে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী অনেক লোক। বৈশাখ মাস—সমস্ত দিন দুঃসহ গ্রীষ্মে সকলেই বাটীর মধ্যে বসিয়া, অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছিলেন। একস্থানে বদ্ধ থাকিয়া আর এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। সেইজন্য একটু বেলা থাকিতে থাকিতেই সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ললিতমোহন বাবু বঙ্গদেশের এক সম্ভ্রান্ত ধনশালী ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র; দুর্ভাগ্য ক্রমে আট বৎসর বয়সের মধ্যেই ললিতমোহনের পিতৃ মাতৃ-বিয়োগ হয়। অগত্যা পিতৃ-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে ললিতমোহনকে মানুষ হইতে হয়। এরূপ অবস্থায়, সাধারণতঃ যেরূপ ঘটিয়া থাকে, ললিতমোহনের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লেখাপড়ায় প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি জন্মিল না।

পিতা বর্ত্তমান থাকিলে যেরূপ শাসনাদি দ্বারা পুত্রকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেন, আত্মীয় ব্যক্তিরা তাহা করিল না, অথবা সেরূপ উপায় অবলম্বনে তাহাদিগের সাহস বা ইচ্ছা হইল না। তাহার পিতার অনেক সঞ্চিত অর্থ ছিল ; পরের হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকিলে যেরূপ হয়, এস্থলে তাহাই হইল। মুখখোলা পাত্র মধ্যস্থ কর্পূরের ন্যায় ললিতমোহনের অর্থরাশি অজ্ঞাতসারে উড়িয়া গেল।

অনেক সমবয়স্ক ও অধিক বয়স্ক বন্ধু আসিয়া ললিত-মোহনকে ঘিরিয়া ফেলিল। যৌবনোদয়ের পূর্ব্বেই ললিত-মোহন সুরাপানাদি বিবিধ দুষ্কর্ম্মে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলেন ; অনেক ব্রাহ্মণ এই সুপাত্রের হস্তে রূপসী কন্যা সমর্পণ করিবার জন্য প্রার্থী হইলেন ; কিন্তু বিবাহে ললিতমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। স্বাধীন ভাবে ভৃঙ্গের ন্যায়, কুসুমে কুসুমে ঘুরিয়া বেড়াইতেই তাহার বাসনা হইল। বিবাহের নিগড় তিনি চরণে পরিলেন না।

বিষয়-কর্ম্মের ভার ক্রমে ললিতমোহনের হস্তে পড়িল। নগদ টাকার কিছুই নাই, কেবল ভূ-সম্পত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারও পরিচালনা ললিতমোহনের বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করা, কারণে বা অকারণে লোকের উপর অত্যা-চার করা, জোর করিয়া মিথ্যা বাব আদায় করা ইত্যাদি

জমিদারী সংক্রান্ত কোন কার্য্যই তাঁহার ভাল লাগিল না; তখন এই জমিদারী রূপ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার মন হইল। স্থির হইল যে, ভূ-সম্পত্তি পত্তনী দিয়া, ললিতমোহন অবাধরূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং ইচ্ছামত কার্য্যে রত থাকিয়া আনন্দে কাল কাটাইবেন। নগদ দশ হাজার টাকা সেলামি লইয়া এবং বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজানা অবধারিত করিয়া, ললিতমোহন সমস্ত পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন। ধার্য্য হইল—'তিনি যে স্থানে থাকিবেন, সে স্থানে মাসে মাসে তাঁহার নিকট আড়াই শত টাকা প্রেরিত হইবে; কোনও মাসেই ইহার অন্যথা হইবে না।' ললিতমোহন সুখী—ললিতমোহন নিশ্চিন্ত।

রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা ললিতমোহনের ভাগ্যে ঘটিল না। কুশিক্ষা, কুসংসর্গ ও কুদৃষ্টান্ত বাল্যকাল হইতেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল, সুতরাং ললিতমোহনের অন্তর সুপথে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইল না এবং তাঁহার মনোবৃত্তির সমুচিত বিকাশ হইল না। তথাপি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে অথবা পিতৃ পুরুষগণের পুণ্যফলে, ললিতমোহনের বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বতঃ কতকগুলি সদ্বৃত্তির উন্মেষ হইল এবং এই পাপ-পঙ্কিল যুবার হৃদয়ে অনেক স্বর্গীয় সদ্গুণের স্ফুরণ হইল। তাঁহার দানশীলতা, পরদুঃখে কাতরতা, বিনীত স্বভাব

ও নিরহঙ্কৃত ভাব অনেকেই অত্যাশ্চর্য্য ও দেবোপম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপরাশিও অতুলনীয়—তাঁহার দেহের বর্ণ সমুজ্জ্বল গৌর, দেহ পরিণত ও লাবণ্যময়; বক্ষ বিশাল ও মাংসল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেশল ও বলব্যঞ্জক, লোচনদ্বয় উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ অথচ স্থির ও ধীর। পরিচ্ছদের প্রতি ললিতমোহনের কখনই দৃষ্টি ছিল না, আড়ম্বর শূন্য অতি সামান্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিলেই তিনি পরিতুষ্ট হইতেন।

এই প্রিয়দর্শন, শান্ত স্বভাব অথচ উচ্ছৃঙ্খল যুবা দশ হাজার টাকা লইয়া, কয়েক জন সঙ্গীসহ বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বকীয় পিতৃ-ভবন পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিমের নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিলেন। কদর্য্য ভোগে, কুৎসিৎ আনন্দে, নিন্দিত সংসর্গে, হাসিতে হাসিতে ললিতমোহনের দিন কাটিতে লাগিল। দশ হাজার টাকা শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিল; পরদুঃখ বিমোচনে অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল, বিগর্হিত অনুষ্ঠানের বিস্তর টাকা উড়িয়া গেল, অবশেষে এককালে নিঃসম্বল হইয়া ললিতমোহন কাশীধামে উপস্থিত হইলেন দীর্ঘকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিতে তাঁহার বাসনা হইল। পূর্ব্ব সঙ্গীদের অনেকে তাঁহাকে ত্যাগ করিল, অনেক নূতন সুখের পারাবত তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিল। মাসিক আড়াই শত টাকা তাঁহার হস্তগত হইতেছিল, এই সামান্য

আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কেদারঘাটের নিকট উল্লিখিত ভবনে ললিতমোহন কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বিবিধ দোষ ও গুণের নিমিত্ত ললিতমোহন বাবু অচিরে বারাণসীপুরে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। দীন-দরিদ্রেরা তাঁহার দ্বারস্থ হইলে বিফল মনোরথ হইবে না বলিয়া বুঝিল, বিপন্নেরা তাঁহার শরণাগত হইলে বিপন্মুক্ত হইবে বলিয়া জানিল, বিলাসিনীরা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাইলে ভাগ্যবতী হইবে বলিয়া স্থির করিল, ব্যবসায়ীরা এই অকাতর ক্রেতার নিকট প্রচুর লাভবান হইবে বলিয়া উৎসাহিত হইল, সংক্ষেপতঃ অতি অল্প কালেই তিনি কাশীর ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হইলেন।

বাসায় এক ভৃত্য ও এক পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরি-চর্য্যা করিত; তদ্ব্যতীত টহলসিং নামক এক বিশ্বস্ত ও নিতান্ত অনুগত ব্যক্তি, দ্বারবান অথবা সঙ্গীরূপে নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত। ললিতমোহন বাবু জন্মভূমি পরি-ত্যাগ করার পরেই টহলসিং ভৃত্যরূপে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত একান্ত অনুরক্ত হৃদয়ে প্রভুর বাসনানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রভুর দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সকলই টহল জানিত এবং সে হিতাহিত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুর ইচ্ছায় সকল কার্য্য করিত। পশ্চিম-প্রদেশ-বাসী ও বঙ্গদেশ-বাসী অনেক লোক সর্ব্বদা

ললিতমোহনের বাসায় থাকিত এবং তাঁহার ব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। মাসিক আড়াই শত টাকায় ললিতমোহন বাবুর আর খরচ চলে না। বাজারে অনেক দেনা --ললিতমোহন সে সম্বন্ধে উদাসীন।

বৈকালে ললিতমোহন বাবু প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতেন। এইরূপ বেড়াইতে বাহির হইয়া কখনই প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি বাসায় ফিরিতেন না। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ হইত না; এই সুদীর্ঘকাল প্রায়ই অতিশয় জঘন্য কার্য্যে ও নীচ সংসর্গে অতিবাহিত হইত। যখন তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন, সে সময় তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক থাকিত। ভ্রমণ কালে নানা শ্রেণীর লোকের সহিত ললিতমোহনের সাক্ষাৎ হইত। অনেকে এই সময়ে তাঁহাকে আপনাদের অভাব ও প্রার্থনা জানাইত এবং সাক্ষাতে তাঁহার নিকট মনের ভাব জানাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিত। আমরা যে দিনকার কথা বলিতেছি, সেই দিন অপরাহ্ণে, এইরূপ ভ্রমণ কালে, তাঁহার জীবন নাটকের এক নূতন অঙ্কাভিনয়ের সূত্রপাত হইল এবং অচিরে সেই ঘটনা তাঁহার গন্তব্য পথের নিয়ামক হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় ৫ টার সময় ললিতমোহন বাবু বাসস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে অনেক পশ্চিমে ও বাঙ্গালী। তাঁহার পরিধানে এক কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি, কিন্তু তাঁহার কোঁচা ভাঙ্গা এবং বিশৃঙ্খল; দেহে জামা নাই, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞসূত্র ঝুলিতেছে। বাম স্কন্ধের উপর এক অযত্ন ন্যস্ত উত্তরীয়, পায়ে চটি জুতা, এই অবস্থায় সঙ্গীগণবেষ্টিত ললিতমোহন বাবু পথে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীগণ সকলেই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। ধীর গতিতে, শান্ত ভাবে, ললিতমোহন যেন শোভা ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর এক কনেষ্টবল প্রায় ভূমিতে হস্ত সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। ললিতমোহন হাস্য মুখে প্রতি সম্মান করিয়া তাহার কুশলাদি সংবাদ গ্রহণ করিলেন। পথে অনেক নর-নারী ভক্তিসহকারে এই ব্রহ্মচারী যুবাকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদনাদি করিতে লাগিল। এক মুদি তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিল,—"হুজুর! খয়রাতি চাউল আজি দশ সের

বাড়িয়াছে। এখন হইতে দিন একমণ করিয়া খয়রাৎ খরচ চলিবে কি? সাবেক প্রায় আড়াইশত টাকা বাকী, এ মাসেও প্রায় দুই শত টাকা বাড়িবে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তোমার টাকা অনেক হইল সত্য, কিন্তু যেমন করিয়া পারি এই মাসকাবারে তোমাকে বেশী টাকা দিব। এখন হইতে এক মণ চাউলই প্রতি দিন খরচ পড়িবে। কি করি বাবা, অনেক গুলি নূতন দুঃখী লোকের কষ্টের কথা শুনিয়া অগত্যা সাহায্য বাড়াইতে হইল। তা বাপু, আর যাহাতে না বাড়ে তাহার চেষ্টা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। খয়রাতি চাউল যেন বন্ধ না হয়।"

আর একটু অগ্রসর হইলে, এক শীর্ণকায় প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া বলিল, —"আমি মহাশয়ের নিকট যাইতেছিলাম। যে ঘরে আমি বাস করি, তাহার ভাড়া মাসিক চারি আনা। ছয় মাসের ভাড়া দিতে পারি নাই, কাজেই বাড়ীওয়ালা তাড়াইয়া দিতেছে। ছেলেপিলে লইয়া কোথায় যাইব? মহাশয় অগতির গতি।"

ললিতমোহন বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, — "তাই তো! বড়ই গোলের কথা বটে। আপাততঃ এক টাকা পাইলে বোধ হয়, বাড়ীওয়ালা তোমাকে থাকিতে দিবে—কেমন?"

বৃদ্ধ বলিল,—"বোধ হয়, এক টাকা পাইলে সে এখন ঠাণ্ডা হইবে।"

তখন ললিতমোহন বাবু বয়স্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কাহারও নিকট একটী টাকা আছে ভাই? আমাকে ধার দিলে চির বাধিত হইব।"

বন্ধুগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। কাহারও হাতে টাকা নাই অথবা থাকিলেও দিতে ইচ্ছা নাই। তখন ললিতমোহন বাবু পার্শ্বস্থিত এক হালুইকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বাবা আমাকে একটী টাকা ধার দিতে পার? আমি কালি তোমাকে সুদসমেত ফেরত দিব। আমাকে তুমি চেন কি?"

দোকানদার বলিল, "আপনাকে কাশীর কে না চিনে? টাকা দিতেছি।"

ললিতমোহন সেই বৃদ্ধকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাকেই টাকাটী দেও; তোমার কল্যাণ হউক।" তাহার পর বৃদ্ধকে বলিলেন,—"তুমি টাকা লইয়া যাও; অন্য সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

বৃদ্ধ অন্তরের সহিত অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল; কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিত-মোহন অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সম্মুখে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাপড়ের দোকান। ললিতমোহন বাবু আসিতেছেন দেখিয়া চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ইদানীং কিছু বেশী কাপড় খরচ হইতেছে; আজি ত্রিশ টাকার গিয়াছে, সাবেক পাঁচ শত টাকা বাকী রহিয়াছে, একটু বিবেচনা না করিলে আমি তো মারা যাই।"

ললিতমোহন বাবু নমস্কারান্তে বলিলেন, "তাই তো চট্টোপাধ্যায় মহাশয়! আপনার অনেক টাকা বাড়িয়া গেল। এবার যেরূপে হউক আপনার টাকা কমাইয়া ফেলিব।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "আপনার মনে থাকিলেই হয়—দৃষ্টি রাখিবেন, যেন আর বাড়িয়া না যায়।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"এবার আপনাকে টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে কোনমতেই আর একটী পয়সাও দেনা বাড়াইব না। এখন আসি তবে।"

এই বলিয়া নমস্কারান্তে সঙ্গীগণ সহ ললিত বাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যেখানে পথ বক্র হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে গিয়াছে, সেই মোড়ের নিকট এক ক্ষুদ্র গৃহে এক কালী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এ স্থানে জনসমাগম আরও বহুল; কিন্তু সেই জন প্রবাহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ললিতমোহন বাবুকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। অনেকেই সসম্ভ্রমে বিবিধ বিধানে তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

তখন ললিতমোহন বাবু দেখিতে পাইলেন, অদূরে ছিন্ন-মলিন-বসনাবৃতা এক নারী অধোমুখে দণ্ডায়মানা। নারীর বস্ত্র এতই ছিন্নভিন্ন যে তদ্বারা তিনি বহু আয়াসেও আপনার দেহ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছেন না। পাছে পথ-প্রবাহী লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়ে, এই ভয়ে রমণী যেন সঙ্কোচে মরণাপন্ন ভাবে সন্নিহিত দেবালয়ের ভিত্তিতে আপনার দেহ, যতদূর সম্ভব দৃঢ়সংলগ্ন করিয়া, বিনত বদনে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি হয়তো সেই প্রাচীরে আপনার শরীর প্রবিষ্ট করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। রমণী সুন্দরী, যুবতী এবং সধবা।

যেখানে সংগোপনের যত চেষ্টা, সেখানে ততই প্রকাশ। এই শত গ্রন্থিযুক্ত এবং বহু রন্ধ্রবিশিষ্ট মলিনবসনা ব্রীড়াবনতা সুন্দরীকে দেখিবার নিমিত্ত, বহু দিক হইতে বহু লোক সোৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

সুন্দরীর অবস্থা এবং লোক সকলের ভাব ললিতমোহন বাবু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ ভাই? কেন এখানে দাঁড়াইয়া এ দুঃখিনী স্ত্রীলোককে বিব্রত করিতেছ?"

অনেকে লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়িল; অনেকে সে দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

ললিতমোহন বাবু অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া

জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে? এখানে কেন দাঁড়াইয়া আছ?"

সুন্দরী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। একবার করুণপূর্ণ নয়নে ললিতমোহন বাবুর মুখের প্রতি চাহিতে তাঁহার বাসনা হইল; কিন্তু ঘাড় তুলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তাঁহার সুন্দর, শান্তিময়, সরল মুখের এক পার্শ্ব ললিতমোহন বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণের নয়নে পড়িল; একজন অগ্রসর হইয়া ললিতমোহনের কাণে কাণে বলিল,—"আজ যাত্রা ভাল—বেশ জিনিষ- সস্তায় কিস্তিমাত হইবে।"

বিশেষ বিরক্তির সহিত সেই সঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"ছি ছি! দেখিতেছ না, ইনি লজ্জাশীলা ভদ্রকন্যা! এই কাশীতে কিসের অভাব? তবে এ সতী স্ত্রীর প্রতি এরূপ কুদৃষ্টি কেন ভাই? আমি তোমার কথায় বড়ই দুঃখিত হইলাম।"

সে একটু অপ্রতিভ হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল; কিন্তু আর এক বয়স্য অস্ফুট স্বরে বলিল,—"কাশীতে যেরূপ সতী পথে ঘাটে পায়ে পায়ে ঠেকে, এও হয়তো তাহারই একজন।"

কথা অস্ফুট হইলেও নারীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল, তিনি যেন লজ্জায় জড়পদার্থবৎ হইয়া রহিলেন। ললিত-

মোহন একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তোমাদের এইরূপ কুৎসিত রহস্য আমার বড়ই বিরক্তিকর।"

সঙ্গীগণ পরস্পর বিদ্রূপসূচক ভঙ্গী সহকারে একজন অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ললিতমোহন পুনরায় কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কোথা যাইবে বাছা? কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছ মা?"

যুবতীর শরীর একটু নড়িয়া উঠিল। অতি মৃদুস্বরে উত্তর হইল,—"আপনার সহিত দেখা করিব বলিয়া এখানে আছি।"

ললিতমোহন বলিলেন, "কি দরকার বল?"

যুবতী বলিলেন,—"আমি বড় দুঃখিনী।"

আর কিছু বলিতে পারিতেছেন না বুঝিয়া ললিত-মোহন বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তুমি বড় দুঃখিনী, তাহার পর কি বলিবে বল? আমাদ্বারা তোমার যে উপকার হওয়া সম্ভব, আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব। তোমার কি দুঃখ বল?"

যুবতী বলিলেন,—"আমার দুঃখ অনন্ত; সকল কথা আপনাকে জানাইতে চাহি না। সম্প্রতি আমার পিতা কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছেন; ঔষধ ও চিকিৎসা হইলে তিনি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। শুনিয়াছি, আপনি দয়ার সাগর, আপনাকে জানাইলে উপায় হইবে মনে করিয়া, আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তা—মা, আমি সাধ্যমতে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিবনা। আমার অবস্থা অতি মন্দ, তথাপি কয়েকটা টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পারি বোধ হয়; আর ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। কিসে তোমার সুবিধা হইবে?"

বিনতবদনা সুন্দরী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না; আপনি দয়া করিয়া যদি আমাদিগের আশ্রয়ে পদার্পণ করেন, আর অবস্থা বুঝিয়া যদি ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অনুরোধ করিতে আমার সাহস হয় না।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"সন্তানকে আজ্ঞা করিতে কেন সাহস হইবে না? তুমি বেশ বলিয়াছ মা আমি এখনই তোমার বাটীতে যাইব। তুমি আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া বাটী যাও। আমি বড় জোর আধঘণ্টার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইব।"

সুন্দরী বলিলেন,—"নাটোর সত্রের দক্ষিণে একটা খুব বড় বাড়ী আছে; সেখানে এক প্রভূত ধনশালিনী বিধবা বাঙ্গালীর মেয়ে বাস করেন, এজন্য সে বাড়ীকে লোকে বাঙ্গালী রাণীর বাড়ী বলে, তাহারই বামপার্শ্বে এক জীর্ণ একতালা ঘরে আমরা থাকি। আমি এখন যাই তবে, আমার পিতার কাছে কেহ নাই, জানি না এতক্ষণে তাঁহার কত কষ্ট হইতেছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি স্থান ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, আমি এখন যাইতেছি, তোমার কোন চিন্তা নাই মা।" তাহার পর পশ্চাতের এক ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া বলিলেন,—"টহল সিং! ইনি আমার মা, তুমি বাটী পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে যাও, আমি এখনই সেখানে যাইব। যতক্ষণ আমি না যাই, ততক্ষণ তুমি সেখানেই থাকিবে, যদি কোন প্রয়োজনে মা কোন আদেশ করেন, তুমি সে আদেশ তখনই পালন করিবে।"

নত মস্তকে সেলাম করিয়া টহল সিং কহিল,—"যো হুকুম।"

তাহার পর সঙ্গীগণকে একটু দূরে ডাকিয়া আনিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"ভাই সব এখন আমাকে মাপ কর; যেখানে যাওয়ার কথা, এখন আমি কোন মতেই সেখানে যাইতে পারিব না। টহলের সঙ্গে যিনি যাইতেছেন, উঁহার বাটীতে এখন আমাকে যাইতে হইবে। যদি আমি সেস্থান হইতে শীঘ্র ছুটী পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত মিলিয়া যেখানে যাইবার কথা আছে, সেখানে যাইব; নতুবা আমি নাচার।"

একজন বন্ধু একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"তুমি কি পাগল হইলে? ঐ ভিখারিণী ছুঁড়িটার কথায় ভিজিয়া আজিকার সকল আমোদ মাটি করিতে চাহ নাকি? কেন মিছা গোল করিতেছ? আইস—বাজে কথা রাখিয়া দেও।"

আর এক জন বন্ধু বলিল,—"ছুঁড়িটার চেহারা ভাল বটে, ঢং করিয়া ললিতমোহনকে বেশ ফাঁদে ফেলিয়াছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বড় ঘৃণার কথা, এতদিন এত মেয়েমানুষ লইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়াছ, তথাপি তোমরা আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পার না, কে ভাল কে মন্দ? আমি দুই কথায় বুঝিয়াছি নিশ্চয়ই উঁনি ভদ্র-কন্যা; বড় দায়ে পড়িয়াই আমাদের কাছে আসিয়াছিলেন। আমোদ তো নিতাই আছে, সে জন্য একজনের জীবন রক্ষার বিষয়ে ঔদাস্য করা, আমি তো ভাই কোন মতেই উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না।"

তৃতীয় বয়স্য অগ্রসর হইয়া একটু ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"কিন্তু কোহিলা বিবি কি মনে করিবে বল দেখি? একটা রাজার বাড়ীতে আজ তাহার মজুরার কথা ছিল, তাহা বন্ধ করিয়া সে তোমার জন্য বসিয়া আছে একটা তুচ্ছ কাজের জন্য তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত হইবে কি? আজ যদি সেখানে যাওয়া না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমাদের সকল খাতির একদম মাটি হইয়া যাইবে।"

ললিতমোহন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সত্য বটে, কোহিলা বিবি এখন কাশীর প্রধান বাইজি; সত্য বটে তাহার ন্যায় সুন্দরী আর কোথাও দেখি নাই

এমন স্থানে আমাদের খাতির নষ্ট হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়; কিন্তু যতই রূপবতী বা গুণবতী হউক না কেন, তাহার বিরক্তির ভয়ে কর্ত্তব্যের অবহেলা করা আমি ভাল মনে করি না। আমরা সুখের পায়রা, শত সুখের দরজা খোলা আছে, কখন কোন স্ত্রীলোকের বাধ্য হই নাই, ভবিষ্যতেও হইব কিনা বলিতে পারি না। তাহারা আমোদ-আহ্লাদের সামগ্রী, যখন যিনি দয়া করিবেন, তখনই আপন জ্ঞান করিয়া তাহার সহিত আমোদ করিতে হইবে ইহাই জানি। কোহিলা বিবি খাতির না করে, আর দশজন হয় তো পরম সমাদর করিবে। ক্ষতি কিছুতে নাই ভাই; তথাপি তাহাকে বিরক্ত করায় আমার কোন লাভ নাই। আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে এখনই সেখানে যাও এবং প্রাণ ভরিয়া আমোদ আহ্লাদ কর; আমার নাম করিয়া বিবিজানকে লাখলাখ সেলাম জানাইও; আমি যদি পারি তাহা হইলে এখনই তোমাদের সহিত জুটিব। আপাততঃ আমাকে বিদায় দাও।”

কাহারও কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে ললিতমোহন বাবু আপনার বাসস্থানাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দুই জন অনুযাত্রী তাঁহার অনুসরণ করিল।

বয়স্যগণ কিয়ৎকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে

দাঁড়াইয়া রহিল ; একবার তাহাদের মনে হইল, জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে, আবার কি পরামর্শ করিয়া তাহারা নিরস্ত হইল ; তাহারপর তাহারা একমত হইয়া বিবিজানের বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

— — —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তিতভাবে ললিতমোহন বাবু বাসার অভিমুখে ফিরিতেছেন দেখিয়া, বস্ত্র বিক্রেতা সেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"একি বাবু! এখনই ফিরিতেছেন যে?"

ললিত বাবু এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে, দোকানের নিম্ন দিয়া যাইবার সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ললিত বাবুর প্রয়োজন, কিন্তু তিনি চিন্তার প্রাবল্যে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—"হাঁ—আজ্ঞে—একটু বিশেষ প্রয়োজনে এখনই ফিরিলাম। আপনার নিকটই দরকার।"

ললিতমোহন বাবু দোকানে উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'আসুন আসুন' বলিয়া তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। উপবেশন করিয়া ললিত বাবু বলিলেন,—"বড় দায়ে ঠেকিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; আমার একটু বিশেষ উপকার আপনাকে করিতে হইবে।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"বলুন।"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন, "পাঁচটি টাকা আর এক জোড়া বিলাতী গাটী আমার এখনই দরকার, দয়া করিয়া আপনাকে দিতে হইবে।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে বাবু। সামান্য পুঁজি লইয়া আমি কাজ করি। এক জায়গায় অনেক টাকা পড়িয়া থাকিলে ব্যবসা অচল হয়; আপনার নিকট অনেক টাকা জমিয়াছে; আর বাড়াইলে আমার দোকান উঠিয়া যাইবে। আমাকে ক্ষমা করুন—আমি টাকা, কাপড় কিছুই দিতে পারিব না।"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"আপনার অনেক টাকা পাওনা হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আমি বড় লজ্জিত আছি। আপনার দেনা কোনমতে বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি এ দায়ে আমাকে রক্ষা করুন। মাসকাবার নিকট হইয়াছে, বোধ হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যে খাজানার টাকা আসিবে; এবারকার টাকা হইতে আপনাকে ন্যূনকল্পে একশত টাকা দিবই দিব।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"আপনি কথনই কথা ঠিক রাখিতে পারিবেন না। আপনার চারিদিকে দেনা; একশত টাকা যে দিয়া উঠিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না; কিন্তু এমাসে আপনার নিকট যদি একশত টাকা

আদায় না পাই, তাহা হইলে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"হাজার ঝঞ্ঝাট হউক, এবার যে আপনাকে একশত টাকা দিব, তাহার কোন ভুল নাই। আপাততঃ আপনি আমাকে টাকা পাঁচটী আর সাড়ী জোড়াটী দিয়া রক্ষা করুন।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "নগদ টাকা আমি কোনমতেই দিতে পারিব না। আপনার অনুরোধ একবারেই ঠেলিতে আমার সাধ্য নাই। কাজেই সাড়ী জোড়াটী দিতে হইবে। সে যাহা হউক হঠাৎ কি দরকার উপস্থিত হইল, বলুন দেখি ?"

ললিতমোহন বাবু বলিলেন,—"মন্দ কাজে ব্যয় করিতেছি, মনে করিবেন না; হঠাৎ এক বিপন্না দুঃখিনীর জন্যই টাকা কাপড়ের প্রয়োজন হইয়াছে; টাকা পাঁচটি আপনি দিবেন না কি ?"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"সাধ্য নাই—উপায় থাকিলে দিতাম। আমি জানি আপনি মন্দ অভিপ্রায়ে টাকা-কাপড় চাহিতেছেন না। মন্দ কার্য্যে আপনার ব্যয় আছে বটে, কিন্তু সকলেই জানে, আপনার সদ্ব্যয়ই বেশী; এই জন্যই আমরা আপনাকে আদর করি, শ্রদ্ধা করি, ভাল বাসি; কিন্তু বাবু! আমি প্রাচীন লোক, আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না; আয়ের অতিরিক্ত

সদ্ব্যয়ও ভাল নহে। আপনি চারিদিকে জড়াইয়া পড়িতেছেন, একটু বুঝিয়া চলিলে আমরা সুখী হই।”

ললিতমোহন বাবু কহিলেন,—“আপনি পিতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোক; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এক্ষণে আমার সময় নাই, কল্য আপনার সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয়ের পরামর্শ করিব। টাকাতো নিতান্তই দিবেন না, কাপড় জোড়াটাই দিন তবে, দেখি যদি টাকার অন্য উপায় করিতে পারি।”

তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে এক জোড়া মোটা রকমের সাড়ী আনিয়া দিলেন। ললিত বাবু, কাপড় ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—“এখন আসি তবে, কালই দেখা হইবে; নমস্কার।”

চট্টোপাধ্যায় নমস্কার করিলেন। ললিত বাবু কাপড় লইয়া প্রস্থান করিলেন, পরে ভাবিতে লাগিলেন,—‘বিপদের বাটীতে শুধু হাতে যাওয়া বড়ই ভুল; কিন্তু কি করা যায়; অভাবে পাঁচটা টাকা কোথায় পাই। বাসায় জিনিষ-পত্র কিছুই নাই, সামান্য দুই চারিটা থালা-ঘটি আছে মাত্র, তাহাতে কি হইবে?’ সহসা তাঁহার মনে পড়িল, অতি মূল্যবান একটা অঙ্গুরী তাঁহার বাক্সে আছে। সকল দ্রব্য-সামগ্রী তিনি নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সেই অঙ্গুরীটি এক জন আত্মীয়ের স্মরণ-চিহ্ন বলিয়া, অতি যত্নে তিনি রক্ষা

করিয়াছেন; বাক্সের মধ্যে সেই অঙ্গুরীটি আছে, এই কথা স্মরণ হওয়ার পর তিনি সোৎসাহে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বাসায় জগন্নাথ নামে এক ভৃত্য ছিল, সে জানিত, তাহার প্রভু রাত্রি দ্বিপ্রহরের এদিকে কোন মতেই বাসায় ফিরিবেন না। সুতরাং সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে স্বেচ্ছামত আমোদ উপভোগে লিপ্ত ছিল; সেই পল্লীর 'তেলীবউ' নামে পরিচিতা বঙ্গদেশীয়া এক স্ত্রীলোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। বাবুর শয়ন মন্দিরে, বাবুর প্রসাদী সুরা সেবন করিতে করিতে তেলিনী প্রণয়িনীর সহিত জগন্নাথ বড় আনন্দে কাল কাটাইতে ছিল; সহসা সদর দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল, জগন্নাথের কর্ণে সে ধ্বনি প্রবেশ করিল, কিন্তু জগন্নাথ তাহাতে বিচলিত হইল না। আবার অধিকতর জোরে কড়া বাজিল, তখন জগন্নাথের প্রণয়িনী বলিল,—"কে কড়া নাড়িতেছে, শুনিতেছ না?"

জগন্নাথ বলিল,—"কৈ মাঙ্‌নে বালি হোগি; খুদ বাবু হোঙ্' তবহি হাম তোমকো ছোড়্‌কে আভি নেহি উঠেঙ্গা।"

চীৎকার করিয়া ললিত বাবু ডাকিলেন, 'জগন্নাথ! দরজা খোল।' কণ্ঠস্বর শুনিয়া, জগন্নাথ চমকিয়া উঠিল।

তেলিনী বলিল,—"বাবু যে!"

জগন্নাথ বলিল,—"ইস্‌বখ্‌ত বাবু কব্‌হি লোটতা নেহি। কৈ কাম খাতির আয়া হোগা, হাম জানতা দো লহমাকা যাস্তি নেহি ঠহেরাঙ্গে,তোম্‌ ইয়ে পালঙ্কা নীচে রহে যাও পিয়ারি! হাম দরজা খোলনে যাতা হুঁ।"

তেলিনী বলিল,—"বড় ভয় করে।"

জগন্নাথ বলিল,—"ক্যায়াডর? থোড়া রহে যাও মেরিজান।"

পুনরায় চীৎকার করিয়া ললিতমোহন বলিলেন,— "দরজা খোল, কি করিতেছ জগন্নাথ?"

জগন্নাথ চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাতাহুঁ!"— এদিকে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"জল্‌দি ঘুস্‌ যাও পিয়ারি, দিল্লগিকা বাৎ নেহি, বাবু গোসা করতা হ্যায়।"

তখন অগত্যা জগন্নাথ-প্রণয়িনী, সেই নাতি উচ্চ পালঙ্কের নিম্নে কষ্টে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটা বাক্স ও একটা ট্রাঙ্ক ছিল, সুতরাং পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রমণীকে সম্মুখ দিক হইতে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিল না। একটু কম্পিত পদে আসিয়া বিচলিত হস্তে জগন্নাথ দরজা খুলিয়া দিল।

ললিতবাবু ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"কতক্ষণ দাড়াইয়া আছি, কি করিতেছিলে তোমরা?"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ললিতবাবু দ্রুতপদে

উপরে উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগন্নাথ তাঁহার অনুসরণ করিল;—তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, ব্যস্তভাবে পালঙ্কের নিম্ন হইতে ললিতমোহন বাবু বাক্স টানিয়া বাহির করিলেন। বাক্স টানিবার সময় তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন, পর্য্যঙ্ক তলে বাক্স ও ট্রাঙ্কের পশ্চাতে এক নারী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?"

কেহ কোন উত্তর দিল না; তখন তিনি জগন্নাথকে বলিলেন,—"একি জগন্নাথ! কে এখানে?"

তখন জগন্নাথ একটু নত হইয়া পালঙ্কের নীচে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর বলিল,—"কুছ্ নেহি হুজুর, কুছ্ নেহি।"

তখন ললিতবাবু একটু রাগত ভাবে আসিয়া, জগন্নাথের হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বিপরীত দিক দিয়া পালঙ্কের সমীপে আনিয়া বলিলেন,—"কুছনেহি, তবে এ কি?"

তখন জগন্নাথ অকাতরে বলিল,—"কৈ কাপড়া ওপড়াকা গাঁটরি হোগি।"

অন্য সময় হইলে জগন্নাথের এ উত্তরে সকলকে হাসিতে হইত, কিন্তু এখন ললিতবাবু বড় ব্যস্ত। তাঁহার মনও অতিশয় উদ্বিগ্ন, এজন্য হাসির পরিবর্ত্তে তাঁহার রাগের মাত্রা একটু বাড়িয়া উঠিল, বলিলেন,—"গাঁটরি!

গাঁটরির কখন হাত থাকে? পা থাকে? ছি জগন্নাথ! তুমি আমার সহিত তামাসা করিতেছ! আমি বড়ই বিরক্ত হইতেছি; কিন্তু আমার এখন রহস্যের সময় নয়, যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মনিবের ঘরে এরূপ ব্যবহার করা চাকরের পক্ষে বড়ই দোষের কথা। খাটের নীচে কে আছ, বাহিরে আইস। আমি তোমাকে কোনরূপ শাস্তি দিব না।

যাহা গাঁটরি বলিয়া জগন্নাথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা নড়িতে লাগিল এবং অনতিকাল মধ্যে পালঙ্কের নিম্ন দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, এক প্রৌঢ় বয়স্কা নারীরূপে অধোমুখে দণ্ডায়মানা হইল। তাহার বদন প্রায়শঃ আচ্ছন্ন হইলেও, ললিত বাবু তাহাকে সহজে চিনিতে পারিলেন এবং বলিলেন,—"কেও তেলিবউ! তোমার এ কাজ! আমার খাবার জন্য এবার কোথা হইতে যে আটা আনিয়া দিয়াছ, তাহাতে বালি কিচ্ কিচ্ করে, খাইতে কষ্ট হয়। কোন উপায়ে আজ চারিটি ভাল আটা আনিতে পারিবে না কি?"

তেলিবউ অবাক্! সে চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক, ইহা সাধারণে জানে; সুতরাং ললিত বাবুর সম্মুখে ধরা পড়ায় তাহার বিশেষ কুণ্ঠা না হইলেও তাঁহারই শয়ন কক্ষে এমন কি তাঁহারই শয্যায়, তাঁহারই এক ভৃত্যের সহিত আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইয়া, সে যে যৎপরোনাস্তি

অপরাধ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তজ্জন্য সেই অশেষ তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রত্যাশা করিতেছিল। তৎপরিবর্ত্তে গৃহস্থালীর কথা শুনিয়া, বাবুর একটা অসুবিধা দূর করিবার ভার পাইয়া, কি বলিতে হইবে তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। গলায় কাপড় দিয়া এবং ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া, সে বাবুকে প্রণাম করিল; তাহারি পর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিছানার নীচে ললিত বাবুর চাবি থাকিত; বাক্স খুলিবার কখনও প্রয়োজন হয় না; সুতরাং চাবিতে মড়িচা ধরিয়া ছিল। যথাস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া ললিত বাবু বাক্স খুলিলেন। বাক্স হইতে ললিত বাবু কৌটা বাহির করিয়া, তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন; যে কৌটায় অঙ্গুরী থাকে, তাহা পড়িয়া আছে। অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইলেন; কিন্তু সেই বহুবার দৃষ্ট—বহু সমাদৃত অঙ্গুরীয় এই কি? তাহা ভিন্ন আর কি হইবে। যেন কেমন কেমন—অন্যরূপ অঙ্গুরীয় নহে কি? না, তাহা কেন হইবে! সেই বাক্স, সেই কৌটা, সেই অঙ্গুরীয় সব ঠিক আছে। কৌটা সহ অঙ্গুরীয় এবং সেই নূতন সাটী জোড়াটি লইয়া ললিত বাবু প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তিনি জগন্নাথকে বলিয়া গেলেন, এরূপ বেয়াদবি করিয়া ভাল কর নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, আর

এমন কাজ করিও না, রাত্রিতে আমি কখন ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই, সাবধান থাকিও।

বেগে ললিত বাবু প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পরিচিত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রমানাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্থির হইল, ডাক্তার বাবু অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। ঔষধের মূল্য ও ডাক্তারের দর্শনী, ললিত বাবু পরে দিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাটোর সত্রের অনতিদূরে, এক জীর্ণ একতালা ভবনের দ্বার সমীপে, টহলদিং দণ্ডায়মান; ঘরের মধ্যে মেজের উপর অতি সামান্য ও মলিন শয্যায় এক পীড়িত পুরুষ শায়িত; ঘরের এক দিকে এক দড়ির আলনায় কয়েক খানি জীর্ণ ও মলিন বস্ত্রাবশেষ ঝুলিতেছে। পীড়িত ব্যক্তির একপার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছে। অপর পার্শ্বে সেই মলিন-বসনা সুন্দরী সাশ্রুনয়নে উপবিষ্টা; সুন্দরীর কেশরাশি রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল, দেহ ভূষণ শূন্য, কেবল প্রকোষ্ঠে শঙ্খ বলয় এবং বাম হস্তে তদতিরিক্ত এক লৌহ ভূষণ শোভা পাইতেছে। সমুচিত আহারাদির অভাবে শরীর শীর্ণ ও লাবণ্য বিহীন। দেহের অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মলিনতা ও কালিমাচ্ছন্ন। বদন সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠনমুক্ত, গণ্ডদ্বয় রক্তিম আভা বিহীন, অধরোষ্ঠ লোহিত বর্ণ পরিশূন্য এবং নেত্রদ্বয় স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বিচ্যুত হইলেও দর্শন মাত্রেই উপলব্ধ হয় যে, এই দারিদ্র্য নিপীড়িতা নারী পরমা সুন্দরী। শয্যাশায়িত রুগ্ন পুরুষ এই যুবতীর পিতা; পিতার

কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কন্যা জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবা এখন কেমন বুঝিতেছ ?"

আর্ত্তস্বরে যন্ত্রণা সূচক একটা ধ্বনি ব্যক্ত করিয়া পিতা বলিলেন,—"কেমন যে বুঝিতেছি তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই ; তথাপি তোমাকে বলাই উচিত। এ পীড়া হইতে আমি অব্যাহতি পাইব না, এ দুঃখের জীবন শেষ হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি হইবে ? আমি তোমার কোন কাজে লাগিতাম না, তুমি চেষ্টা করিয়া উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় এই অন্ধ পিতাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে, তথাপি আমি তোমার সঙ্গী ও অভিভাবক। আমার মৃত্যুর পর তুমি একাকিনী আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কিরূপে কাল কাটাইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ভগবান্ ভিন্ন আর ভরসা কি আছে ?"

পুরুষ অন্ধ ; সুতরাং তিনি দেখিতে পাইলেন না যে, তাঁহার কন্যা অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; অন্ধ কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"সরযূ কাঁদিতেছ কি মা ? কাঁদিয়া কোন ফল নাই, যাহা ঘটিবে তাহার গতিরোধ করিতে আমাদিগের সাধ্য নাই। এখন অনর্থক রোদনে সময় নষ্ট না করিয়া ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা করাই আবশ্যক। তুমি যে মহাত্মার কথা

বলিতেছিলে, তিনি এক্ষণে দয়া করিয়া পদধূলি দিবেন কি?"

কন্যার নাম সরযূবালা, নয়ন মার্জ্জন করিয়া সংক্ষুব্ধ স্বরে সরযূ বলিলেন---"আসিবার আশা দিয়াছিলেন, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেন আসিলেন না জানি না। শুনিয়াছি তিনি অতিশয় পরোপকারী, এক্ষণে আমাদিগের অদৃষ্ট!"

পিতা বলিলেন, "তাহাই ঠিক; আমাদিগের অদৃষ্ট যেরূপ মন্দ, তাহাতে কাহারও সাহায্য পাইবার আশা করা যায় না। আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে মা?"

সরযূ বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি বাবা।"

পিতা বলিলেন, "তোমার ব্যবস্থা কি হইবে শুনিলে, বোধ হয় কতকটা সুস্থির হইতে পারিব।"

কন্যা বলিলেন,—"যদিই ভগবান আমার নিকট হইতে তোমাকে কাড়িয়া লন, তাহা হইলে, আমি কোন উপায়ে আর একবার স্বামীর সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব। যদি সে সৌভাগ্য ঘটিবার উপায় না হয়, তাহা হইলে যেরূপে হউক আমার দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে জানাইয়া একমুষ্টি অন্নের ভিক্ষা করিব। তিনি যতই নির্দ্দয় হউন, তথাপি আমার একমাত্র আশ্রয়। শতবার অপমানিতা হইলেও আবার তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে আমার কোন লজ্জা নাই। এ দেহ নষ্ট করিলে সকল গোল

মিটিয়া যায়; কিন্তু যদি কোন দিন ইহা তাঁহার কাজে লাগে, এই আশায় আত্মহত্যা করিতে পারিব না তবে যদি বুঝি, ধর্ম্ম রক্ষা করা অসম্ভব হইতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেহে প্রাণ থাকিবে না। জীবন থাকিতে কদাপি ধর্ম্মনাশ হইতে দিব না।"

অন্ধ পুরুষ কাতর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হা ভগবান্!"

তাঁহার স্বর বাহিরে টহলসিংহের কর্ণগোচর হইল সে ব্যস্তভাবে দ্বারসমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—"আমাকে কিছু বলিতেছেন কি মা?"

সরযূ বলিলেন,—"না বাবা, বাবু আধঘণ্টার মধ্যে আসিবেন কথা ছিল, প্রায় দেড় ঘণ্টা হইয়া গেল। তোমার কি বোধ হয় তিনি আসবেন না?"

টহলসিং বলিল,—"না মা, যে কথা বাবু বলেন তাহার অন্যথা হইতে আমরা কখন দেখি নাই। দেনা পাওনা, আমোদ আহ্লাদ, এ সকল বিষয়ে তাঁহার কথার নড়চড় দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও কোন উপকার করিবার কথায় তাঁহাকে কোনরূপ উল্টা পাল্টা করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই।"

তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে শব্দ হইল,—"আমি আসিয়াছি মা, কি করিতে হইবে বলুন।"

সঙ্গে সঙ্গে টহলসিং বলিয়া উঠিল—"বাবু আসিয়াছেন ”

ভিতর হইতে সরযূ বলিলেন,—“আপনি ভিতরে আসুন।”

কাপড় ও কৌটা হস্তে লইয়া ললিত বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মৃত্যু-কবলগত-প্রায় পীড়িত পুরুষ এবং তত্রত্য নিতান্ত দীনতাব্যঞ্জক দ্রব্য-সামগ্রী দর্শনে, ললিত বাবু বুঝিলেন, দুরবস্থা ও বিপদ তথায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি পীড়িতের পার্শ্বে ধূলির উপর উপবেশন করিলেন এবং হস্তস্থিত বস্ত্র জোড়াটী সরযূর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—“এখনই ডাক্তার আসিবেন। আপনি আগে কাপড় ছাড়িয়া এই নূতন কাপড় পরুন। যে কাপড় আপনি পরিয়াছেন, তাহা না ছাড়িলে লোকের সম্মুখে বাহির হইতে পারিবেন না। তাহার পর আমাকে সকল কথা বলুন।”

রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন,—“আপনি ব্রাহ্মণ। উঠিয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতে আমার শক্তি নাই। আমি কায়স্থ। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ-সেবা আমাদিগের ধর্ম্ম। হা ভাগ্য! আজ নিকটে ব্রাহ্মণ পাইয়াও আমি তাঁহার চরণ ধূলি লইতে পারিতেছি না।”

ললিত বাবু বলিলেন,—"সেজন্য দুঃখ করিবেন না; আমার চরণ-ধূলায় যদি আপনার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আপনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন. আমি চরণ অগ্রসর করিতেছি।"

পীড়িত বলিলেন,—"দুরদৃষ্টের কথা—আমি অন্ধ; আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, অন্তিমকালে পুণ্যসঞ্চয় করিবার ভাগ্যও আমার নাই। প্রভো! যদি চরণ-ধূলি দিতে কৃপা হইয়াছে, তাহা হইলে আর একটু কৃপা করিয়া আমার মাথায় পাদপদ্ম স্থাপন করুন।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আপনি পীড়িত; আপনার বাসনা পূর্ণ করাই উচিত। আপনার মাথায় চরণস্পর্শ করাইতেছি।"

ললিত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অগ্রসর হইয়া পীড়িত ব্যক্তির মস্তকের সহিত আপনার চরণ সংলগ্ন করিলেন। অন্ধ বলিলেন,—"আমি ধন্য হইলাম। রোগের যাতনা দূর হইয়া শরীর শীতল হইল। মা সরযূ! তুমি ঠাকুরের কথামত কাপড় বদলাইয়া ফেল। আমরা ভিক্ষুক, কাহারও দান গ্রহণে আমাদের আর লজ্জা নাই। বিশেষ ইঁনি ব্রাহ্মণ। আমরা চিরদিনই ব্রাহ্মণের আশ্রিত এবং প্রসাদভোজী।"

বস্ত্র হস্তে লইয়া সরযূ উঠিয়া গেলেন। ললিত বাবু আসিয়া আবার রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন।

তখন রুগ্নব্যক্তি বলিলেন,—"শুনিয়াছি আপনি পরোপকারী মহাপুরুষ। দেখিতে পাইতেছেন, আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই; এ সময়ে আপনি আমার অনেক উপকার করিতে পারেন।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমাদ্দারা যে সাহায্য সম্ভব তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব। এখনই ডাক্তার রমানাথ বাবু আপনাকে দেখিতে আসিবেন; আবশ্যক মত ঔষধ পথ্যাদির কোন অভাব হইবে না।"

অন্ধ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ঔষধ বা চিকিৎসায় আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি অসম্ভব। আমার এই দুঃখিনী কন্যার সদুপায় আপনি করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তে সরযূ আসিয়া পুনরায় পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ললিত বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে এখন আর কথায় কাজ নাই।"

অন্ধ বলিলেন,—"কথা কহিতে আমার কোন কষ্ট নাই, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, এখন না বলিলে হয়তো আর আপনাকে কোন কথাই জানাইতে পারিব না। কলিকাতায় শ্যামবাজারে আমার নিবাস ছিল।"

সংক্ষেপে পীড়িত পুরুষ আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানাইলেন। ললিত বাবু বুঝিলেন, কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় অদৃষ্টের আশ্চর্য্য আবর্ত্তনে, আজি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এক সময়ে বহু দাস-দাসী যাঁহার সেবা করিত, বহুলোক যাঁহার কৃপার ভিখারী ছিল, আজি তিনি দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। কেন এরূপ হইল? কোম্পানির কাগজের জুয়াখেলা, জ্ঞাতিবিরোধ এবং মোকদ্দমায় চন্দ্রমোহন বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। সংসারে কন্যা ও পত্নী ভিন্ন আপনার লোক কেহ ছিলেন না। সৌভাগ্যের সঙ্গীগণ, দুর্ভাগ্যের আগমন দর্শনে পলায়ন করিলেন। অন্নবস্ত্রের নিদারুণ অভাবে যখন চন্দ্রমোহন বাবু প্রপীড়িত, সেই সময় তাঁহার পত্নী গঙ্গালাভ করিয়া সমস্ত যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। যথাকালে কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিপুল বিভবশালী যুবার সহিত সরযূবালার বিবাহ হইয়াছিল; সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত সুরাপায়ী পাষণ্ড যুবা বিবাহের পর কখন পত্নীর মুখাবলোকনও করিল না। শ্বশুরের দুর্দ্দশায় কোনরূপ সহায়তা বা তাঁহার কোন সংবাদ গ্রহণও করিল না। দৈব-বিড়ম্বনায় চন্দ্রমোহন বাবু অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষা ভিন্ন জীবিকা-পাতের আর কোনই উপায় থাকিল না। যে স্থানে এক সময়ে তিনি বহুলোক প্রতিপালন করিয়াছেন, সেখানে

ভিক্ষোপজীবী হইয়া বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বারাণসী ভিক্ষার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র এবং দূরদেশ। অষ্টাদশবর্ষীয়া দুঃখিনী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, অন্ধ চন্দ্রমোহন বাবু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনপাত করিবার আশায় তিন মাস হইল, কাশীধামে আগমন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের চির অনুচর; এখানে আগমন করার পর নিদারুণ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ললিত বাবুর পরদুঃখপ্রবণ হৃদয় সাতিশয় ক্লিষ্ট হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আপনার বা মা সরযূর সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রাণান্ত পণ করিয়াও তাহা করিব।"

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন,—"আমি বয়সে অনেক বড়; সুতরাং আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি চিরদিন পরম সুখে থাকিবেন।"

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া ললিত বাবুর চরণে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা! এই করিবেন, যেন আমাকে ধর্ম্মহীনা হইতে না হয়। যেন কুচক্রে পড়িয়া আমার জীবন্মৃত্যু না ঘটে।"

টহলসিং বাহির হইতে বলিল,—"হুজুর ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।"

ললিত বাবু বাহিরে গিয়া সাদরে ডাক্তার বাবুকে

সঙ্গে লইয়া আসিলেন। রমানাথ বাবু রোগীর নিকটে আসিয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। প্রস্থান-কালে ললিত বাবু তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া রমানাথ বাবু বলিলেন,—"রোগীর জীবনের কোন আশা নাই। হৃদ্‌যন্ত্রে এক প্রকার কঠিন পীড়া হইয়াছে। যে কোন সময়ে তাহার ক্রিয়া রোধ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। যত্নে ও সুচিকিৎসায় থাকিলে, কিছুকাল এইরূপ রোগীকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, কিন্তু এখন আর এ রোগীর কোন আশা নাই। ঔষধ বা পথ্যে কোন উপকার হইবে না। কখন মৃত্যু হইবে ঠিক বলা যায় না। তবে দুই তিন দিনের বেশী বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ললিত বাবু বুঝিয়া দেখিলেন, ঔষধাদির প্রয়োজন না থাকিলেও রোগী এবং তাঁহার কন্যার আহারাদির জন্য কিঞ্চিৎ পয়সার প্রয়োজন। আর বুঝিলেন, একটা বিশ্বাসী স্ত্রীলোক এখানে থাকা আবশ্যক; রাত্রি যেরূপে হউক কাটাইয়া, প্রাতে একটা স্ত্রীলোক আনিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন, টহলসিংহের সহিত বাহিরে বসিয়া রাত্রি কাটাইবেন। কিন্তু পয়সার ব্যবস্থা কি হয়? হাতে একটাও পয়সা নাই। টহলসিংহকে কোন উপায়ে চারি আনা পয়সা, অভাবে আধসের দুগ্ধ, দুই পয়সার তৈল এবং দুই আনার জলখাবার ধার করিয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। টহলসিং অনায়াসে তাহা আনিতে পারিবে বলিয়া প্রস্থান করিলে, ললিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সরযূ জিজ্ঞাসিলেন,—"ডাক্তার কি বলিলেন বাবা?

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন,—"ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল নাই মা। আমি নিজে বুঝিতেছি, আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

তাহার পর অন্ধ আন্দাজে আন্দাজে ললিত বাবুর

পায়ে হাত দিলেন। বলিলেন,—"এ অন্তিমকালে আপনিই আমার ভরসা। মা সরযূ! উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরের চরণ ধর। প্রভো! আপনার চরণে আমার এই নিরাশ্রয়া কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

সরযূ আসিয়া ললিতমোহনের চরণ সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ললিত বাবু বলিলেন,—"আমি আবার বলিতেছি, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার কন্যাকে আমি 'মা' বলিয়াছি; জননীর মঙ্গল চিন্তা অতঃপর সন্তানের প্রধান ব্রত হইবে।"

পিতা ও কন্যা ললিতমোহন বাবুর চরণ ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক রহিলেন। কথিত সামগ্রীসহ টহলসিং ফিরিয়া আসিল; ললিতমোহন বাবু তাহার হস্ত হইতে সামগ্রী সকল লইয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"মা, এই পাত্রে গরম দুগ্ধ আছে; মধ্যে মধ্যে কর্ত্তাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াও। এই ঠোঙায় কিছু জলখাবার আছে, সবগুলি তোমাকে খাইতে হইবে মা! আর এই পাত্রে তৈল আছে, প্রদীপে একটা মোটা সলিতা দিয়া, তৈল পূর্ণ করিয়া রাখ। আমি বাহিরে থাকিব, বার বার আসিয়া খবর লইব।"

কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ললিত বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে টহলসিং বলিল,—"যখন ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তখন আপনাকে ডাকিতে কোহিলা বিবির লোক আসিয়াছিল। আমি বলিয়া দিয়াছি, এখন বাবুর সহিত দেখা হইবে না। সুযোগ হইলে আমি খবর জানাইব।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"বেশ বলিয়াছ. আজ রাত্রিতে সেখানে যাইবার কোনই উপায় হইবে না। একা থাকা কষ্টকর হইবে। তুমি থাকিতে পারিবে না টহল ?"

টহল বলিল,—"কেন পারিব না! হুজুর যখন থাকিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। খাওয়াদাওয়ার কি হইবে ?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমি কিছুই খাইব না। তুমি কোথাও হইতে একটু যাহা হয় খাইয়া আইস। তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কোন উপায় হয় কি টহল ?"

টহল বলিল,—"কেন হইবে না? আমার নিকট এখনও কয়েকটা পয়সা আছে, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিতেছি।"

টহল প্রস্থান করিল ও অবিলম্বে একখানি চেটাই, একটী গড়িয়া, কলিকা, তামাক, টিকা, দিয়াশলাই ও কয়েক দোনা পান লইয়া ফিরিল। ললিত বাবু সেই

চেটাইয়ে বসিয়া, পান-তামাক খাইতে খাইতে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কোথায় কোহিলা বিবির সর্ব্বসুখপূর্ণ আমোদময় কক্ষ—আর কোথায় মরণাপন্ন অপরিচিত ব্যক্তির সাহচর্য্য! বার বার ললিত বাবু উঠিয়া রোগীর অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

প্রাতে টহল একটী স্ত্রীলোকের সন্ধানে গেল। ললিত বাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রোগীর কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে। সহসা বাক্য কথনের অসামর্থ্য বড়ই দুর্লক্ষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইল। অনেক সময় রোগীর নিকট অপেক্ষা করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন; বুঝিলেন চন্দ্রমোহন বাবুর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতে আর বিলম্ব নাই; এখনই সৎকারাদি কার্য্যের নিমিত্ত টাকার প্রয়োজন হইবে। রাত্রিকালে এক প্রচ্ছন্ন স্থানে কৌটা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, দেখিলেন কৌটা সেই স্থানেই আছে, অঙ্গুরী বাঁধা দিয়া এখনই টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

টহল তাহার পরিচিত ও বিশ্বাসী এক স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ললিত বাবু স্ত্রীলোককে সংক্ষেপে সকল কথা বুঝাইয়া, সরযূর নিকট লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোক প্রয়োজনীয় কার্য্যে সরযূর সহায়তা করিতে লাগিল।

ললিত বলিলেন,—"ডাকিয়া আনিতে যাও। এদিকে আর দেরি নাই।"

টহল চলিয়া গেল। ললিতমোহন পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রমোহন বাবুর দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইতেছে, দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল; সকলই ফুরাইল! সরযূ মৃত পিতার চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ভেদী রোদন করিতে লাগিলেন।

সহসা বাহিরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাত ব্যক্তি অতিশয় ক্রোধসহকৃত দুর্ব্বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে প্রবেশ করিল। একজন জিজ্ঞাসিল,—"তোর নাম ললিত?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"হাঁ। কেন তোমরা এখানে গোল করিতে আসিয়াছ, দেখিতেছ না এখানে এই বিপদ?"

এক ব্যক্তি বলিল,—"রেখে দে তোর বিপদ—পাজি জুয়াচোর!"

ললিত বাবু অবাক! বলিলেন,—"আমি কবে কাহার সহিত কি জুয়াচুরি করিয়াছি ভাই?"

আগন্তুক বলিল,—"যেন কিছুই জানে না! দুই বৎসর জেল খাটিতে হইবে। তোরা কি দেখিতেছিস্? বাঁধ না বেটাকে—পলাইয়া যাইবে।"

ললিত বলিলেন,—"পলাইব না—বাঁধিতে হইবে না, যেখানে যাইতে বলিবে, আমি সেখানেই যাইতেছি। কিন্তু ভাই, তোমরা দয়া করিয়া বাহিরে একটু অপেক্ষা কর, আমি এই মরার গতি-মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া, যেখানে যাইতে বলিবে, সেখানেই যাইব।"

আগন্তুকগণের মধ্যে যে ব্যক্তি কথা কহিতেছিল, সে ললিত বাবুর গলায় হাত দিয়া বলিল—"চল্ শুয়ার! তোর সকল কাজ শেষ হইলে, তুই যাইবি? আমরা তোর হুকুমের তাঁবেদার নহি।"

তখন ললিত বাবু সেই অসভ্য হৃদয়-হীন বর্ব্বরের বক্ষে এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, সে 'বাবাগো' বলিয়া পাঁচ পদ পিছাইয়া গেল।

ললিত বাবু বলিলেন,—"এই শোকের স্থানে দাঁড়াইয়া আমি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। এই বিপদের ক্ষেত্রে কাহারও রক্তপাত করিতে ইচ্ছা করি না। ভাই সব, তোমাদিগকে আবার বলিতেছি, আমাকে এখানকার ব্যবস্থা শেষ করিতে দাও, তাহার পর যেখানে যাইতে বলিবে, আমি নির্ব্বিবাদে তোমাদের সঙ্গে যাইব।"

আগন্তুকেরা কোন উত্তর দিল না। এক সঙ্গেই চারি পাঁচ জন আসিয়া ললিতকে জড়াইয়া ধরিল। তিনি বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পাঁচ জনকে ছুড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু এখন কাহারও সহিত

কোনরূপ বিবাদ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। ঝি, তুমি সাবধানে আমার মা'র যত্ন করিবে। মা! তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব। টহলসিং এখনই আসিবে: তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিও। সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

দুর্বৃত্তেরা আর কথা কহিতে দিল না। ধাক্কা মারিতে মারিতে তাহারা ললিতকে লইয়া চলিল।

হা সরযূবালা! বিধাতার ভাণ্ডারে যত নিষ্কারুণ্য সঞ্চিত ছিল, সকলই কি তোমার এই ক্ষীণ, কাতর ও কোমল হৃদয়োপরে বর্ষিত হইতেছে! কিন্তু দেবি! সহ্য কর, সহিষ্ণুতার পবিত্র তন্ত্রী যেন ছিন্ন না হয়। বিপদই মনুষ্যের পরীক্ষাস্থল — ক্ষমা মনুষ্যশীলা—ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের সহায়। কবি বলিয়াছেন—"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" অর্থাৎ চক্রনেমির ন্যায় মনুষ্যের দশা কখন উন্নত, কখনও বা অবনত হইয়া থাকে। তোমার দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, আবার সৌভাগ্য সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণ তোমার দুঃখতামস নাশ করিবে না কি?

সরযূবালার কণ্ঠে রোদন-ধ্বনি নাই। বিপদের গুরু পেষণে প্রপীড়িতা অবলা যেন সংজ্ঞাহীনা। অশ্রু নাই, আবেগ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। সংজ্ঞাহীনা পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় সরযূ, বিগত-জীব পিতৃপদতলে পতিতা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যে বাটীতে চন্দ্রমোহন বাবুর মৃতদেহ এখনও নিপতিত রহিয়াছে, তাহারই অব্যবহিত পার্শ্বে বিপুল বিভব-শালিনী শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী দেবীর বাসভবন। রাধিকাসুন্দরী নদীয়া জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক মাত্র তনয়া; ধনলোভে নিঃস্ব পিত এক প্রভূত সম্পত্তি-শালী স্থবিরের সহিত, সপ্তম বর্ষীয়া দুহিতার বিবাহ দেন। অষ্টমবর্ষ বয়ক্রম কালে, রাধিকার বৃদ্ধ পতি গঙ্গালাভ করেন। কন্যার বৈধব্যে পিতা-মাতার দৈন্য দূর হইল বটে, কিন্তু ন্যায়ময় ভগবান্ অসদুপায়ার্জ্জিত বিত্ত বহুদিন তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে দিলেন না। রাধিকার পিতা-মাতা অচিরকাল মধ্যে লোকলীলা সম্বরণ করিলেন। বিপুল বিভবরাশির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী পিতৃ-মাতৃহীনা রাধিকা, সংসার-সমুদ্র-বক্ষে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় একাকিনী ভাসিতে লাগিলেন। যৌবন সমাগমের পূর্ব্বেই কুলোকেরা তাঁহাকে কুশিক্ষা দিয়া কুপথে আনিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। জানি না, কোন্ আভ্যন্তরিক শক্তিবলে, রাধিকাসুন্দরী যাবতীয় [illegible]ন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া, আপনার চরিত্রে

কলঙ্কের ছায়াপাত হইতেও দিলেন না। অসীম লাবণ্য সম্পন্না রাধিকা, ক্রমে উদ্ভিন্ন-যৌবনা হইলেন। লালসা-পরতন্ত্র বহুব্যক্তি, বিবিধ প্রলোভনের জাল পাতিয়া, এই সম্পত্তি-সম্পন্না ও সৌন্দর্য্যশালিনী ললনাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া, সকলকেই উপহাসাস্পদ হইতে হইল। সকলেই বুঝিল, রাধিকার হৃদয়ে করুণা নাই, প্রণয় নাই, স্পৃহা নাই এবং আবেগ নাই। অনেকে স্থির করিল, এই শোভাময়ী যুবতী সুনিপুণ-শিল্পী-গঠিত পাষাণ প্রতিমা বিশেষ।

রাধিকা পুরুষের সহিত আলাপ করেন না; পুরুষের প্রসঙ্গ আলোচনা করেন না; তিনি ভূষণ মাত্রও ব্যবহার করেন না; সামান্য বসন ব্যতীত কিছুই পরিধান করেন না; স্বল্পমাত্র সামান্য সামগ্রী ব্যতীত কিছুই ভোজন করেন না। কয়েকজন পরীক্ষিত স্বভাবা সচ্চরিত্রা নারী, নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকে ও পরিচর্য্যা করে। তাহাদের অনেকে প্রৌঢ়বয়স্কা, কেহ কেহ বর্ষীয়সী। সদুপদেশ পূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থের তিনি আলোচনা করেন এবং সঙ্গিনীগণের সহিত তিনি সৎপ্রসঙ্গে দিন যাপন করেন। ষোড়শী রাধিকা কাশীতে বিশাল অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন এবং গত ছয়মাস হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন।

সঙ্গিনী ব্যতীত অনেক দাস-দাসী, দ্বারবান্, রক্ষী, আমলা প্রভৃতি রাধিকাসুন্দরীর আশ্রয়ে দিনপাত করে। এক শীর্ণকায়, ধবলকেশ, শ্মশ্রুবান পুরুষ তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী; সকলে তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিয়া ডাকে। দেওয়ানজী বড় অদ্ভুত স্বভাবের লোক, পান হইতে চুণ খসিলেও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সামান্য অপরাধেও তাঁহার নিকট ক্ষমা নাই। যাহা যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটু অন্যথা দেখিলে, তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। আইন এবং ন্যায়ের কথা, সতত তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। বাজারের পয়সা হইতে চাকর একটী মাত্র পয়সা চুরি করিয়াছে বুঝিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুলিশে না দিয়া, ক্ষান্ত হন না। দেওয়ানজীর মুখে কখন মিষ্টকথা বাহির হয় না। বিশেষ হাস্যজনক প্রসঙ্গ শুনিয়াও, দেওয়ানজী কখন ঈষৎ হাস্যও করেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকট ও কর্কশ; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, কোন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করে না। কর্ম্মচারিবর্গের শীর্ষস্থানে এই মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকায়, রাধিকাসুন্দরী অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। দেওয়ানজীর ভয়ে কেহই রাধিকার নিকট আসিবার চেষ্টা করিতে বা দুষ্টলোকেরা কোনরূপ কুমন্ত্রণার ফাঁদ পাতিতে সাহস করে না।

অদ্য প্রাতে দেওয়ানজী বিশেষ কুপিতভাবে অঙ্গন

মধ্যস্থ এক কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন, উভয় পার্শ্বে একটু অন্তরে অনেক আমলা, দ্বারবান ও ভৃত্যাদি দণ্ডায়মান। অতি সামান্য এক মলমলের থান দেওয়ানজীর দেহের অধোভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং নিকৃষ্ট নয়ানসুখের এক পিরাণ তাঁহার দেহের উৰ্দ্ধভাগ আবৃত করিয়াছে।

পাঁচজন বিকট দর্শন ভৃত্য ধাক্কা মারিতে মারিতে ললিত বাবুকে এই দেওয়ানজীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। দুইজনে ললিত বাবুর হাত ধরিয়া রহিল, তিনজন দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

ললিত বাবু বলিলেন—"মহাশয়ই কি আমাকে নির্য্যাতন করিতে এখানে আনাইয়াছেন?"

বিকৃতস্বরে দেওয়ানজী বলিলেন,—"হাঁ! নির্য্যাতন করিব না, সন্দেশ খাইতে দিব না কি? এখনই শ্রীঘরে যাইতে হইবে, জান না!'

ললিত বাবু বলিলেন,—"কেন"?

দেওয়ানজী বলিলেন,—"বেটা যেন কিছুই জানে না! এখনি জুয়াচুরি করিয়াছিস্, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস্ কেন? তোকে এখনি পুলিষে চালান দিব শুয়ার।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আমার সহিত সাবধানভাবে কথা কহিবেন। আমি ভদ্রসন্তান, আপনার লোকজন দেখিয়া আমি একটুকও ভীত হইতেছি না। একটা সামান্য বাঁশের লাঠি লইয়া, আমি এখনই অনায়াসে

আপনার সমস্ত লোকগুলিকে মাটীতে শোয়াইতে পারি। কিন্তু এখন আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। অন্য কোন চিন্তা করিতে বা মানাপমানের বিচার করিতে, আমার এখন সময় নাই। আপনি এ সময়ে আমাকে যত ইচ্ছা দুর্ব্বাক্য বলুন বা আপনার লোকেরা যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করুক, আমি কিছুতেই দৃক্‌পাত করিব না। কেবল সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আসল কথাটা আমাকে শীঘ্র বলুন। আমার সময় নাই—বড় বিপদ।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"তোমার বড় বিপদই বটে। জুয়াচুরি করিলে বড় বিপদে পড়িতে হয়। তোমার লোক এখনই একটা আঙ্‌টী বাঁধা দিয়া, তোমার নাম করিয়া আমাদিগের জমাদারের নিকট হইতে কুড়ি টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে, জান কি?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"জানি বৈকি। আমারই প্রয়োজনে, আমারই আঙ্‌টী লইয়া টহল সিং এই বাটী হইতে কুড়ি টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—ইহা আমি বেশ জানি।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"তবেতো ভাল! সে আঙ্‌টী কাচবসান—পিতলের—তাহার দাম দুই পয়সাও হয় না।"

ললিত বলিলেন,—"অসম্ভব নহে; আঙ্‌টী বহুদিন পূর্ব্বে আমার এক পরমাত্মীয় ব্যক্তির নিকট আমি পাইয়াছিলাম, আমার তখন বোধ হইয়াছিল, তাহার দাম

হাজার টাকার কম হইবে না। অতি যত্নে বাক্সর মধ্যে তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, বড় ভয়ানক এক বিপদ উপস্থিত হওয়ায় অথচ হাতে একটী মাত্র পয়সা না থাকায়, গতকল্য এই আঙ্‌টী বাহির করিতে হইয়াছে। যখন বাহির করি, তখনি আমার যেন মনে হইয়াছিল, বুঝি, এটা সে আঙ্‌টী নহে। কিন্তু কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না থাকায়, আমি সে সন্দেহ গ্রাহ্য করি নাই। যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে, ইহা একটা সামান্য পদার্থ, তাহা হইলে সে জন্য আমাকে নির্য্যাতন বা এত অপমান কেন? আপনাদের টাকা আমার টেঁকেই রহিয়াছে, এখনও কিছুই খরচ হয় নাই। টাকা ফেরত লইয়া আমার আঙ্‌টী আমাকে দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"বা রে! দুধের দুধ, জলের জল! তোর মত মূর্খ আর কখন দেখি নাই। টাকা ফিরাইয়া দিলে দণ্ডবিধি আইনের হাত হইতে তোর অব্যাহতি হয় কৈ! তোকে ফৌজদারী সোপরোদ্দ না করিলে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হইবে।" সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করিলেন,—"ভেল আংটী বাঁধা দিয়া টাকা ধার লওয়ার একটা বৃত্তান্ত কাগজে ইংরাজীতে লেখ; তাহার পর এই জুয়াচোরটার সহিত জমাদার ও দুইজন সাক্ষীকে থানায় পাঠাইয়া দাও।"

ললিত বলিলেন,—"আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, কিন্তু আপাততঃ আমাকে ছাড়িয়া দিন। কাশীর প্রায় সকল লোকই আমাকে চেনে, কোতোয়াল ও মাজিষ্টর সাহেবও আমাকে জানেন। আমার নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, আমাকে খুঁজিয়া লইতে পুলিষের কোন কষ্ট হইবে না। আমি কিন্তু আপাততঃ আর কোন মতেই অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ললিত বাবু তাহার বাহু ধারণকারী দুইজন পালোয়ানকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দিলেন, তাহারা দূরে গিয়া ভূপতিত হইল। তিনি প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, দেওয়ানজী "পাকড়াও পাকড়াও" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন ত্রিশজন লোক ললিত বাবুকে ঘেরাও করিল। এখন উন্মত্ত সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া ললিত এক ভোজপুরী দ্বারবানের পাকা লাঠি কাড়িয়া লইলেন এবং চিরাভ্যস্ত ও সুদক্ষ লাঠিয়ালের ন্যায় তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা দূরে সরিয়া গেল। ললিত বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"পথ ছাড়িয়া দাও; রক্তপাত করিতে ইচ্ছা নাই।"

সহসা উপর হইতে নারী-কণ্ঠে শব্দ হইল,—"রাণীমার হুকুম, বাবুকে কেহ কোন কথা বলিও না। শীঘ্র চেয়ার বাহির করিয়া বসিতে দাও। একজন পাখা আনিয়া বাতাস করুক। যদি বাবুর তামাক খাওয়া অভ্যাস থাকে,

তাহা হইলে গুড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া শীঘ্র তামাক সাজিয়া দাও।"

লোকেরা বৃথা আক্রমণ চেষ্টা পরিত্যাগ করিল। নলিনাক্ষ বাবু হাতের লাঠি দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"যে দেবী আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, যদি তাঁহার বয়স আমার অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি সর্ব্বসুখে সুখী হইবেন। যদি তাঁহার বয়স বেশী হয়, তাহা হইলে আমি হৃদয়ের ভক্তি দিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছি। আমি সময়ান্তরে আসিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিব।"

উপর হইতে সেই নারী আবার বলিল,—"আমার অনুরোধ, একটু অপেক্ষা করুন। চেয়ারে বসুন।"

একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি একখানা গদি আঁটা চেয়ার আনিয়া দিল, কাক্ষ ও অবসন্ন নলিনাক্ষ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আর একজন ভৃত্য পশ্চাৎ হইতে আড়ানির দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অবিলম্বে প্রকাণ্ড শট্‌কাযুক্ত গুড়গুড়িতে সুরভি তামাক আসিল। ক্লান্ত নলিনাক্ষ সাগ্রহে ধূমপান করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আপনাদিগের অনুগ্রহে চরিতার্থ হইলাম, অতঃপর আমার প্রতি কি আদেশ?"

উপর হইতে সেই নারী বলিল,—"রাণীমা জানিতে ইচ্ছা করেন, আপনি কি বিপদে পড়িয়াছেন?"

ললিত বলিলেন,—"আপনাদের বাড়ীর পার্শ্বে এক মাত্র যুবতী ও সুন্দরী কন্যা সঙ্গে লইয়া একজন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন, প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এখনও শবের গতি হয় নাই। দুঃখিনী কন্যা মৃত পিতার পদতলে পড়িয়া আছে, এখানে তাঁহাদিগের কোন আপনার লোক নাই মৃতের গতি ও তাঁহার কন্যার সুব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইবে।"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"তাঁহারা কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধ কিছু নাই ; তবে এখন সেই কন্যা আমার মা।"

আবার উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"তাঁহাদিগের সহিত আপনার কত দিনের পরিচয় ?"

ললিত বাবু বলিলেন, "গত সন্ধ্যা হইতে।"

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনি টাকা ধার করিয়াছিলেন কেন ?

ললিত উত্তর দিলেন,—"হাতে একটীও পয়সা ছিল না, কল্য রাত্রিতে আমার দ্বারবান্ কোথা হইতে কয়েক আনা পয়সা ধার করিয়া রোগীর জন্য একটু দুগ্ধ ও তাঁহার কন্যার জন্য কিছু জলখাবারের আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে মৃতের সৎকার ও তাহার পরে আমার

মার সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য টাকা ধার করিয়াছিলাম; আঙটী যে ভেল, তাহা আমি জানিতাম না।"

উপর হইতে নারী বলিল,—"রাণীমাতা তাহা বেশ বুঝিয়াছেন, আপনাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে না। আপনি এক্ষণে প্রস্থান করুন, রাণীমাতাও এখনই স্বয়ং সেখানে যাইয়া সেই পিতৃহীনা কন্যার যত্ন করিবেন। না বুঝিয়া দেওয়ানজী বড়ই গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, সেজন্য রাণীমাতা আপনার চরণে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।"

ললিত গাত্রোত্থান করিলেন।

উপর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আর একটী কথা, বঙ্গদেশের কোথায় আপনার নিবাস?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"নিবাস আমি বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি। পূর্ব্বে হুগলী জেলায় হরিপুরে আমার নিবাস ছিল।"

দেওয়ানজী দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ভুবন বাবু আপনার কে?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"৺ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার পিতা।"

তখন কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেওয়ানজী আসিয়া ললিত বাবুর চরণ সমীপে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"আপনি সেই ললিত বাবু! আপনাকে

কত কোলে পিঠে করিয়াছি; চিরদিনই এ অধম দাস আপনাদের অন্ন খাইয়াছে। আপনি চিরদিনই পরোপকারী; বাল্যকালে আপনি কর্ত্তাকে লুকাইয়া গরিবদের টাকা-পয়সা দিতেন। আজ আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে নরকেও আমার স্থান হইবে না।”

ললিত বাবু হাত ধরিয়া দেওয়ান্‌জীকে বসাইলেন এবং বলিলেন,—“আপনার দণ্ডবিধিতে কি বলে আমি জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় না বুঝিয়া বা না জানিয়া কোন অন্যায় করিলে অপরাধ হয় না। আপনাকে আমি চিনিতে পারিলাম না। আপনি কে?”

নয়নের জল মুছিয়া দেওয়ান্‌জী বলিলেন,—“আমি জীবনহরি সেন।”

ললিত বলিলেন,—“ঠিক ঠিক, আপনার কথা আমার বেশ মনে পড়িতেছে, চুলগুলা সব পাকিয়া গিয়াছে, আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখন আমার সময় নাই, পরে আসিয়া আপনার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিব। আপনি আমাদিগের পুরাতন বন্ধু; আমি এখন আসি।”

ললিত বাবু প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অধিকদূর গমন করিতে পারিলেন না। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অগণ্যপ্রায় জনসমাগমে ভবনদ্বার নিরুদ্ধ হইল, তুমুল কোলাহলে ভবন কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই বেগে অগ্রসর

হইতে লাগিল, সকলের হস্তেই লাঠি। বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী ও মারহাট্টা মার্ মার্ শব্দে ধাবিত হইতে লাগিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া, ললিত বাবু তখন কি যে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল,—"যাহারা আমাদের ললিত বাবুর গায়ে হাত তুলিয়াছে, তাহাদের জান-বাচ্চা নিকাশ করিতে হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"তাহাদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিতে হইবে।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"ললিত বাবু কাশীর লোকের প্রাণ।"

আর এক জন বলিল, "ললিত বাবু দেবতা।"

এতক্ষণে ললিত বাবু বুঝিতে পারিলেন তাহার অপমানের সংবাদ শ্রবণে অপমানকারিদিগকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে কাশীর লোকেরা উন্মত্ত হইয়াছে। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভাই সব, বন্ধু সব, তোমরা ললিত বাবুকে চেন কি? আমারই নাম ললিত বাবু। কেহই ত আমার কোন অপমান করে নাই ভাই! তোমাদের ললিত বাবু তোমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন।"

বেগে গিয়া ললিত বাবু সেই জনতার মধ্যে পড়িলেন, তখন চারিদিক হইতে 'জয় বিশ্বনাথ' ধ্বনি উঠিল। তখন সেই উন্মত্ত জনগণ ললিত বাবুকে মাথার উপর তুলিয়া

লইল। ললিত বাবু অতি কষ্টে ভূতলে নামিয়া বলিলেন,—“ভাইসব! আমার সহিত চলিয়া আইস।” ললিত বাবুকে বেষ্টন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল নাচাইতে নাচাইতে মানবগণ প্রস্থান করিল।

রাধিকাসুন্দরী উপর হইতে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন এবং বুঝিলেন এ সংসারে মনুষ্য-প্রেমই দেবত্ব। দেবতার পূজা করাই পরম ধর্ম্ম। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পাষাণে অশ্রুপাত হইল।

দেওয়ানজী জীবনহরি সেন এই প্রাচীন বয়সে বুঝিলেন, দণ্ডবিধির সকল স্থল ঠিক নহে। সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। তিনি আরও বুঝিলেন, ক্ষমা ও করুণাই মহত্ত্ব, যে মহৎ সে-ই পূজনীয়। তিনি অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া আপনার কুকীর্ত্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। পাষাণে অশ্রুপাত হইল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমোহন বাবুর বিগত-জীব কলেবর মণিকর্ণিকা সন্নিহিত শ্মশানে, ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া, ললিত বাবু একাকী অপরাহ্ন কালে সরযূবালার সেই জীর্ণভবনে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন, পরিধান বস্ত্র জলসিক্ত, চরণ পাদুকা বিহীন। বহুলোকে চন্দ্রমোহন বাবুর নশ্বর শরীর বহন করিয়া, শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল; ললিত বাবু সেই সঙ্গে গমন না করিলে কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু পাছে পিতার রীতিমত সৎকার হয় নাই বলিয়া সরযূবালা হৃদয়ে বেদনা অনুভব করেন, পাছে অপরিচিত ব্যক্তিগণের হস্তে সে ভার অর্পণ করিলে, ললিতের প্রতি তাহার বিশ্বাস কমিয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কায়, অধিকন্তু আত্ম-প্রসন্নতার অনুরোধে, ললিত এই অপ্রীতিকর কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন বাবুর অবস্থা হীন না হইলে, যে ভাবে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, অধুনা তাহার কোনই ন্যূনতা ঘটিল না। গত রাত্রি অনাহারে ও জাগরণে অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাতে একদিকে মৃত্যু ও শোক, অপর দিকে অসম্ভব অত্যাচারের প্রপীড়ন। বেলা তিনটা বাজিয়াছে;

এখনও জলবিন্দু মাত্র ললিতমোহনের উদরস্থ হয় নাই। দেহ আর চলে না, পা আর উঠে না, কথা আর ফুটে না; তথাপি সরযূর সম্বন্ধে [illegible] করিয়া, তিনি আপনার আরাম ও শান্তির অন্বেষণ করিতে অক্ষম।

ললিত দেখিলেন, সরযূর ভবন সন্নিধানে, কয়েকজন দ্বারবান্ অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন মাত্র তাহারা সম্মান সহকারে সেলাম করিল। সহজেই ললিত বাবু বুঝিতে পারিলেন, তাহারা রাধিকা সুন্দরীর লোক। লোকেরা তাঁহাকে কোন কথা বলিল না, তিনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, টহল সিং চৌকীয়ের উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহার বিশ্রামের ব্যাঘাত করা অনাবশ্যক বোধে, ললিত তাঁহাকেও ডাকিলেন না। তিনি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, এক [illegible] আসীনা, [illegible] করিয়া, সরযূবালা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। চারিজন স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্টা। সেই জ্যোতির্ময়ী অগাধ শোভাশালিনী দেবীর নয়নের সহিত ললিতের নয়ন মিলিল। পাছে অঙ্কস্থিতা, শোকাতুরা বালার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় সেই দেবী, লজ্জায় বিচলিত বা ব্যস্ত হইলেন না। অঞ্চল বস্ত্রের কিয়দংশ দ্বারা তিনি বদন মণ্ডলের একদেশ মাত্র

আচ্ছন্ন করিয়া, সমান বসিয়া রহিলেন। সেই দেবী শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী।

ললিতের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। বহু সুন্দরীর সহিত তিনি মিশিয়াছেন, খেলিয়াছেন ও কাল কাটাইয়াছেন, কিন্তু কখন কাহাকেও ক্রীড়নক ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার মনে হয় নাই। কিন্তু একি! সৌন্দর্য্যের এরূপ পবিত্রভাব, দৃষ্টির এরূপ কলঙ্কহীন কোমলতা, লজ্জার এরূপ মাধুর্য্যময় শিথিলতা এবং সমস্ত অঙ্গের এরূপ লালসা বিহীন কমনীয়তা, তিনি আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, আজই তাঁহার জন্ম সার্থক।

ললিত অতি বিনীত ভাবে এবং মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমি জানিতাম না, না জানিয়া ঘরের মধ্যে আসায় বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি বাহিরে যাইতেছি।"

তৎক্ষণাৎ ললিত বাহিরে আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যে দাসী প্রাতে উপর হইতে কথা কহিয়াছিল, সে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। রাধিকার ইঙ্গিতে সে আসিয়া দ্বারের ভিতর দিকে দাঁড়াইল এবং অস্ফুট রবে বলিল,—"আপনার কোন অপরাধ হয় নাই। আপনারা যাত্রা করার পরই রাণী মা এখানে আসিয়াছেন, আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি দুঃখিত হইতেছেন। আপনি

আগে কাপড় ছাড়ুন, তাহার পর অন্যান্য কথা হইবে ”

কিঞ্চিৎ দূরে একজন খান্‌সামা তোয়ালে জড়ান বস্ত্র ও একজোড়া চটিজুতা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরিচারিকার অঙ্গুলি-সঙ্কেত দর্শনে সে আসিয়া ললিত বাবুর সম্মুখে উত্তম রূপে কোঁচান, দেশী উৎকৃষ্ট এক কালাপেড়ে ধুতী ধরিয়া দাঁড়াইল। ললিত বলিলেন,—“বস্ত্র পরিবর্ত্তনের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে; যিনি আমার জন্য এ সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ।”

বস্ত্র ত্যাগ করা হইলে, ভৃত্য তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া জুতা পরাইয়া দিল, তাহার পর অতি মূল্যবান্‌ বোতাম এবং সাঁচ্চাকাজযুক্ত এক বেল্‌দার জামা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দাঁড়াইল। ললিত বলিলেন,—“জামা গায়ে দেওয়া আমার বড় অভ্যাস নাই, কিন্তু এখন বোধ হয়, জামা গায়ে দেওয়া দরকার। দাও গায়ে দিই।”

আর একজন ভৃত্য দৌড়িয়া এক গদি আঁটা চেয়ার আনিল। জামা গায়ে দিয়া, ললিত তাহাতে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এক ভৃত্য উৎকৃষ্ট সরবৎ পূর্ণ এক রূপার গ্লাস ধরিয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণাতুর ললিত তাহা পান করিয়া বলিলেন,—“আঃ! করুণাময়ী দেবীর ব্যবস্থায় বোধ হয় এই সকল আয়োজন হইয়াছে। আমার মৃতদেহে যেন জীবন আসিল।”

সঙ্গে সঙ্গে পান এবং ধূম উদ্গারী শট্‌কা আসিল। তামাক খাইতে খাইতে ললিত বাবু বলিলেন,—"এ বস্ত্রাদি আমি কোথায় ফেরৎ পাঠাইব ?"

পরিচারিকা বলিল,—"ফেরৎ না পাঠাইলেই রাণী-মাতা সুখী হইবেন। তবে যদি আপনি রাখিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছা দান করিবেন।"

ললিত বলিলেন,—"রাখিতে আমি আপত্তি বোধ করি না, কিন্তু দেখিতেছি, জামায় অতি মূল্যবান বোতাম লাগান রহিয়াছে। আমি হয়ত কালই বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়া, এ গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিব।"

পরিচারিকা বলিল,—"ক্ষতি কি ?"

ললিত বলিলেন,—"আমার মা সরযূ ঘুমাইতেছেন বড় শোকের পর সহজেই গাঢ় নিদ্রা আইসে। মার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা স্থির না করিয়া, আমার যাওয়া হইবে না।"

পরিচারিকা বলিল,—"আমাদিগের রাণীমাতাও সরযূবালাকে মা বলিয়াছেন, কাজেই উনি এখন আমা-দের দিদিমা ! যতদিন অন্য সুব্যবস্থা না হয়, ততদিন দিদিমাকে নিজের বাটীতে, নিজের কাছে রাখাই রাণীমার অভিপ্রায়। আপনি দিদিমা'র পরম হিতৈষী, আপনার অনুমতি না লইয়া কোনই কাজ হইতে পারে না। রাণীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহার

নিকট দিদিমা থাকায় আপনার আপত্তি হইবে কি ?”

ললিত বলিলেন,—“রাণী দিদির এই সদয় ব্যবস্থায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ প্রাতে তাঁহার আশ্চর্য্য সদ্বিবেচনার প্রমাণ পাইয়াছি। লোকমুখে তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য দয়ার ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখিতেছি। ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ তাঁহার ভূলোক-দুর্লভ সুপবিত্র শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ন্যায় দেবীর নিকট আমার ধর্ম্মশীলা মা সরযূ আশ্রয় পাইলে, আমার দায়িত্ব কিছুই থাকিবে না। এ সম্বন্ধে রাণী কেন আমার অনুমতি চাহিতেছেন ? দুঃখিনা সরযূবালা এককালে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন। এখন তিনি সকলেরই কৃপার পাত্র। আমি না হয় ঘটনাক্রমে কয়েক ঘণ্টা আগের আত্মীয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অপরের দয়া প্রকাশের অবসর থাকিবে না এমন নহে। আমি পুরুষ, সংসারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি; ধর্ম্মশীলা যুবতী কুলবালার ভার গ্রহণ আমার পক্ষে শোভা পায় না। রাণীর ন্যায় দেবীর নিকট তিনি থাকিলে সকল দিকে মঙ্গল হইবে।”

পরিচারিকা বলিল,—“তাহা হইলে দিদিকে ঘুম ভাঙ্গার পর, রাণীমাতা আপন বাটীতে লইয়া যাইবেন ?”

ললিত বলিলেন,—“অনায়াসে ; ইহাপেক্ষা সুব্যবস্থা

আর কিছুই হইতে পারে না। এখন এইরূপ চলুক, পরে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে: তাহা হইলে এখন এখানে আমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। রাণী অনুমতি করিলে, আমি এখন চলিয়া যাইতে পারি। বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রামের অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে।"

পরিচারিকা বলিল,—"যদি অসুবিধা বোধ না করেন, তাহা হইলে রাণীর বাটীতে অদ্য অবস্থিতি করিলে, তিনি সুখী হইবেন।"

ললিত বলিলেন,—"বড় অনুগ্রহের প্রস্তাব। কিন্তু আমার বাটীতে অনেক লোক হয় ত অপেক্ষায় রহিয়াছে; আমার নিকট অনেকের অনেক প্রয়োজন আছে; আমি এখন যাই। ঘুম ভাঙ্গিলে সরযূকে বলিবেন, তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি যথা সম্ভব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, কোন বিষয়ের ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব। যে দেবী তাঁহার ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহার কার্য্যে অপূর্ণতা থাকিতে পারে না। রাণীকে বল, আমি এখন যাইতেছি।"

পরিচারিকা বলিল —"একটু অপেক্ষা করুন, পাল্কি আসিতেছে। আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক, তখনই ছয়জন বাহক একখানি সুন্দর পাল্কি

লইয়া আসিল। ভৃত্য ললিত বাবুর সম্মুখে একখানি কোঁচান দেশী উড়ানি খুলিয়া ধরিল, ললিত তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"পাল্কির ভাড়া দিবার পয়সা এখন আমার হাতে নাই। বোধ হয় রাণীর ব্যবস্থা অনুসারে তাহা আমাকে দিতে হইবে না। ভাল, তাহাই হইবে। সেই গুণবতী দেবীর নিকট কৃতজ্ঞতার ভার আর একটু বাড়িলে সুখেরই কারণ হইবে। আমার দ্বারবান্ টহলসিং এখানে থাকিবে কি ?"

পরিচারিকা বলিল,—"বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, আপনার ইচ্ছা।"

ললিত আসন ত্যাগ করিয়া টহলসিংহকে বাসায় যাইতে বলিলেন এবং স্বয়ং পাল্কির নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তবে এখন আমি আসি।"

পরিচারিকা বলিল,—"রাণীমাতা আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।"

ললিত বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার মঙ্গল হউক।"

পাছে সরযূ বালার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে রাধিকা সুন্দরী বক্রভাবে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া, উদ্দেশে ললিত বাবুকে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না; যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার গণ্ডদ্বয় যেন সমুজ্জল রক্তাভ হইয়াছে এবং

তাঁহার নেত্রদ্বয়ে যেন অশ্রুজল দেখাইতেছে। অনেকক্ষণ তিনি ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলেন না।

ললিত বাবুকে বহন করিয়া পাল্কি চলিয়া গেল। রাধিকা সুন্দরী একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্ন কালে ললিত বাবুর নামে আড়াইশত টাকার নোট পূর্ণ এক রেজেষ্টারী পত্র আসিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়স্যগণ আসিয়া জুটিলেন এবং একপ্রকার জোর করিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন। কুসঙ্গে কুকার্য্যে ও কুচর্চ্চায় তিনদিন চলিয়া গেল; বিস্তর পাওনাদার, বিস্তর সাহায্যার্থী, বিস্তর আত্মীয় তিনদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বারংবার তাঁহার বাসায় আসিতে লাগিল, কাহারও মনোরথ সফল হইল না।

চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে ললিত বাবু বাসায় ফিরিলেন। তখন অনেক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার অঙ্গন ও সদর দরজা দখল করিল এবং তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। অনেক পাওনাদার বাহিরের বারাণ্ডায় ও বাহিরের প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে লাগিল; একটু ভদ্র রকমের সম্মানিত অর্থার্থীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া বসিল।

ললিতের বদন এই কয় দিনের অত্যাচারে কেমন নিষ্প্রভ হইয়াছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশরাশি বিশৃঙ্খল, দেহ

অলসিত এবং অবসাদগ্রস্ত ; দেড়শত টাকা তিন দিনে উড়িয়া গিয়াছে।

কোহিলা বিবি আবদার ও জোর করিয়া, পঞ্চাশটাকা লইয়াছে ; সুরা এবং খাদ্য ও অখাদ্যের জন্য পঞ্চাশ টাকা উঠিয়া গিয়াছে। দান খয়রাতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়াছে।

ললিতবাবুর কিন্তু এ সকল কথা কিছুই মনে ছিল না। তিনি নির্জ্জনস্থানে, টহলসিংকে ডাকিয়া টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে খরচের হিসাব বুঝাইয়া দিয়া, তাহার নিকটে যে একশত টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তাহার প্রভুকে দেখাইল।

তখন ললিতবাবু টহলসিংকে বলিলেন,—"পাঁচ সাত টাকা ভাঙ্গাইয়া এই ভিক্ষুক দিগকে দুই চারি পয়সা হিসাবে দিয়া বিদায় কর, আর পাওনাদারগণকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিয়া দাও। এখন আমার শরীর বড় খারাপ। টাকার যাহা হয় উপায় করিয়া, আজই সন্ধ্যার পর সকলের দেনা মিটাইব। জগন্নাথ চা আনিল না কেন ?"

ললিতবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, উপস্থিত লোক-জনদিগকে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"আপ-নারা সকলেই সন্ধ্যার পর আসিবেন, আজ সকলেরই দেনা মিটাইয়া দিব। এখন শরীর বড় খারাপ, বসিতে বা কথা

কহিতে পারিতেছি না; এবেলা আমাকে ক্ষমা করিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটু বসিয়া যান। কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা আছে।”

সমবেত লোকেরা কেহ একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কেহ বা আপনার প্রয়োজনের গুরুতা জানাইয়া, কেহ বা ‘সন্ধ্যার পর যেন ফিরিতে না হয়’ বলিয়া চলিয়া গেল। কেবল আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত বস্ত্র-বিক্রেতা চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় বসিয়া রহিলেন।

ললিতবাবু বলিলেন,—“আপনাকে একশত টাকা দিতে পারিব না। নব্বই টাকা আপনি টহলসিংহের নিকট হইতে লইয়া যান; বোধহয় দুই চারি টাকা টহলের নিকট বাসা খরচের জন্য থাকিবে। এ সমুদ্রে দুই চারি টাকায় কি হইবে!”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—“একশত টাকার স্থানে, নব্বই টাকা পাইয়া আমি অসন্তুষ্ট হইতেছি না। বাকী দেড়শত টাকা বুঝি উড়িয়া গিয়াছে? বৈকালে এত লোককে আসিতে বলিয়া দিলেন কোন্ ভরসায়? কি উপায় ঠাওরাইয়াছেন?”

ললিতবাবু বলিলেন,—“সেই কথা বলিব বলিয়াই আপনাকে বসিতে বলিয়াছি, আমার কাছে একশেট হীরার বোতাম আছে, তাহার মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা হইতে পারে। বিক্রয় করিয়া যদি আপনি

দুই হাজার টাকাও আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেও অনেক গোল মিটিয়া যায়।"

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন,—"কৈ দেখি বোতাম ?"

রাধিকাসুন্দরীর ভৃত্য যে জামা দিয়াছিল, তাহাতেই বোতাম লাগান ছিল ; সেই জামা গায়ে দিয়াই ললিতবাবু তিনদিন ভদ্রসমাজ হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, আজ ফিরিয়া আসিয়া সেই জামা বিছানার উপর ফেলিয়াছেন, এক্ষণে বোতাম খুলিবার জন্য বিছানার নিকটস্থ হইয়া জামা হাতে তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, সে বোতাম জামায় নাই। তাহার স্থানে তিন পয়সা মূল্যের বাজারের ঝুটা বোতাম লাগান রহিয়াছে। হতাশ ও বিরক্তভাবে ললিতবাবু জামা ফেলিয়া দিলেন ; তাঁহার মনে হইল, কোহিলা একবার বড়ই অনুরাগ দেখাইয়া, এই বোতাম লইবার জন্য আবদার করিয়াছিল ; পুণ্যময়ী দেবীর নিকট প্রাপ্ত উপহার, একটা বারনারীকে প্রদান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই ; তাই তিনি তৎকালে অনেক মিষ্ট-ওজরে তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এক্ষণে বুঝিলেন, যখন তিনি সুরাপানে অচৈতন্য অথবা নিদ্রিত, অথবা যখন জামা খোলা ছিল, সেইরূপ কোন সুযোগে কোহিলা বোতাম খুলিয়া লইয়াছে। আর কি সে তাহা দিবে ? বলিলে হয়ত স্বীকার করিবে না। স্বীকার করিলেও হয়ত দিবে না। দুই একশত টাকা পাইলে দিবে কি ?

চিন্তিতভাবে ললিতবাবু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বোতাম হারাইয়া গিয়াছে। পাওয়া যাইবে কিনা জানি না, চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাকে আর অনর্থক বসাইয়া রাখিব না। যাহা হয়, বৈকালে জানাইব।"

জগন্নাথ চা লইয়া আসিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আমার দোকানে লোক নাই, আমি এখন আসি। এরূপ মূল্যবান বোতাম আপনার পূর্ব্বে ছিল না; থাকিলে আমি কখন না কখন দেখিতে পাইতাম। বোধ হয়, কোনস্থানে ইহা পাইয়া থাকিবেন, এরূপ জিনিষ হারাইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়! আপনি এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ না করিলে, আমরা অতিশয় দুঃখিত হইব।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্থান করিলেন চা ও তামাক খাইতে খাইতে ললিত বাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—'সরযূ তিনদিন সরযূবালার কোনই সন্ধান লওয়া হয় নাই; বড় অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নাই। যে দেবীর নিকট তিনি আশ্রয় পাইয়াছেন, তাহাতে ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই। যত্নের কোনই ত্রুটী হইবে না। সেই দেবীর, এই অল্পবয়সে কি আশ্চর্য্য বিবেচনা শক্তি! কি অমানুষিক শোভা! তুচ্ছ আমোদে এ কয়দিন সকল কর্ত্তব্যই ভুলিয়া-

ছিলাম, কিন্তু রাধিকার কথা ভুলিতে পারি নাই। যখন সুরায় প্রমত্ত, যখন কোহিলার সহিত রঙ্গরসে মত্ত, যখন বয়স্যগণের সহিত রহস্যালাপে উৎফুল্ল, তখনও থাকিয়া থাকিয়া রাধিকার কথা মনে পড়ায়, আমি চমকিয়া উঠিয়াছি। আমাকে সকলেই এবার যেন অন্যমনস্ক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে। কোহিলা এজন্য দুই একবার অভিমান দেখাইয়াছে। সেই দেবী—তিনি কি আমার এইরূপ চরিত্র-হীনতার কথা জানিতে পারিয়াছেন? জানিতে পারিয়াছেন। আমার মাতাল অবস্থায় তাঁহার লোক, আমার সন্ধানে সেই কুস্থানে গিয়াছিল। কি লজ্জার কথা! তখন আমাকে সে কথা কেহই জানায় নাই, কাল রাত্রিতে জানাইয়াছে। কেন সন্ধানে গিয়াছিল? কোন দরকার পড়িয়াছিল কি? সরযূর কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি? রাধিকা—তিনি মানুষ নহেন, এ অধম দুরাত্মাকে তাঁহার কোন প্রয়োজনই হওয়া সম্ভব নহে। তবে কি সরযূরই কোন আবশ্যক হইয়াছে? একটা চতুর্থীর শ্রাদ্ধ আবশ্যক। সে আজ না কাল্? কালই বুঝি হইবে। যদি আজই হয়, এখনই এক বার যাওয়া আবশ্যক। মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে, তথাপি যাইতে হইবে, এখনই যাই। ফিরিয়া আসিয়া স্নান আহার করিব।"

ললিতমোহন উঠিয়া উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। টহলসিং আসিয়া সংবাদ দিল, চাটুযে ঠাকুর নব্বই টাকা লইয়া গিয়াছেন, ভিক্ষায় সাড়ে ছয় টাকা গিয়াছে, আমার নিকট সাড়ে তিন টাকা আছে। ললিত বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রাধিকা সুন্দরীর দেওয়ান জীবনহরি সেন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতমোহন বাবু তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আমি এখনই আপনাদিগের বাটীতে যাইতেছিলাম, খবর সকল ভাল তো ?"

ললিত বাবুর চরণধূলি লইয়া সেন মহাশয় বলিলেন,—"খবর ভাল, আপনাকে যাইতেই হইবে। আমি আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আজ শ্রাদ্ধ, আপনি না থাকিলে দিদিমা এবং রাণীমাতার বড়ই ক্ষোভ জন্মিবে।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"আজ শ্রাদ্ধ! আমি মনে করিয়াছিলাম কাল। তবেতো আমাকে এখনই যাইতে হইবে। কি ভুল! আমার মত লোকের সকল কর্ম্মেই এইরূপ ভুল হয়।"

জীবনহরি বলিলেন,—"ভুলে কোন ক্ষতি হয় নাই। সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। আপনি গিয়া দাঁড়াইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। রাণীমাতা তিনদিন আপনার নিমিত্ত নানাস্থানে সন্ধান করিয়াছেন।

ললিত বাবু একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, তিনি নানাস্থানে, দয়া করিয়া, আমার সন্ধান লইয়াছেন ; সেজন্য আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি। আজ সরযূর পিতৃশ্রাদ্ধ না হইলে,আমি হয়তো সেখানেই যাইতে পারিতাম না। চলুন তবে, বেলা অধিক হইয়া উঠিল।"

উভয়েই প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার পর বহুলোককে টাকা দিবার কথা আছে, তাহা ললিত বাবু ভুলিয়া গেলেন। মূল্যবান বোতাম শেটুটী কেহ অপহরণ করিয়াছে, তাহার কথা ললিতের আর মনে থাকিল না। নানারূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা রাধিকা সুন্দরীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

সুসঙ্গত সমারোহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র ভোজন করিল, অনেকে অনেক দান পাইল, ললিত বাবু তত্ত্বাবধান করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। বেলা তিনটার সময় চন্দ্রমোহন বাবুর স্বর্গার্থ অনুষ্ঠান একরূপ শেষ হইল। তখন ললিত বাবু ভোজন করিলেন। ভোজনে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে সরযূর মনে কষ্ট হয়, পাছে পিতৃশ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ রহিল মনে করিয়া সরযূ কাতর হন, এই ভয়ে ললিতমোহন ইচ্ছা পূর্ব্বক ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আরও তাঁহার মনে হইল, রাধিকাসুন্দরীর বাটীতে এই কর্ম্ম হইতেছে ; ব্যয়, আয়োজন, তত্ত্বাবধান সমস্তই রাধিকা

সুন্দরীর; এস্থলে আহার না করিলে, তিনিও মনে মনে অভিমান করিতে পারেন। অন্তঃপুর সংলগ্ন এক কক্ষে তাঁহার আহারের স্থান হইল। সরযূবালা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে, যবনিকার অন্তরালে রাধিকাসুন্দরী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আর যবনিকার অপরদিকে, ললিত বাবুর সম্মুখে আমাদিগের সেই পূর্ব্ব-পরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যা দাঁড়াইয়া রহিল।

আহার সমাপ্তির পর ললিত বাবু বলিলেন,—"মা সরযূ! পিতা মাতা কাহারও চিরদিন থাকে না। তোমার পিতা দারিদ্রতা, অন্ধতা এবং রোগে, বড়ই কষ্ট পাইতে ছিলেন। মৃত্যু তোমার পক্ষে বড়ই শোক জনক হইলেও, তাঁহার পক্ষে শান্তিজনক হইয়াছে। বিশেষতঃ কাশীধামে মৃত্যু বড়ই পুণ্যের কথা; তোমার পিতা সেই পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, পরম সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার জন্য শোকে কাতর হইও না।"

সরযূ বলিলেন,—"না বাবা, কাতর হইবার কোনই কারণ নাই। আমার পিতা মরিয়া বাঁচিয়াছেন। আমি তাঁহারই জন্য আপনার ন্যায় পুত্র, আর রাণীমার ন্যায় কন্যা লাভ করিয়াছি। আমার পিতা জীবনের শেষভাগে আমার চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন; আজ নিশ্চয়ই তিনি দেবশরীর লাভ করিয়া দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহার কন্যা সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে। অভাবের তাড়না নাই,

ধর্ম্মরক্ষার জন্ত উদ্বেগ নাই। আপনাদের কৃপায় তাঁহার সদ্‌গতির নিমিত্ত যে ব্যয় ভূষণ হইল, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছল থাকিলেও, তাহা ঘটিত কি না সন্দেহ। এ সকলই আপনার অনুকম্পায় হইয়াছে।”

ললিত বাবু বলিলেন,—“যে দেবীর অনুকম্পায় এই সকল ঘটিয়াছে, তুমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর মা! যিনি দয়া করিয়া তোমাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস তিনি মানবী নহেন। আমি তোমার বিশেষ কোন উপকারে লাগি নাই। যিনি কৃপা করিয়া তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন চিরকৃতজ্ঞ।”

সেই ব্রাহ্মণকন্যা বলিল,—“রাণীমা বলিতেছেন, আপনি দয়ার অবতার। আপনাকে দর্শন করিয়া, রাণীমাতা জীবে দয়া করিতে শিখিতেছেন। দয়ার এরূপ মধুরতা আছে, তাহা তিনি আপনাকে দেখিবার আগে জানিতেন না।”

ললিত বলিলেন,—“আমার কার্য্যাদি যতই অধিক জানিতে পারিবেন, ততই আপনারা বুঝিবেন, আমি অতি ঘৃণিত অধম জীব। ঘনিষ্ঠতার আধিক্য হইলেই আমি নিশ্চয়ই আপনাদিগের ঘৃণাস্পদ হইব। আমার ন্যায় অপাত্রে আপনাদের এই অনুগ্রহ দেখিয়া আমি নিজেই লজ্জিত হইতেছি। আমি এক্ষণে প্রস্থান করিতেছি।

মা সরযূ! আমি আবার আসিয়া তোমার সন্ধান লইব। চারিদিন তোমার খোঁজ লইতে না আসা আমার পক্ষে বড়ই নিন্দাজনক হইয়াছে। কিন্তু মা, তুমি যে স্থানে আশ্রয় পাইয়াছ, সেখানে আমার ন্যায় হীন-ব্যক্তির কোন সন্ধান করিতে আসা অনাবশ্যক। রাণীকে বল, আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণকন্যা বলিলেন,—"আপনার এখনি যাওয়া হইবে না। আপনি এখন বৈঠকখানায় বিশ্রাম করুন, আপনার সহিত আরও অনেক কথা আছে।"

অগত্যা ললিত বাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং তত্রত্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন। টানা পাখা চলিতে আরম্ভ হইল। ভৃত্য পান তামাক দিয়া গেল। সহজেই ললিত বাবুর একটু তন্দ্রা আসিল। দিবানিদ্রা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, অতি অল্পক্ষণ পরেই আবল্য ছাড়িয়া গেল। তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন এবং তামাক টানিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ললিত বলিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী। আমাকে হয় তো সরযূবালার জন্য এখানে বার বার আসিতে হইবে। তোমার সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে, তোমার দ্বারাই সংবাদ আদান-প্রদান চলিবে। সুতরাং তোমার সহিত ভাল করিয়া

পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?"

পরিচারিকা বলিল,—"এখানকার লোকে আমাকে গিন্নি মা বলে। রাণীমাতাও দয়া করিয়া আমাকে গিন্নি মা বলেন। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সীমা নাই।"

ললিত বলিলেন,—"তবে আমিও মা বলিয়া ডাকিব। মা বড় মিষ্ট সম্বন্ধ, আকার প্রকারে বোধ হয়, অতি ভদ্রবংশেই তোমার জন্ম।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, কিন্তু সে কথায় এখন আর প্রয়োজন নাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, জামার সহিত যে বোতাম দেওয়া হইয়াছিল, আমাদের আবশ্যক হইলে আপনি তাহা ফেরৎ দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা যদি এখন ফিরাইয়া দিতে বলি, তাহা হইলে পাওয়া যাইবে কিনা?"

ললিত বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। কি বলিবেন,—একবার বালিসে হেলান দিয়া বসিলেন, একবার গুড়গুড়ির পরিত্যক্ত নল হাতে তুলিয়া লইলেন, দুই টান টানিয়া আবার তাহা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"না।"

গিন্নি মা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কেহ কি তাহা চুরি করিয়াছে?"

ললিত বাবু উত্তর দিলেন,—"না।"

আবার প্রশ্ন হইল,—"কাহাকেও কি তাহা দান করিয়াছেন ?"

আবার উত্তর হইল,—"না।"

গিন্নি মা জিজ্ঞাসিলেন,—"চুরি যায় নাই, দান করেন নাই, তবে তাহা কি হইল ?"

ললিত বলিলেন,—"একজন তাহা চাহিয়াছিল, আমি দিতে স্বীকার করি নাই, তাহার পর পাওয়া যাইতেছে না ; বোধ হয় সে-ই লইয়াছে।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"আপনার জিনিষ জোর করিয়া লইতে তাহার অধিকার আছে কি ?"

ললিত বলিলেন,—"যখন লইয়াছে বুঝিতেছি, তখন তাহার অধিকার আছে, মনে করাই উচিত।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"কেন উচিত ? স্বামার অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে কোন দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। যদি আমরা আইনের সাহায্যে সে জিনিষ চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

ললিত উত্তর দিলেন,—"আমি সেরূপ কোন গোলমাল ঘটাইতে ইচ্ছা করি না।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"সে লোক তবে আপনার খুব প্রিয়পাত্র বোধ হয় !"

ললিত বলিলেন,—"না। তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে; কিন্তু সেজন্য তাহাকে প্রিয়পাত্র বলিতে পারি না। সেরূপ পরিচয় অনেকের সঙ্গে আছে। কাহাকেও বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া, আমার মনে হয় না।"

গিন্নি মা জিজ্ঞাসিলেন,—"সে স্ত্রীলোক, না পুরুষ?"

লজ্জায় ললিতের মুখ বিবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথনে অশক্ত। বলিলেন,—"স্ত্রীলোক।"

গিন্নি মা জিজ্ঞাসিলেন,—"যদি তাহার নিকট হইতে কৌশলে জিনিষ উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

ললিত বলিলেন,—"না আমিও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলাম।"

তখন গিন্নিমা আপনার বস্ত্র মধ্য হইতে একটী মরক্কোলেদারের কেস্ বাহির করিলেন এবং তাহার ডালা খুলিয়া ললিত বাবুর সম্মুখে ধরিলেন।

সবিস্ময়ে ললিত দেখিলেন,—কেসের মধ্যে হীরক খচিত সেই মনোহর বোতাম ঝক্ ঝক্ করিতেছে!

গিন্নি মা বলিলেন,—"বিস্মিত হইবেন না। আজি প্রাতে, আমাদিগের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী একটী নিন্দিত স্থানে আপনাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, গতকল্য সে আপনাকে সেই স্থানে দেখিয়াছিল, আজি যখন সে

গিয়াছিল, তখন আপনি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তখন সেখানে গোপনে এই বোতাম বিক্রয়ের চক্রান্ত চলিতেছিল। আমাদিগের লোক, সুকৌশলে সেখানে বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল, বোতাম দেখিয়া আমাদের জিনিষ বলিয়া সে চিনিয়াছিল। একশত টাকা মাত্র মূল্য ধার্য্য করিয়া, সে ইহা খরিদ করিয়াছিল। যে বিক্রয় করিয়াছিল,তাহার লোক সঙ্গে আসিয়া এখান হইতে টাকা লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনার সামগ্রী আপনি গ্রহণ করুন। গিন্নি মা কেসের ডালা বন্ধ করিয়া ললিতের নিকটে রাখিয়া দিলেন।"

ললিত বলিলেন,—"আমি আর লইব কেন? একবার তোমরা ইহা দিয়াছিলে, আমি নষ্ট করিয়াছিলাম, তোমরা মূল্য দিয়া উদ্ধার করিয়াছ। আবার আমি লইব কেন?"

গিন্নি মা বলিলেন,—"যে উপায়ে, যেই কেন উদ্ধার করুক না, জিনিষ আপনারই ছিল—আপনারই আছে, আপনি না লইলে ইহা লইবে কে?"

ললিত নিরুত্তর। গিন্নি মা আবার বলিলেন,—"আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় রাণীমাতা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা স্ত্রীলোক, বিদেশে থাকি, আপনি এখানে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সতত আমাদিগের খোঁজ খবর লইবেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনা।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি রাণীদিদির সৌজন্যে বিমোহিত হইয়াছি। যাহাতে তাঁহার অধিকতর কৃপা-ভাজন হইতে পারি, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।"

গিন্নি মা চলিয়া গেলেন। ললিত প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময় সরযূবালা তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে টাকায় পূর্ণ এক রজত থালা লইয়া এক দাসী আসিল। সরযূ গলায় কাপড় দিয়া ললিতকে প্রণাম করিলেন। দাসী টাকার থালা বাবুর চরণ সমীপে স্থাপন করিল।

ললিত বলিলেন,—"একি মা!"

সরযূ বলিলেন,—"সন্তানকে জননীর দান,—ইহাতে নূতনত্ব কি আছে বাবা!"

ললিত বাবু বলিলেন,—"এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে মা!"

সরযূ বলিলেন,—"কন্যার নিকট দান গ্রহণ করিয়াছি।"

ললিত বলিলেন,—"আমি ইহা লইব কেন?"

সরযূ বলিলেন,—"কেন লইবেন না বাবা! আজ আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিন, আপনার কৃপায় আমার পিতার সদ্‌গতি হইয়াছে, আপনার কৃপায় আমি নিরাপদ হইয়াছি, যে টাকা আমি ভিক্ষায় পাইয়াছি, তাহা যদি আপনাকে দিলে আমার পরম পরিতৃপ্তি হয়, আপনি

তাহাতে বাধা দিবেন কেন? তবে কি বাবা, আপনি আমাকে কেবল মুখেই মা বলেন? তবে কি বাবা, আপনি আমাকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করেন? তবে কি বাবা, আপনার দ্বারে যে সকল ভিখারী হাজির থাকে, তাহারই একজন বলিয়া আমাকে মনে করেন? তবে আর আপনার টাকা লইয়া কাজ নাই।"

সরযূ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া ও বাক্যের আত্মীয়তা ও অভিমানময় দৃঢ়তা শুনিয়া, ললিতের ও চক্ষুতে জল আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল, স্নেহের সহিত সমাদরে স্বহস্তে সরযূর মুখ মুছাইয়া দেন। বলিলেন,—"আমি টাকা লইতেছি মা! তুমি কাঁদিও না। ইহাতে কত টাকা আছে?"

নয়নের জল মুছিয়া এবং একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সরযূ বলিলেন,—"দুই হাজার।"

ললিত বুঝিলেন—ইহা বিধি নিয়োজিত ব্যবস্থা। রাধিকা সুন্দরী কি দৈবশক্তি-শালিনী! তাঁহার মনে হইল, আর দুই ঘণ্টা পরে ঠিক দুই হাজার টাকা না হইলে, তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে; ইহা জানিতে পারিয়াই কি সেই দেবী, এইরূপ কৌশলে তাহা দান করিলেন?

আরও অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণের পর ললিত বাসার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দুইজন দৌবারিক টাকার মোট লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল।

পনরদিন অতীত হইয়া গেল। অনেকে লক্ষ করিল, সহসা ললিত বাবুর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যেন বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়া পড়িয়াছেন। লোকের সহিত বেশী কথা কহেন না। আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেন না, কুস্থানে বিচরণ করেন না, কুচর্চ্চায় থাকেন না এবং সুরাপানও করেন না। তাঁহার বয়স্যগণ বিবিধ চেষ্টায় তাহাকে পূর্ব্ববৎ নিন্দিত আনন্দে প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকট আসা যাওয়া কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার মুখের ভাব যেন বিশেষ চিন্তাকুল, কেন সহসা তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য হিতৈষীগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কোন কারণ জানিতে পারেন নাই।

দান ও পরোপকার সমানই চলিতেছে, সেইরূপ কার্য্যে ললিত বাবু উৎসাহিত হন বটে, কিন্তু অন্য সকল ব্যাপারে তিনি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আয়, ব্যয় সমানই চলিতেছে। ললিত বাবুকে আর ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে না।

রাধিকা সুন্দরীর বাটীতে ললিত বাবু আর যান না। সরযূবালার সংবাদ প্রতিদিনই গ্রহণ করেন। টহলসিং আবশ্যকমত সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া এবং যাহা বলিবার

থাকে তাহা বলিয়া আইসে। বুদ্ধিমান টহল প্রভুর একান্ত অনুরক্ত। সে ললিত বাবুর এই ভাব-পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিয়াছিল। অনেক কার্য্যকারণ বিচার করিয়া সে স্থির করিয়াছিল—শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী দেবী তাহার প্রভুর এ পরিবর্ত্তনের কারণ। গিন্নি মা নামে পরিচিতা সেই পরিচারিকার সহিত তাহার প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটিত। সাক্ষাৎ হইলে বাবুর সম্বন্ধে নানা কথা উঠিত। টহল অনেক কথা বলিয়া ফেলিত।

পূর্ব্বাপর বিচার করিলে ললিতবাবুর এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময় জনক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মনোবৃত্তির গতির ক্রম আলোচনা করিলে, এই পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। যেরূপ অসংযত স্বাধীনভাবে ললিতমোহন, এতকাল জীবনপাত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অতীত জীবনে দারিদ্রের প্রতি দয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ বন্ধনের লক্ষণ দেখা যায় নাই। আমোদ ও কুসংসর্গে সময় কাটে বলিয়াই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছেন। তাস পাশার ন্যায় এক প্রকার খেলা ভাবিয়াই তিনি আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া অথবা পরম আনন্দপ্রদ কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তিনি তাহা করেন নাই। এইরূপ অনাসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সহসা অননুভূতপূর্ব্ব

আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। রাধিকা সুন্দরীর সদ্বিবেচনা, কারুণ্য, সরযূর প্রতি দয়া, সর্ব্বোপরি রূপরাশি, ললিত মোহনকে বড়ই অভিভূত করিয়াছে। তাহার পর তাঁহার দূরদৃষ্টি, ললিতমোহনের প্রতি অনুরাগ-সূচক বাক্য ব্যবহার, সকলই ললিতমোহনের হৃদয়ে গুরুতর আবর্ত্তন উৎপাদন করিয়াছে। সেই আবর্ত্তনের বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে কখন ভালবাসা পায় নাই, ভাল বাসে নাই; সে সহসা ভালবাসা পাইয়াছে, ভাল বাসিয়াছে। যে কখন স্নেহ মমতা ভোগ করে নাই, সে অযাচিত ভাবে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বড়ই গুরুতর বন্ধন হইয়াছে। বিষম প্রতিক্রিয়ায় হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। টহল ঠিকই বুঝিয়াছে রাধিকা সুন্দরীই এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

যতই দিনের পর দিন গড়াইতে গড়াইতে চলিতে লাগিল, ততই রাধিকা সুন্দরীর শরীর কাতর হইতে লাগিল। সেই দিন—সরযূবালার সেই পিতৃবিয়োগের ভয়ানক দিন—রাধিকা সুন্দরীর সুদৃঢ় হৃদয়ে এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এতদিন ভ্রমেও যে ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, যে প্রবৃত্তি শত শত অনুকূল সুযোগ অবলম্বন করিয়াও তাঁহার অন্তরে একটুও স্থান পায় নাই, সেই দিন তাহা রাধিকার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

সুন্দরী সাবধানে, সংগোপনে, নিরন্তর বিবিধ চেষ্টায় মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন—কিন্তু বৃথা সে প্রয়াস! রাধিকার অন্তর চিন্তায় আকুল; তাঁহার আনন্দ গিয়াছে, হাস্য গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে, যে অসাম রূপরাশি তাঁহাকে নিরাভরণা স্বর্গ কন্যার ন্যায় শোভাময়ী করিয়া রাখিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। জীর্ণ রোগীর ন্যায় তিনি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণের সে উজ্জ্বলতা নাই, সে শোভা নাই, নয়নের সে প্রখরতা নাই এবং দেহের সে কমনী-

য়তা নাই। নিতান্ত অবসন্ন ভাবে মলিন-বসনা রাধিকা ভূতলে বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে সরযূবালা তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকের প্রখরতা ক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়। সরযূ আপনার অবস্থা সম্যক্ প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইতে অভ্যাস করিয়াছেন। রাধিকার অত্যধিক ভালবাসা তাঁহাকে সম্ভাবিত সকল সুখের অধিকারিণী করিয়া দিয়াছে। উত্তম বস্ত্র তিনি পরিধান করেন, বিবিধ ভূষণ তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, পরিচারিকারা তাঁহার সেবা করে এবং রাজ-ভোগ্য খাদ্যপেয় তিনি সেবন করেন। সেই শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসনা, ধূলিধূসরিতা, মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারিণী সরযূবালা এখন সর্ব্ববিধ ভোগবিলাস-পরিবৃত হইয়াছেন, কিন্তু অভাগিনীর আনন্দ কোথায়! যে তরুর আশ্রয়ে তাঁহার এই সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহা যে ক্রমে শুকাইতেছে। তিনি বিবিধ উপায়ে রাধিকাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছেন; ফল কিছুই হয় নাই, কাতরতা ক্রমেই বৃদ্ধি।

সরযূ নিকটে আসিলে, রাধিকা জোর করিয়া অধর প্রান্তে একটু হাসি আনিলেন, সে হাসি মরণাপন্ন রোগীর বিকট ভঙ্গীর ন্যায় রাধিকার মুখ বিকৃত করিল, তাঁহার যে হাসি অলৌকিক শ্রী বাড়াইয়া দর্শকের মনে

আনন্দ ছড়াইয়া দিত, যে হাসি সরযূর প্রাণের সকল তাপ ও জ্বালা দূর করিয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে, সে হাসি কোথায় লুকাইয়াছে। রাধিকার হাসি দেখিয়া সরযূর ভয় হইল।

রাধিকা বলিলেন,—“একটু জল খাইয়াছ কি মা?”

সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া সরযূ বলিলেন,—“না।”

রাধিকা একটু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—“কেন খাও নাই। একটু জল না খাইলে মুখ শুকাইয়া যায়, শরীর খারাপ হয়। গিন্নি মা কোথায়? তিনি তোমাকে একট জল খাওয়ান নাই কেন?”

সরযূ বলিলেন,—“আমি খাই নাই। আর কিছুই খাইব না, এ পোড়া শরীরে আর প্রয়োজন নাই ”

রাধিকা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—“এমন কথা কেন বলিতেছ মা! আমার উপর রাগ করিয়াছ কি?”

সরযূ বলিলেন,—“রাগ করিয়াছি, কেন করিব না। তোমার দেহ যাইতে বসিয়াছে, কেন এরূপ হইতেছে, তাহা বল না। ডাক্তার-বৈদ্যকে দেখাও না, কোন নিয়ম কর না, কাহারও কথা শোন না। তোমার যখন এই দশা, তখন আমি আর শরীরের যত্ন করিব কেন মা!

রাধিকা একটু চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আমার দেহ যদি যায়, তাহাতে ক্ষতি কি মা? আমি বিধবা, বিধবার যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই মঙ্গল।

যাহারা সহমরণ প্রথা উঠাইয়াছে, তাহারা নারীর শত্রু। বাঁচিয়া থাকিলে বিধবার বহু প্রকারে পতন হইতে পারে, শত প্রকার কলঙ্ক ঘটিতে পারে, আমি যদি মরি মা! সে তো মঙ্গলের কথা।”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সরযূ বলিলেন,—“যদি এই কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে, আমারই বা আর দেহরক্ষার প্রয়োজন কি! আমি তো মা সধবায় বিধবা।”

রাধিকা বলিলেন,—“ছি মা! এমন কথা মুখেও আনিতে নাই। আজি না হয় কোন কারণে স্বামী-চরণে তোমার স্থান নাই, কিন্তু কালই হউক বা দশ দিন পরেই হউক, তোমার দেহ স্বামীর কাজে লাগিবে। অতি অসময়ে হয় তো তুমি তাহার পরম উপকারে আসিবে, তোমাকে সন্তান প্রসব করিতে হইবে। অনেক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব তোমাকে ঘাড়ে লইতে হইবে; সুতরাং প্রাণপণ যত্নে দেহকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম।”

সরযূ অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—“আমি আর এখানে থাকিব না।”

রাধিকা কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—“কেন মা, এমন ভয়ানক কথা বলিতেছ?”

সরযূ বলিলেন,—“তুমি সদা আনন্দময়ী ছিলে, সকল বিষয়েই তোমার উৎসাহ ছিল, আমি আসার পর হইতেই তোমার সকলই গিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, আমিই তোমার

দুঃখের কারণ। আমি যেখানে যাইব, সেখানেই আমার আগে আগে দুঃখ ও ক্লেশ ছুটিয়া যাইবে। আমি চলিয়া গেলে, আবার তোমার মঙ্গল হইবে। আমি এখনই ললিত বাবুকে ডাকিয়া, ইহার ব্যবস্থা করিব।”

বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সরযূবালা বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে ললিত বাবুর উল্লেখ শুনিয়া রাধিকার দেহে যেন তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল, তাঁহার প্রাণে যেরূপ জাগিতেছে, অন্তর নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিতেছে, পরের মুখে আবার সে নাম কেন? রাধিকার বড় শোচনীয় দশা, প্রাণের ব্যথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই; অথচ লোকে বড়ই ব্যস্ত করিতেছে রাধিকা নিরুপায়!

গিন্নি মা ব্যস্তভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন কেন মা? কি হইয়াছে?”

রাধিকার অপেক্ষা সরযূ দুই বৎসরের বড় হইলেও, তিনি বলিলেন,—“সরযূ ছেলেমানুষ। আমার শরীর কাহিল হইতেছে। সরযূ বলিতেছেন, তিনি আসার পূর্ব্বে আমি ভাল ছিলাম। তিনি আর এখানে থাকিবেন না।”

সঙ্গে সঙ্গে রাধিকার মুখে বিষাদের ভয়ানক হাসি। ঠাকুরাণী বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—“গুরুতর ভাবনার কথাই হইয়াছে, যাহা হউক, একটা স্থির করা

উচিত। এ ভাবে চলিলে তোমার জীবন আর বেশী দিন টিকিবে না।”

রাধিকা বলিলেন,—“না টিকিলে, কাহার কি ক্ষতি! বিধবার মরণই মঙ্গল।”

ঠাকুরাণী বলিলেন,—“তাহা যদি বুঝিয়াছিলে, তবে এ আগুণে ঝাঁপ দিলে কেন মা! এত দিন মরিয়া রহিয়াছ, এখন মৃত প্রাণ বাঁচাইবার সাধ করিলে কেন?”

রাধিকা অধোমুখ নিরুত্তর! তাহার সকল সাবধানতা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বুঝি ধরা পড়িয়াছেন।

গিন্নি মা আবার বলিলেন,—“তুমি বল বা না বল, আমি সকলই বুঝিয়াছি। যে দিন দেওয়ানজী প্রবঞ্চনার অপরাধে, ললিত বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছেন, সেদিন তোমার মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী প্রবেশ করিয়াছে। শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিত হইয়াছে। এখন উপায়!”

তখন ঠাকুরাণীর বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া, রাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—“সঞ্জীবনী কালকূটে ভরা। অমৃতে গরল উঠিয়াছে। আমি মরিতে বসিয়াছি। তুমি আমার মা, গর্ভধারিণীর অপেক্ষাও যত্নে আমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছ, এ যাতনা আর সহে না, তুমি আমার শীঘ্র মৃত্যুর উপায় করিয়া দিয়া বাঁচাও মা।”

তখন ঠাকুরাণীও কাঁদিতে লাগিলেন। সস্নেহে রাধি-

কার মুখ মুছাইয়া দিয়া, ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ছি মা! আত্মহত্যা মহাপাপ, সে কথা মুখেও আনিও না। চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা কর।"

রাধিকার নয়নে জল, মুখে হাসি। বলিলেন,—"কি বলিতেছ মা! আমার প্রাণের ভিতর যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা বলিবার নহে। চিত্ত স্থির করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মহত্যা যদি মহাপাপ হয়, তাহা হইলে সে পাপ আমার হইয়া গিয়াছে। আমি বিধবা, ব্রাহ্মণ কন্যা, যেদিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণের সিংহাসন পাতিয়া দিয়াছি, সেই দিনই আমার আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে; আর আমার আত্মহত্যায় পাপ নাই।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ, পাপ যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে; যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। তবে উপায়!"

রাধিকা বলিলেন,—"এখন উপায় মৃত্যু।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বার বার তোমার মুখে এ কথা আর শুনিতে পারি না। তোমার এ দুঃখের অবস্থা আর দেখিতে পারি না। বড় স্নেহে তোমাকে মানুষ করিয়াছি, বড় আদরে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি, তোমার জন্য নিজের সকল দুঃখ জ্বালা ভুলিয়াছি, তোমার এ যন্ত্রণা সহে না যে মা!"

রাধিকা বলিলেন,—"বাস্তবিকই মা, আমি তোমা-

দের কষ্টের কারণ হইয়াছি, প্রাণপণ যত্ন করিয়াও আমি আত্মসংযম করিতে পারি নাই। এখন আপনি মরিতে বসিয়াছি, যাহারা ভালবাসে, তাহাদিগকে মারিতেছি। অধিক দিন আমার জন্য তোমাদিগের কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি বুঝিতেছি, কাল নিকট হইয়া আসিতেছে।”

ঠাকুরাণী বলিলেন,—“ঐ এক কথা! ভাবিয়া দেখ আর কি কোন উপায় নাই। তুমি ধনশালিনী, তুমি স্বাধীনা, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।”

বলদৃপ্তা সিংহিনীর ন্যায় ঠাকুরাণীর বক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া, রাধিকা গর্জ্জিয়া উঠিলেন; তাঁহার পাণ্ডু-বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার লোচন দিয়া জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। সেই ক্ষীণ কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল; বলিলেন,—“ছিছি মা! তোমার স্নেহ আজ তোমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলাইয়া দিল? আমার ধন আছে, স্বাধীনতা আছে, অতএব আমি ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিব। আমার কাজে কথা কহিবার কেহ নাই, তাই বলিয়া কি আমি, নরকে ডুবিব। ধনের দ্বারা দুর্নাম ঢাকিয়া যায়, তাই বলিয়া কি আমি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিব? সত্য বটে, আমি মনে মনে ব্যভিচারিণী হইয়াছি; কিন্তু আমার এ পাপ কদাপি মনের বাহিরে একটু অগ্রসর হইতে পাইবে না। মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু

দেহে প্রাণ থাকিতে, কখনই ইহা পাপ পঙ্কিল করিব না।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাপের কথা বলিতেছি না। ব্যভিচারের ঘৃণিত কথা, তুমি কেন তুলিতেছ? আমার স্বামী এদেশের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে কে না জানেন? আমি তাঁহার মুখে বার বার শুনিয়াছি যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত, আরও শুনিয়াছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অকাট্য প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ কোনরূপ দোষের কাজ নহে। আমাদের মনে হয়, তোমার মত বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত। আমি তাহাই মনে করিয়া কথা তুলিয়াছিলাম।"

রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত; কিন্তু সমাজ তাহার বিরোধী, আপনার সুখের জন্য যাহারা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাও মহাপাপী, সমাজ যাহা ভাল বুঝিয়াছে, দেশের লোক যাহা মানিয়া চলিতেছে, তাহার অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। মৃত্যু শীঘ্র বা বিলম্বে ঘটিবেই ঘটিবে। সেই মৃত্যুর ভয়ে আমি কেন সমাজকে অবহেলা করিয়া পাপে ডুবিব?"

গিন্নি মা বলিলেন,—"ভাবিয়া দেখ মা! তোমার এ কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না। তোমার আত্মীয় কুটুম্ব বা কোন জ্ঞাতি নাই, সুতরাং তোমার কার্য্যে

কাহারও মাথা হেঁট হইবে না। বিশেষতঃ যেখানে তোমার জন্ম ও যে গ্রামে তোমার বিবাহ হইয়াছিল, সেখানকার কোন লোকও এখানে উপস্থিত নাই, কাজেই কাহারও নিকট তোমার লজ্জা পাইতে হইবে না। তুমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত ভাবে দূরদেশে বাস করিতেছ, সুতরাং তোমার কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না।"

রাধিকা পিসিমার নিকট সরিয়া বসিলেন। বলিলেন, —"চিরদিনই তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তুমি আজ এত ভুল বুঝিতেছ কেন? আমার প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে, আমার মরণের ভয়ে, তোমার বুদ্ধির লোপ পাইয়াছে। বুঝিয়া দেখ মা! আমি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে বাস করিতাম, যদি মনুষ্যবাসহীন গহন-বনে আমি থাকিতাম, তাহা হইলেও যে সমাজে আমার জন্ম, যে সমাজের নিয়ম আমি এতদিন পালন করিয়াছি, যে সমাজের রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও ব্যবহার আমি শিক্ষা করিয়াছি, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়মাদি পালন করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, আমিও তাহাই পালন করিতে বাধ্য। আহার, ব্যবহার, বাক্যালাপ, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান কিছুই যখন আমরা পরিত্যাগ করি নাই, তখন আজ তুচ্ছ আত্মতৃপ্তির অনুরোধে একটা ভয়ানক নিন্দিত কার্য্য কখনই করিতে পারিব না। না মা, তুমি যে কথা বলিয়াছ, কার্য্যে করা দূরে থাকুক, আমি তাহা মুখেও

আনিব না। আর তুমি পূর্ব্বে যে ধন সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলে, ভাবিয়া দেখ, ইহা কাহার? আমার স্বামীর মূর্ত্তি আমার মনে পড়ে না। একদিন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি আজি স্বর্গে, তিনি জীবিত থাকিলে আমার এই দেহ তাঁহারই সেবায় লাগিত। আমার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল বলিয়াই আমি তাঁহার প্রভূত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছি। এদেহ এক দিন তাঁহার চরণে নিবেদিত হইয়াছিল। নিবেদিত বস্তু পুনরায় নিবেদন হয় না। তিনি বাঁচিয়া না থাকিলেও আমার দেহ বাঁচিয়া আছে; যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ ইহা তাঁহারই থাকিবে। তাঁহার স্থানে অন্য লোক বসাইতে আমার কোনই অধিকার নাই।"

ঠাকুরাণী নিরুত্তর, কিন্তু স্নেহের আতিশয্যে তাঁহার মন এ সকল কথার গভীরতা বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিলেন,—"হৃদয় সংযত করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি বুঝিতেছি, তুমি সেজন্য যত্নের ক্রটী কর নাই, এখনও করিতেছ না; ইহাও বুঝিয়াছি যে,তুমি ইচ্ছা করিয়া অসাবধান হইয়া, এ আগুনে ঝাঁপ দেও নাই। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, অনিচ্ছায় এই আগুন তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহা হইতে নিষ্কৃতির আর উপায় নাই। উপায় নাই দেখিয়াই, হতাশ হইয়া আমি তোমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতেছি।"

কাতরতার সহিত হাসি মিশাইয়া রাধিকা বলিলেন,—"তবে মা! এই দুঃখিনী সরযূবালার একটা বিবাহ দেও না কেন?"

গিন্নি মা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সেকি কথা! সরযূর স্বামী আছেন, সরযূ যে বিবাহিতা।"

রাধিকা বলিলেন,—"তবে কি আমারই স্বামী নাই? সরযূর স্বামী আছেন, কিন্তু সরযূ তাহাকে দেখিতে পান না, তাঁহার সেবায় লাগেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পান না। বুঝিয়া দেখ মা, আমারও তো ঠিক সেই অবস্থা! আমার স্বামী আছেন—নিশ্চয়ই আছেন! আমিও তাঁহার সেবায় লাগি না। তাঁহাকে দেখিতে পাই না, তাঁহার কোন সংবাদও পাই না। সরযূর যদি স্বামী আছেন বলিয়া বিবাহ না হয়, তবে আমারই বা হইবে কেন?"

ঠাকুরাণী কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না; তথাপি বলিলেন,—"স্বামী মরিয়া যাওয়া ও স্বামী বাঁচিয়া থাকা এক কথা নহে।"

রাধিকা বলিলেন,—"একই কথা। স্বামী মরিলেও বাঁচিয়া থাকেন, ইহাই তো আমরা শিখিয়াছি। স্বামী বাঁচিয়া যদি দূর দেশে বাস করেন, যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্ত্রীর সংবাদ না লন, তাহা হইলে যেরূপ ঘটনা হয়, মরিলেও তো তাহাই হয়। তোমার মতে যদি বিধবার

বিবাহ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যাহার স্বামী দূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, স্বামী কোন অপরাধে কারাগারে বা দ্বীপান্তরে গিয়াছেন, কোন কারণে স্বামী সংবাদ লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন অথবা কোন আসক্তিতে স্ত্রীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, সে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ করা উচিত। সেরূপ বিবাহ যেমন অসঙ্গত, বিধবার বিবাহও সেইরূপ অসঙ্গত ”

নিরুপায় হইয়া গিন্নিমা বলিলেন,—“পৃথিবীর অনেক জাতিই তো বিধবা বিবাহ করে।”

রাধিকা বলিলেন,—“করে। আমি যেরূপ বলিয়াছি, সেরূপ ঘটিলে তাহাদিগের সধবারাও আবার বিবাহ করে। তাহারা জানে, বিবাহ একটা লৌকিক সম্বন্ধ; তাহারা বিশ্বাস করে, দেহেরই বিবাহ হয়; আর তাহারা মনে করে, বিবাহ একটা সাময়িক চুক্তি মাত্র; এইজন্য তাহারা অনায়াসে বিবাহ ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারে, কিন্তু মা! আমরা ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, আমরা কখনও এরূপ কথা বিশ্বাস করি নাই, শিখিতেও পাই নাই। আজ নূতন করিয়া এশিক্ষা হইবে কেন? আমার মনে হয়, এইরূপ বিবাহ আর ব্যভিচার, কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র।”

ঠাকুরাণী বুঝিয়া দেখিলেন যে, রাধিকার তর্ক ও যুক্তি অলঙ্ঘনীয়। আরও বুঝিলেন—রাধিকার মনের গতি

ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চিন্তায় স্নেহময়ী ঠাকুরাণীর হৃদয় আকুল হইল। বলিলেন,—"আইস মা! বাহিরে যাই, সরযূ দিদি হয়তো, এখনও কোথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।"

রাধিকা বলিলেন,—'সরযূ ভাল মেয়ে, হয়তো তাহার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে ভাল হইবে, সেজন্য এই সময়ে চেষ্টা করা উচিত। আমার শরীর ভাল নহে, শীঘ্র আরও মন্দ হইলে হইতে পারে। সরযূর ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি মঙ্গলময়ী, সুস্থ থাকিয়া লোকের হিতচেষ্টা কর, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা; আইস, বাহিরে যাই।"

রাধিকা হতাশভাবে বলিলেন,—"চল।"

তখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার ন্যায় শিথিল পদে কৃশকায়া রাধিকা অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, আজ যে সূর্য্য পূর্ব্বা-কাশের নিম্নভাগে প্রকটিত হইয়া দিবসের নবাগম ঘোষণা করিয়াছেন, কালি আবার সেই সূর্য্য সেই স্থানে সমুদিত হইয়া দিব্যভাষায় বলিয়া দিবেন, তোমার নিয়মিত জীবনের একটী দিন ফুরাইয়া গেল। দিনের পর দিন বেগে পলাইতে লাগিল।

এডিসন্ এক স্থানে বলিয়াছেন—কার্য্যময় ব্যক্তির সময়ের অভাব হয় না। প্রত্যুত যাহারা তাস, পাশা প্রভৃতি অকর্ম্ম লইয়া দিন কাটায়, তাহারা কর্ম্মের সময় পায় না। যাহারা নেপোলিয়নের ন্যায় কর্ম্মবীর, তাহারা সময়াভাবে কার্য্যসাধনে অক্ষম হইয়াছে, এরূপ অলীক উক্তি শুনা যায় না। কর্ম্মের দিন অতি শীঘ্র পলাইয়া যায়, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয়, রাশিকৃত কর্ম্ম সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুষ্ঠাতার জয় ঘোষণা করিতেছে; কর্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তির সুদীর্ঘ দিন মন্থরগতিতে গমন করে সত্য, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলে, কেবল অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি আসক্ত ও অনাসক্ত উভয়েরই দিন সমান চলিতেছে। শাস্ত্রকারেরা

বলিয়াছেন, চিন্তাযুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দিন যাইতে চাহে না।

চিন্তা, ব্যাধি ও কর্ম্ম এ তিনের কিছুই কখনও ললিত-মোহনকে অধিকার করিতে পারে নাই। সুখ ও দুঃখ, হিত ও অহিত, ভাল ও মন্দ কোনও বিষয়ের জন্য তিনি কখনও চিন্তাকুল হন নাই। অরণ্যবিহারী সুখের বিহঙ্গমের ন্যায়, শৈলসানুবাহী সলিল-রাশির ন্যায় তিনি স্বেচ্ছামত পথে হিতাহিত বোধ বিরহিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া আসিতেছেন। কখনও কোনরূপ চিন্তা বা বিচার প্রভাবে তাঁহাকে গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রমণীয় দেহ কখনও কোন প্রকার ব্যাধি-বৈকল্যের অধীন হয় নাই। সেই সুগঠিত কলেবরে আসুরিক শক্তি। নিরন্তর অনিয়ম অত্যাচারেও সে শক্তি অপচিত হয় নাই। জ্ঞানোদয়ের পর হইতে কোনও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, এরূপ কথা ললিতমোহনের মনে পড়ে না। কোনও নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত কর্ম্মের তিনি অধীন নহেন, ঘটনা-বলী তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া চলিতেছে, তখন তিনি কোনও রূপ প্রতিবাদ না করিয়া সেই পথে ধাবিত হইতে-ছেন, কোনও রূপ দুরাকাঙ্ক্ষা বা কোনও রূপ ভোগ-সুখ তাঁহাকে আসক্ত ও বদ্ধ করিতে পারে নাই। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বিচার-বিহীন, কেবল একমাত্র কর্ম্ম

তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আবদ্ধ করিয়াছিল। পরের দুঃখ বিমোচন তাঁহার জীবনের প্রধান প্রিয় কার্য্য ছিল, সেই কর্ম্ম বিশেষ সদনুষ্ঠান বলিয়া তিনি জানিতেন না। সে জন্য কোনও রূপ প্রশংসা বা নিন্দার তিনি প্রত্যাশা করিতেন না অথবা তাহা সমাপ্ত হইলে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন না। সেরূপ কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা তিনি জানিতেন না। দরিদ্রের অভাব মোচন, ব্যাধিগ্রস্তকে শান্তিদান এবং শক্তিশালী ব্যক্তির পর-নিপীড়ন নিবারণ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। ভাল কার্য্য মনে করিয়া তাঁহার তৎসাধনে এরূপ অত্যাসক্তি জন্মিত না।

তাঁহার নিন্দিত আচরণ সম্বন্ধেও মনের এই ভাব। তিনি অভ্যস্ত অসৎকার্য্য সমূহ নিন্দনীয় পাপানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু সর্ব্বরহস্যবিৎ নারায়ণ কখন কোন সূত্র ধরিয়া মানবরূপ ছায়াবাজীর পুতুলগণকে নাচাইতে থাকেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিরূপ কারণে মনুষ্য-মনের কখন কি গতি হয়, কোনও বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে কি না সন্দেহ।

ললিতমোহনরূপ মত্ত হস্তী শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াছে। সেই দিন— যেদিন পিতৃহীনা কাতরা সরযূবালার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া লাবণ্যময়ী রাধিকাসুন্দরী তাঁহাকে দেখা

দিয়াছেন, সেই দিন হইতে ললিতমোহনের হৃদয়ে এক বিষম আবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ললিতের অন্তর যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে জীবনের অন্য গতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ললিতমোহন বুঝিয়াছেন—মানবজীবনে অপার্থিব আনন্দ, স্বর্গীয় আলোক এবং নন্দনের সুখ উপস্থিত হইলেও হইতে পারে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ললিতমোহন রূপান্তরিত মনুষ্য হইয়াছেন

ললিতমোহন নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, আর তিনি পথে বাহির হন না; পূর্ব্ববৎ টহলসিং রাধিকাসুন্দরী ও সরযূ-বালার সংবাদাদি আনয়ন করে। স্বয়ং সে বাটীতে গমন করিতে ললিতমোহনের আর ভরসা হয় না। কেন?

সরযূবালার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের এখনও শেষ হয় নাই। সে দুঃখিনী এখন অনেক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহা তাহার প্রধান প্রার্থনীয়, যাহা না পাইলে তাহার জীবনের সকল সুখই বৃথা, তাহার এখনও কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহার যাহাতে স্বামী চরণে স্থান হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে ললিতমোহন বাধ্য। তাহার জন্য কি করিতে হইবে? একবার সরযূকে লইয়া কলিকাতায় চেষ্টা করা উচিত নহে কি? পনর দিন হইয়া গেল, আর সময় নষ্ট করা অন্যায়; কাশীতে আর ললিতমোহন থাকিবেন না, দূরে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু

হৃদয় তো সঙ্গে যাইবে, যন্ত্রণা কমিবে না। না কমুক, তথাপি এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে; তাঁহার যাহা হয় হউক, সরযূর হিতচেষ্টা তো হইবে।

তৎক্ষণাৎ রাধিকাসুন্দরীর ভবনে গিয়া সরযূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। রাধিকার অসুস্থতার সংবাদ তিনি কিছুই শুনেন নাই, মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে যে নিদারুণ কালানল জ্বলিতেছে, তাহার দাহ তিনি নীরবে সহ্য করিবেন, তথাপি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এজগতে কাহারও নিকট ঘৃণাক্ষরেও একবার ইঙ্গিতমাত্রে তিনি তাহা ব্যক্ত করিবেন না।

কেন?

ললিত জানিতেন,—রাধিকা ধর্ম্মশীলা—রাধিকা পুণ্যময়ী—রাধিকা অপাপবিদ্ধা। যে কুৎসিত ভোগের লোভে ললিতমোহন একাল পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন, রাধিকাসুন্দরীকে দর্শন করিয়া সে প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। এখন তাঁহার অন্তরে ভোগ-বাসনার স্থলে ভক্তির সিংহাসন পাতা আছে। তামস্যের পরিবর্ত্তে তথায় গাঢ়তা বাসা বাঁধিয়াছে এবং নিন্দিত লিপ্সার স্থলে ভালবাসার উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অধর্ম্মে তাঁহার মতি নাই—অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য কোনও আকিঞ্চন নাই, মধুময়ী শান্তির স্থানে গরল ঢালিয়া দিতে তাঁহার বাসনা নাই। তিনি বহ্নি-চক্রিত জীবন লইয়া যন্ত্রণায়

অধীর হইতে কৃতসংকল্প, কিন্তু প্রতিকারের সকল চেষ্টায় উদাসীন।

দ্বিপ্রহর কালে একাকী আপনকক্ষে শয়ন করিয়া ললিতমোহন আপনার মনের আগুনে, নীরবে ও অপরের অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইতেছেন। এই সময়ে টহলসিং তথায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দর্শন মাত্র ললিত একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার মা ভাল আছেন? আর সেখানকার খবর সব ভাল?"

সুচতুর টহল একান্ত প্রভুভক্ত। প্রভুর হৃদয়ে যে তীব্র যাতনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে। সে ইহাও জানিয়াছে যে, যন্ত্রণা কেবল এক দিকে জন্মে নাই, উভয় দিকেই যাতনার সমান অধিকার। সে জানিত, তাহার প্রভু পাপাসক্ত ও চরিত্রহীন হইলেও সমাজ বিগর্হিত, নিন্দনীয় আচরণে এককালেই অশক্ত; সুতরাং উভয় দিকের এইরূপ হৃদয় ভাবের বৃত্তান্ত জানিয়া ও বুঝিয়া সে বড়ই কাতর হইয়া ছিল। যেরূপে হউক, একদিন কথাটা প্রভুর নিকট উপস্থিত করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল; আজই বেশ সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া সে বলিল,—"হুজুরকে বলাই ভাল; সেখানে রাণীমাতার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে।"

ললিতমোহন হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর, গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন,—"অসুস্থ হইয়াছেন! কাহার কাছে তুমি এই সংবাদ শুনিলে?"

টহল বলিল,—"গিন্নি মা, আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন; আপনার একবার সেখানে যাওয়া উচিত নহে কি?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"কিরূপ অসুখ?"

টহল বলিল,—"আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, গিন্নি মা সকল কথা জানাইবেন। শুনিয়াছি, আপনারও যেরূপ অসুখ, রাণীমারও সেরূপ অসুখ। আর একদিনে এক কারণেই দুই জনেরই অসুখ উপস্থিত হইয়াছে।"

ললিতমোহন একটা দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া, নিশ্চল মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, টহলের শেষ বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনেক ক্ষণে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইল—বলিলেন,—"তুমি কি শুনিতে হয় তো কি শুনিয়াছ, এক বুঝিতে হয় তো আর বুঝিয়াছ।"

টহল বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমি ঠিকই শুনিয়াছি

বুঝিয়াছি. প্রতিকারের কোন উপায় নাই

জনের প্রাণ, দুইজনকে না ভুলিলে এ কষ্টের শেষ হইবে না।

ললিতমোহন মনে মনে বলিলেন,—"ঠিক কথা। রাধিকাসুন্দরী তুমি স্বর্গের দেবী! টহল যদি ঠিক বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে এই অযোগ্য অধমকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন টহলের অনুমান মিথ্যা হয়।

প্রভুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া টহল কাতর ভাবে কর যোড়ে বলিল,—"হুজুর কি হইবে? আপনি দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছেন।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"উপায় হইবে, কোন চিন্তা না, তুমি এখন যাও।"

আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া টহল প্রস্থান করিল।

ললিতমোহন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যদি টহলের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে দেশ ছাড়িয়া যাইব। সে দেবীর হৃদয়ে যাহাতে আমার নাম না আইসে, তাহারই উপায় করিব। আমি পাষাণ, পাপী, নারকী, আমার যাহা হয় হউক, বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে শান্তি দেও—সুস্থ কর। পীড়ার সংবাদ পাইয়াছি, একবার যাইব। টহলের অনুমান সত্য কি না বুঝিয়া আসিব, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব।

বেলা অনুমান চারিটার সময় বহুদিন পরে পুনরায়

ললিতমোহন বাবু পথে বাহির হইলেন। সেই বেশ—পরিধানে এক সামান্য ধুতি, স্কন্ধে এক বিশৃঙ্খল-ন্যস্ত উত্তরীয়। সঙ্গে কোন লোক নাই। বিষাদের সজীব প্রতিমূর্ত্তিবৎ ললিতমোহন ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথ-প্রবাহী-লোক এবং পার্শ্ববর্ত্তী দোকানদার অনেকে তাঁহাকে নানা প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। অনেকে তাঁহার কৃশতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করিল। সবিস্ময়ে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, ললিত বাবু কাহারও প্রশ্নের ভাল করিয়া উত্তর দিলেন না। কাহারও প্রতি হয়তো দৃষ্টিপাত করিলেন না, কোনও কোনও লোককে প্রতিনমস্কারাদি করিলেন না। ললিত বাবুর ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবহার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া সকলেই অনুভব করিল। তাহারা স্থির করিল, নিশ্চয়ই তাঁহার কোনও রূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ধীরে ধীরে ললিতমোহন রাধিকাসুন্দরীর ভবনে উপনীত হইলেন। সেখানকার সকলেই ললিত বাবুকে সম্মান সহকারে প্রণাম করিল। ললিত বাবু ধীরে ধীরে দেওয়ান-খানায় প্রবেশ করিলেন। দেওয়ান জীবনহরি সেন তাঁহাকে প্রণামাদির পর বলিলেন,—"আজি শুনিতেছি, মা ঠাকুরাণীর শরীর অসুস্থ হইয়াছে।"

ললিত বাবু চমকিত হইয়া বলিলেন,—"অসুস্থ! কি পীড়া, কতদিন হইয়াছে?"

জীবনহরি বলিলেন,—"কি পীড়া ঠিক বলিতে পারি না, শুনিতেছি, সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হইয়াছেন। আমরা ত্ত আজ সংবাদ পাইয়াছি।"

"ডাক্তার বৈদ্য ডাকা হইয়াছিল কি?"

জীবনহরি বলিলেন,—"না, সেজন্য আমরা কোনও হুকুম পাই নাই। আপনারও চেহারা বড় খারাপ দেখিতেছি. শরীর ভাল নাই কি?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"না।"

রাধিকাসুন্দরী, ঠাকুরাণী ও সরযূবালা এক স্থানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল,—"ললিত বাবু আসিয়াছেন, দেওয়ানখানায় বসিয়া আছেন।" শ্রবণ মাত্র রাধিকার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া এবং করাঙ্গুলি সমূহ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ তিনি নীরবে অধোমুখে রহিলেন। হৃদয়ের উত্তেজনা ও বক্ষবেপন কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, তিনি বলিলেন,—"আসিয়াছেন? ভালই হইয়াছে। তাঁহাকে সকলের শেষের বৈঠকখানা ঘরে আনিয়া বসাও, মা তুমি যাও, আদর অভ্যর্থনার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

একজন পরিচারিকা দেওয়ানখানা হইতে ললিত

বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া প্রান্তের বৈঠকখানায় বসাইল। অত্যন্ত চিন্তিতভাবে গিন্নি মা তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতে ললিত বাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি! আপনার চেহারা এত খারাপ কেন বাবা? কি পীড়া হইয়াছে?"

ললিত বাবু বলিলেন, "কি পীড়া হইয়াছে, জানি না, শরীরটা ভাল নাই; সে কথা যাউক, রাণীর পীড়ার সংবাদে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি, তাঁহার কি অবস্থা বল দেখি?"

ঠাকুরাণী বসিয়া পড়িলেন—বলিলেন,—"দেহ ও মন উভয়েরই অবস্থা বড় খারাপ। অতিশয় চিন্তার কারণ হইয়াছে।"

ললিত বাবু শূন্যভাবে আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিন্নি মা বলিলেন,—"যে দিন সরযূর পিতা স্বর্গারোহণ করেন, সেই দিন হইতেই পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার পর ক্রমেই বাড়িতেছে।"

ললিতবাবুর এখনও সেই ভাব। সমান শূন্যদৃষ্টি, নাসায় যেন নিশ্বাস নাই। রক্তের যেন গতি নাই। দেহে যেন সংজ্ঞা নাই। ঠাকুরাণীর কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল কি না সন্দেহ। তথাপি গিন্নিমা বলিতে লাগিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি বোধ হয়, আজই আপনার নিকট যাইতাম।"

সহসা ললিত বাবুর চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যাইতেন! কেন? কেন? আমার দ্বারা কি উপকার সম্ভব? যদি প্রাণ দিলেও দেবী আরোগ্য হন, আমি তাহাতেও প্রস্তুত, বলুন, কি করিতে হইবে?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আমাদের পরমাত্মীয়। আপনি পুরুষ, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনি কাজ করুন।"

ললিত বাবু বলিলেন,—"এ পর্য্যন্ত ডাক্তার বৈদ্য ডাকা হয় নাই কেন?"

"ডাক্তার বৈদ্য এ ব্যাধির কোন উপশম করিতে পারিবে বলিয়া আশা নাই।"

"চিকিৎসকে উপশম করিতে পারে না, এমন কি ব্যাধি আছে? পারুক না পারুক, চেষ্টাও তো করিতে হয়।"

"মনের ব্যাধি, চিন্তায় প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক কি করিবে?"

ললিত বলিলেন,—"বটে! তাহা হইলে সে চিন্তার কারণ দুর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না কেন?"

"উপায় নাই।"

"সে দেবীর হৃদয়ে এমন কি কঠোর সুদৃঢ় চিন্তা জন্মিল?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তিনি অজ্ঞাতসারে এক দেব-তুল্য পুরুষকে ভাল বাসিয়াছেন।"

ললিত বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। আবার তিনি নির্ব্বাক্!

ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সে ভালবাসা এতই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উৎপাটন করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই? রাণীমা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, আমরাও বিস্তর উপায় দেখিয়াছি—সকলই বৃথা।"

ললিত বাবু এখনও নীরব-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল।

ঠাকুরাণী বলিতে লাগিলেন,—"সেই নিরাশ প্রণয়ের জন্য ভগ্ন-হৃদয়ে রাণীমা মরিতে বসিয়াছেন—তথাপি তাহা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই।"

ললিত বাবু এখনও পূর্ব্ববৎ নিশ্চল ও নির্ব্বাক্।

গিন্নি মা বলিতে লাগিলেন,—"পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না, শাস্ত্র-সঙ্গত বিবাহেও তাঁহার মতি নাই, তবে উপায়?"

ললিত বাবু এতক্ষণে কথা কহিবার শক্তি পাইলেন, বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, এ রোগের ঔষধ নাই। যে দেবী পাপের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে অশক্ত—নিন্দিত কার্য্যের নিকটে যাইতেও অক্ষম, ভগবান! সে দয়াময়ী দেবীর হৃদয়ে এমন কালানল কেন জ্বালিলে? বুঝিয়াছি, জীবনে তাঁহার আর শান্তির আশা নাই। চিতার অনলে

বিষে বিষক্ষয় হইবে, গিন্নি মা, আমি যাই। পুড়িবে—এ আগুনে, একজন নহে—দুইজন পুড়িবে। কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। হয় তো, আমার সহিত আপনাদের এই শেষ সাক্ষাৎ। আমার নাম হয়তো আপনারা আর শুনিতে পাইবেন না।"

ললিতবাবু প্রস্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সরযূবালা তথায় উপস্থিত হইলেন।

ললিত-মোহন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার সন্নিহিত, অধুনা কলিকাতা মিউনিসি-পালিটির অন্তর্ভূত কালীঘাট, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য-জাতির পবিত্র তীর্থ। এই স্থানে আদ্যাশক্তি ভগবতীর অঙ্গুলিপাত হইয়াছিল। যে দেবী পিতৃ-মুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যিনি বিবিধ বিধানে সতী-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বসুন্ধরা পুণ্য-প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার বিগত-জীব ধর্ম্ম দীপ্ত কলেবর শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই খণ্ডীকৃত দেহাংশ ভারতের যে যে স্থানে নিপতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান সুপবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। আদিগঙ্গা সন্নি-ধানে ভগবতীর মন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া সতীদেবীর মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

দেবীর কৃপায় প্রতিদিনই কালীঘাটে লোকারণ্য। সকল লোকই যে ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে তথায় দেবী-পূজার নিমিত্ত সমবেত হয় এরূপ নহে। ভিক্ষা প্রাপ্তির লোভে বহু নর-নারী সে স্থানে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটী করে; যাত্রী ধরিয়া ছলে বলে ও কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবার

অভিপ্রায়ে বিস্তর বিপ্র-বেশ-ধর পুরুষ চারিদিকে ধাবমান হয়। সধবা ও কুমারী সাজিয়া বিস্তর চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক, যাত্রীদিগকে জ্বালাতন করে। পুষ্প ও পণ্য বিক্রেতারা নিরন্তর খরিদ্দার সংগ্রহের নিমিত্ত চীৎকার করে। বিস্তর ছাগের জীবন প্রতিদিন সেই স্থানে অবসিত হয়। যে অংশে বলিদান হয়, তথায় রুধির-স্রোত বহিতে থাকে। তাহারই সন্নিধানে অনেকে ডালা পাতিয়া মহাপ্রসাদ বিক্রয় করে। অনেকে ফুলের মালা যাত্রিদিগের গলায় দিবার নিমিত্ত গণ্ডগোল করে; মন্দির সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় ও নাট মন্দিরে অনেক ব্রাহ্মণ দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, মহিম্ন স্তব, কালীকা স্তুতি, দেবী-সূক্ত প্রভৃতি পাঠে নিযুক্ত; ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে দেবীর মন্দির, অঙ্গন প্রভৃতি সকল স্থান জনতাপূর্ণ কোলাহলময়।

সকল তীর্থের যে দুর্গতি হইয়াছে, কালীঘাটের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছে। পুণ্যাত্মার অপেক্ষা এখানে পাপীর প্রাচুর্য্য; ধর্ম্ম-প্রাণ সাধুর অপেক্ষা অত্যাচারী পাপাসক্তের আধিক্য এবং দেবতানুরাগী পুষ্প-চন্দনাদি আহরণ-প্রয়াসী লোকের অপেক্ষা সুরা, গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদক-সেবী ও কুৎসিত সামগ্রী সহকৃত দুরাত্মাদের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

অনেকে অনেক কামনা লইয়া দেবীর মন্দিরে উপ-

স্থিত হয় ; যে দুরাত্মা জাল প্রবঞ্চনা করিয়া ফৌজদারিতে পড়িয়াছে, যে হতভাগ্য পর-পীড়ন দ্বারা অর্জ্জিত বিষয়-সম্পত্তি হারাইতে চলিয়াছে, যে নরাধম নরহত্যা করিয়াছে বা সতী স্ত্রীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছে, তাহারাও রক্ষার নিমিত্ত পরম পুণ্যময়ী ধর্ম্মরূপিণী আদ্যাশক্তির চরণে শরণাগত। যে দুর্ব্বৃত্ত বিষয় লোভে আপনার সহোদরের নিধন কামনা করিতেছে, যে দুরাচার মনোরথ সিদ্ধির প্রকৃষ্ট সুযোগ হইবে ভাবিয়া প্রণয়িণীর স্বামী নাশের কল্পনা করিতেছে, যে পাপাধম প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিপাত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছে, তাহারাও বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত মহামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যাহার মোকদ্দমা অন্যায় এবং যাহার ন্যায়-সঙ্গত তদুভয়েঃ জয় কামনায় গললগ্নীকৃত-বাসে দেবীর নিকট সমাগত। কেহ রোগমুক্তি কামনায়, কেহ শত্রু নাশের বাসনায়, কেহ বিপদ-শান্তির অভিপ্রায়ে দেবীর সমক্ষে সজলনয়নে সমুপস্থিত। কেহ যোড়শোপচারে পূজা দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কেহ ছাগবলি দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছে, কেহ বা সোণার নথ, রূপার বালা এবং পট্টশাটী দিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইতেছে। এরূপ বিবিধ উৎকোচ লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সকলের অভিপ্রায় পূরণ করেন কি ?

শনি মঙ্গল বারে, উপনয়নাদির দিনে এবং বিশেষ

বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কালীঘাটে জনসমাগমের অতি বাহুল্য হয়। শনিবারের প্রতি বোধ হয় ভগবানের বিষদৃষ্টি আছে; কেননা শনিবারের অপরাহ্ণ হইতে রবিবারের সমাপ্তি পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত বহু স্থানে অত্যাচার ও পাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় এবং পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র সমূহেও নারকীলীলার বিকট অভিনয় ও পাপের উদ্দাম নর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, রবিবার; অনেক সুরাপায়ী দল বাঁধিয়া আজ কালীঘাটে উপস্থিত হইয়াছে, অনেক চরিত্রহীনা নারী পুরুষের সঙ্গে অথবা স্বাধীন ভাবে দেবালয়ে আসিয়াছে, অনেকে অনেক প্রকার অসদভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত আজি এখানে জুটিয়াছে। অনেকে মন্দির সন্নিধানে ঘর ভাড়া লইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে, অনেকে মন্দিরাঙ্গনে গোলমাল করিতেছে, অনেকে জনতা ভেদ করিয়া মন্দির-মধ্যে দেবীর নিকট যাইবার নিমিত্ত ঠেলাঠেলি করিতেছে, অনেকে দ্বার সন্নিধানে কোনও সুন্দরী যুবতীর সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিবার অভিপ্রায়ে অপরের যেন ধাক্কা খাইয়া তাহার গায়ের উপর পড়িতেছে, কেহ বা কোনও কুলকামিনীর নয়নের সহিত একবার নিজ নয়ন মিলাইবার অভিপ্রায়ে বারংবার তাহার নিকট ঘুরিতেছে, কেহ বা কোনও নারী বিশেষকে

লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ বা অসীম সাহসিকতা সহকারে কোনও রমণীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া তিরস্কারভাজন হইতেছে অথবা প্রহার খাইতেছে। কোথায়ও কোনও লজ্জাহীনা মধুরভাষিণী বলিতেছে, "মর মিন্‌সে চ'খের মাথা খাইয়াছিস্, মানুষ দেখিতে পাইস্ না।" কোথায়ও কোনও লজ্জাশীলা যুবতী মৃতকল্প হইয়া সঙ্গিনী প্রৌঢ়ার দেহের সহিত যেন মিশিয়া যাইতেছেন, কোথায়ও কোনও অবগুণ্ঠনহীনা আপনার স্ফীত বক্ষঃ আরও ফুলাইয়া সগর্ব্বে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে জনতা ভেদ করিতেছে। মন্দির-মধ্যে বিষম কলরব; বাহিরে ভিখারীর চীৎকার, চরণামৃত দানকারী বিপ্রের উচ্চরব, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির উচ্চধ্বনি, বলিদান স্থলে 'জয়মা জয়মা' শব্দের উচ্চরোল, দলছাড়া সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অন্বেষণার্থ উচ্চ চীৎকার, মাল্যদানকারিগণের বিকট যুদ্ধধ্বনি, সিন্দুর-দানকারীর উচ্চরব, আশীর্ব্বাদকারীর বিকট শব্দ, মাংস বিক্রেতাগণের চীৎকার ইত্যাদি বহুবিধ কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত।

দেব-মন্দির হইতে সঙ্কীর্ণ পথে পশ্চিম অভিমুখে নির্গত হইয়া প্রশস্ততর রাজপথে পড়িতে হয়। উক্ত সঙ্কীর্ণ পথে এবং এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানা সামগ্রীর দোকান। রাজপথের পশ্চিম দিয়া আদিগঙ্গা পর্য্যন্ত আর এক সঙ্কীর্ণ পথ। সে পথেরও উভয় পার্শ্বে অনেক দোকান;

সেই সকল দোকানের এক খানিতে কয়েক জন নির্লজ্জ পুরুষ ও নারী বসিয়া অতিশয় ঘৃণিত আমোদে মত্ত রহিয়াছে।

সেই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির আকার মসীর ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; সে অতিশয় স্থূল এবং খর্ব্বাকার, তাহার মাথার চুল মোটা মোটা এবং খাড়া, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র এবং গোলাকার, নাসিকা একটু চেপ্‌টা এবং অনুচ্চ, নাসার নিম্নে গোঁফ অতিশয় বিরল এবং ক্ষুদ্র, ইহার নাম মতিলাল মল্লিক, এ ব্যক্তি সুবর্ণবণিক জাতীয় এবং প্রভূত ধনশালী। তাহার গায়ে জামা নাই, পরিধানে সুচিক্কণ ধুতি, তাহার কোঁচার ভাগ খুলিয়া সে গলায় জড়াইয়াছে। এই যুবা বোধ হয় এই সম্প্রদায়ের নেতা; কারণ ইহাকেই সঙ্গিগণ বাবু বলিয়া ডাকিতেছে এবং সঙ্গিনীরা মতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। ঘনিষ্ঠতার মাত্রা অতি প্রগাঢ় হইলেও সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ ইহাকে সমীহ করিয়া কথা কহিতেছে। এই সম্প্রদায়ে মতি ব্যতীত আর তিন যুবা, এক বৃদ্ধ ও দুই নারী ছিল। অন্ততঃ দুই একটা কার্য্যও যে মনুষ্য সমাজের নয়নান্তরালে সম্পাদন করিতে হয়, কোন কোনও কার্য্য যে অপরে জানিতে পারিলে লজ্জায় অবনত হইতে হয়, ইহা এই সম্প্রদায়ের কেহ জানিত না। তাহারা বহুজনাকীর্ণ রাজপথের অব্যবহিত পার্শ্বে প্রকাশ্য ভাবে দোকানে বসিয়া সুরাপান করিতে করিতে যে

সকল ঘৃণিত আচরণ করিতেছে, তাহার কোনও উল্লেখ করাই সম্ভব নহে।

আদিগঙ্গা হইতে স্নান করিয়া সেই সময়ে সেই পথ দিয়া দুই জন প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর মধ্যগতা এক যুবতী মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। চরণ-পল্লবের কিয়দংশ ব্যতীত তাঁহার দেহের সকল ভাগ জলসিক্ত বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত। তিনি সেই ভাবেই সঙ্গিনীদ্বয়ের হাত ধরিয়া জলে ডুবিয়াছিলেন, আবার সেই অবস্থাতেই প্রত্যাগমন করিতেছেন; চলিতে তাঁহার চরণে চরণ বাধিতেছে, লজ্জায় তাঁহার অবগুণ্ঠনাবৃত বদন নত হইয়া পড়িয়াছে। প্রৌঢ়া সঙ্গিনীরা তাঁহাকে এক প্রকার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিলেই হয়। তাঁহাদের সম্মুখে নাতিদূরে এক চিন্তাকুল ও গম্ভীর বদন যুবা ধীরে ধীরে আসিতেছেন; নারীত্রয়ের পশ্চাতে এক ভোজপুরী বলশালী দ্বারবান। তাহার মস্তকে প্রকাণ্ড পাগড়ী, হস্তে সুদীর্ঘ লাঠি। সর্ব্বাগ্রে মন্থর গতিতে যে রূপবান চিন্তাকুল যুবা অগ্রসর হইতেছেন, তিনি আমাদের সুপরিচিত ললিতমোহন। তাঁহার পশ্চাতে সঙ্গিনীদ্বয়-মধ্যবর্ত্তিনী সিক্তবসনা সদ্যস্নাতা সুন্দরী ৺চন্দ্রমোহন বাবুর কন্যা সরযূবালা। তাঁহারা যখন উল্লিখিত সম্প্রদায়ের অধিকৃত দোকানের অতি নিকটে আসিয়াছেন, মতিলাল তখন একজন সঙ্গিনীর কর্ণ মর্দ্দন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে হাসিতে

হাসিতে লাফাইয়া উঠিল, তখন জঙ্গলী লোকেরা যে ভল্লুক লইয়া সহরে খেলাইয়া বেড়ায় তাহাকে তাহারই মত দেখাইতে লাগিল। সে দোকানের সম্মুখে ঝাঁপের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমে ললিতমোহনের সৌম্য ও স্থির-মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল, সে এরূপ ব্যক্তির সমক্ষে চীৎকার ও অসভ্যতা প্রকাশ অবিধেয় বলিয়া মনে করিল। তাহার পরে পরিচারিকার মধ্যবর্ত্তিনী সরযূবালার স্থূল বসনাবৃত মূর্ত্তি তাহার নয়নে পড়িল। লজ্জাহীন পুরুষের অপেক্ষা পরুষ স্বভাবা বিস্তর নারীর সহিত সে একাল পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া আসিতেছে, লজ্জায় নারী জাতির ভঙ্গির উপর যে মধুরতা আনয়ন করে, সঙ্কোচে রমণীর যে মোহন ভাব প্রদান করে, তাহা দুর্ভাগ্য মতিলাল আপনার পাপীয়সী সঙ্গিনীদের দেহে কখনও দেখে নাই; সে বিস্ময় সহকারে অপরিচিতা অজ্ঞাতনাম্নী সরযুবালার লজ্জা জনিত সুপবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সেই সময়ে তাহার এক বয়স্য কলুষিতা সঙ্গিনীর পৃষ্ঠদেশে সোহাগের এক কীল মারিল, সেই ঘৃণিতা কামিনী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা গো! মারিয়া ফেলিল গো; আমাকে খুন করিল গো।" যাহারা পূর্ব্বাবধি এই নির্লজ্জ-ব্যক্তি নিচয়ের মাতলামী প্রত্যক্ষ করিতেছিল, চীৎকার ধ্বনি শ্রবণে তাহারা ফিরিয়াও চাহিল না, কিন্তু নবাগত লোকেরা কোনও ভয়ানক কাণ্ড হইল মনে করিয়া ত্রস্ত-

ভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ললিতমোহন ভীত ভাবে সেই দিকে চাহিলেন; সরযূ কাঁপিয়া উঠিলেন, সভয়ে মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া সেইদিকে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে মৃদুস্বরে শব্দ বাহির হইল, "কি হইল ?"

মতিলাল সেই নিষ্কলঙ্কা সুর-সুন্দরীর বদন দেখিতে পাইল, তাহার নয়নের সহিত সরযূর সেই সুবিস্তৃত ভুবন-মোহন নয়নের মিলন হইল; মতি মোহিত হইল। নারীর দেহে এমন অলৌকিক শোভা থাকিতে পারে তাহা সে কখনও কল্পনাতেও জানিত না। লজ্জায় অব-সন্ন হইয়া সরযূ মুখের কাপড় টানিয়া দিলেন। এই কার্য্যের সময় তাঁহার হীরক খচিত স্বর্ণ বলয়যুক্ত সুগোল নবনীত নির্ম্মিতবৎ সুকোমল ভুজ-বল্লীর কিয়দংশ এবং চম্পক-কলিকা সদৃশ অঙ্গুলিচয় মতির দৃষ্টিগোচর হইল; বিদ্যুতের ন্যায় একবার তাহার হৃদয়াকাশ নিমি-ষের জন্য ঝলসিয়া দিল, সেই বৈদ্যুতিক শক্তি-প্রভাবে তাহার হৃদয়ের এক অন্ধকারময় অংশ আলোকিত হইয়া উঠিল, সে আত্মহারা হইয়া গেল।

ললিতমোহন, তাঁহার সঙ্গিনীত্রয় এবং দ্বারবানের মূর্ত্তি নয়নান্তরালে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মতিলাল এক জন বয়স্যকে ডাকিয়া কাণে কাণে অস্ফুট স্বরে কি বলিয়া দিল। বয়স্য প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, সরযূবালাকে সঙ্গে লইয়া ললিতমোহন কলিকাতায় আসিয়াছেন; আহিরীটোলায় এক গলীর মধ্যে দুইটি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। একটিতে ললিতমোহন, টহল সিং, একজন পাচক ও এক ভৃত্য বাস করেন; অপরটিতে সরযূবালা থাকেন। রাধিকাসুন্দরী সঙ্গে আবশ্যকাধিক অর্থ দিয়াছেন। আর লক্ষ্মীর মা নামে পরিচিতা একজন পুরাতন বিশ্বস্তা অভিভাবিকা দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সরযূর এক পাচিকা ও ঝি আছে। টহল সিংহের পরিচিত ও বিশ্বাসী পূরণ দোবে নামে এক দ্বারবান সেই বাটীতে দরজার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে।

ললিতমোহনের শরীর ও মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত দেহের উপর চিন্তা ও বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। যে সকল কর্ম্ম প্রিয়ানুষ্ঠান বলিয়া তিনি এতদিন অনুসরণ করিতেছিলেন, তাহার অনেক ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বহুদিন তিনি সুরা স্পর্শও করেন নাই, বহুদিন তিনি কোনও কুসংসর্গে মিশেন নাই, বহুদিন তিনি কোনও প্রকার কুচিন্তায় রত হন নাই।

পূর্ব্বাচরিত কার্য্য-কলাপের মধ্যে কেবল পরদুঃখ কাতরতা ব্যতীত আর সকলই তিনি পরিহার করিয়াছেন। ইচ্ছা-পূর্ব্বক বা বল পূর্ব্বক তাঁহাকে মনের এবংবিধ গতি ফিরাইতে হয় নাই, স্বতই তাঁহার চিত্তের এইরূপ ভাবান্তর হইয়াছে। ললিতমোহন এখন রূপান্তরিত মনুষ্য।

সরযূর স্বামী সহ মিলন ঘটাইবার চেষ্টায় ললিতমোহন নিরন্তর নানা লোকের সহিত মিশিতে ও কথা কহিতে লাগিলেন। হৃদয়ের অবসন্ন ভাব পরাভূত করিয়া তিনি স্কন্ধ-ন্যস্ত এই কর্ত্তব্য পালন করিবার নিমিত্ত একাগ্র চিত্তে যত্ন করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বৃত্ত মতিলাল সকল সন্ধানই করিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, এখানে সহজে তাহার মনোরথ সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই। সরযূ কে এবং কেন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাহাও মতিলাল জানিয়াছে। সরযূর স্বামী রজনীকান্ত মিত্রের সহিত তাহার বেশ পরিচয় ছিল; রজনী যে কুস্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত এবং যে কুলটার প্রতি আসক্ত হইয়া আপনার স্ত্রীর কথা একবার মনে করিতেও সুযোগ পাইত না, মতিলাল সেই স্থানে কখনও কখনও যাতায়াত করিত এবং সেই কুহকিনীর সহিত তাহার বিশেষ আলাপ ছিল। যখন মতিলাল বুঝিল যে, অর্থ দ্বারা বা কোনরূপ প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া এ হরিণীকে ধরা যাইবে না, তখন সে একটা ভয়ানক কৌশল

খাটাইতে মনস্থ করিল। সে স্থির করিল, রজনীকান্তকে খাড়া করিয়া সরযূবালাকে হস্তগত করিতে হইবে। স্বামীর সহিত বন্ধুত্ব থাকিলেও সে তাহার সতী পত্নীর সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিল না। চরিত্রহীন, অসংযমী বর্ব্বরেরা এইরূপেই সংসারে পাপের আগুণ জ্বালিয়া থাকে।

মতিলাল এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বুঝাইল যে, যাহার জন্য তিনি ব্যাকুল সেই রজনীকান্তকে সে অনায়াসে তাঁহার হাতে আনিয়া দিতে পারে। রজনীকান্ত সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সে ললিতমোহনকে জানাইল। এ পর্য্যন্ত ললিতমোহন বিবিধ চেষ্টায় রজনীর সম্বন্ধে যে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মতিলালের কথিত বৃত্তান্ত মিলিল। অনেক অজ্ঞাত সংবাদও মতিলাল জানাইল। তাহার সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক বলিয়া ললিতমোহন স্থির করিলেন।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন যাতায়াতের পর মতিলাল বুঝাইয়া দিল যে, একটা বিষয়ে ললিতমোহন বাবু অঙ্গীকার বদ্ধ হইলে, সে রজনীকান্তকে তাঁহার নিকট হাজির করিতে পারে। রজনী যদি কোন মতেই জানিতে না পারে যে, সরযূবালা তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহা হইলেই তাহাকে এস্থানে আনা যাইতে পারিবে। রজনী জানিত যে, তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে। তথাপি সে

কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ দূরে থাকুক, একবার তাহার সংবাদও এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। স্ত্রীর নামও সে ভুলিয়া গিয়াছে, সে পর-স্ত্রী লোলুপ, বেশ্যা-সক্ত। আপনার স্ত্রী জানিলে সে আসিতে চাহিবে না এবং কোনই ফল হইবে না।

মতিলাল বড়ই সুন্দর অভিনয় করিল; সে বুঝাইল তাহার এ বিষয়ে কোনই স্বার্থ নাই, কেবল সরযূবালার ন্যায় সতী নারীর দুঃখ নিবারণ এবং ললিত-মোহনের ন্যায় মহাত্মার মনস্তুষ্টি সাধন ব্যতীত তাহার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। সে স্বয়ং পাপী ও জঘন্য লোক, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তাহার বোধ আছে এবং কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই সে এই কার্য্য সাধনের ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে।

ললিতমোহন বুদ্ধিমান হইলেও মতিলালের সমস্ত বাক্যেই তাঁহার বিশ্বাস হইল। অনেকরূপ বিবেচনা করিয়াও তিনি এই ব্যাপারে কোনও অনিষ্টের কারণ দেখিতে পাইলেন না।

মতিলালকে বিদায় দিয়া ললিতমোহন বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, বোধহয় আর অতি অল্প কালের মধ্যেই কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন শেষ হইবে। তাহার পর কি করিতে হইবে? রাধিকার পীড়া। এতদিনেও তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ

করিয়া সুস্থ হইতে পারেন নাই কি? বোধ হয় না। তাঁহার কোন সংবাদ পাইবার উপায় নাই। আমি জীবনে সে দেবীর মূর্ত্তি, তাঁহার দয়া, তাঁহার সদ্বিবেচনা, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, কোন কথাই ভুলিতে পারিব না। না পারি ক্ষতি নাই। আমার ন্যায় নগণ্য, অধম ব্যক্তি যদি যন্ত্রণার পেষণে মরিয়া যায় তাহাতেও সংসারের কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই দেবী—সেই ধর্ম্মশীলা, পুণ্যময়ী কোমল প্রাণা দেবী—যে এ অবক্তব্য যাতনা সহিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। পাপে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে না; আমি জ্ঞানোদয় হইতে একাল পর্য্যন্ত হিতাহিত বিবেচনা রহিত ভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়াই আসিতেছি। বুঝিয়াছি, পাপে কেবল অতৃপ্তি—কেবল নিরানন্দ। ভগবন! এই কর, যেন এই পুণ্যময়ার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে ভ্রমেও কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় না হয়; যেন তাঁহাকে দেবী বলিয়া হৃদয়ের আসনে পূজা করিয়াই আমার পরিতৃপ্তি হয়; যেন প্রাণের প্রাণ হইতে তাঁহার চরণ উদ্দেশে ভক্তির কুসুম অর্পণ করিয়া, আমি সুস্থ থাকিতে পারি।

ললিতমোহন আবার ভাবিতে লাগিলেন, সুখ ভোগে নহে—ভালবাসায়। ভোগ অনেক হইয়াছে, ভালবাসা কখনও হয় নাই। ভালবাসার সুখ অন্তরে। (আমি অন্তরের মধ্যে সেই ভালবাসা পুষিয়া সুখী হইবার

প্রার্থনা করি। বিশ্বনাথ! আমাকে সে সুখ দাও, কৃপা করিয়া সে আনন্দ দাও, দয়া করিয়া সে তৃপ্তিতে ডুবাইয়া রাখ।

অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে ললিতমোহন গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন; কি মনোহর! কি প্রসন্নতা-পূর্ণ! ভাগীরথী বক্ষ বিদার করিয়া বিকট বংশীধ্বনি করিতে করিতে কতই ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, কতই নৌকা দাঁড় টানিতে টানিতে তরঙ্গের উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। তীরে অগণ্য প্রায় তরণী আরোহী অন্বেষণ করিতেছে। স্নানের ঘাট প্রায় জনশূন্য। ললিতমোহন এক ঘাটের সোপানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি যে স্থানে উপবেশন করিলেন, তাহার দক্ষিণে অদূরে নিমতলার শ্মশান। শ্মশান হইতে ধূম উড়িতেছে, গন্ধ আসিতেছে, হরি-ধ্বনি উঠিতেছে। ললিতমোহনের মনে হইল, যত ভালবাসা, যত আসক্তি, যত আকাঙ্ক্ষা, সকলেরই এই স্থানে শেষ। যতদিন এই শেষদশা উপস্থিত না হয়, ততদিন বুঝি প্রাণের আবেগ মিটিবার আর উপায় নাই। প্রাণকে গঠিত করিতে পারিলে, মনকে সংযত করিতে অভ্যাস করিলে, উপায় হয় নাকি? সে স্থান ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন।

সহসা ললিতমোহন দেখিতে পাইলেন, পিচ্ছল পথে

তীরে উঠিতে গিয়া ক্রোড়স্থ সন্তান-সহ এক যুবতী নারী কর্দ্দমে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অনেকে হাসিয়া উঠিল; কেহ কেহ বা 'আহা পড়িয়া গেলে!' কেহ কেহবা 'আহা লাগিয়াছে কি?' বলিয়া মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। ললিতমোহন বেগে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন।

নারী সন্তান ক্রোড়ে লইয়া, কোন প্রকারেই উঠিতে পারিতেছে না। শিশু কাঁদিয়া আকুল হইল। লজ্জায় ও অসুবিধায় নারী বিব্রত হইতেছে; ললিতমোহন নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার সন্তান মা! তুমি খোকাকে আমার কোলে দেও। সন্তানের হাত ধরিতে কোন দোষ নাই, তুমি আমার হাত ধরিয়া উঠ।"

নারী নিরুপায় অগত্যা তাহাকে ললিতমোহনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; তখন ললিতমোহন সেই কাদা মাখা ছেলেকে পরম সমাদরে কোলে গ্রহণ করিলেন এবং হাত ধরিয়া সেই ভূপতিতা নারীকে উঠাইলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কোথা যাইবে মা! তোমার সঙ্গে কে আছেন?"

নারী মস্তক নত করিয়া বলিল,—"আমি নৌকা হইতে নামিতেছিলাম, অহিরীটোলায় যাইব; সঙ্গে কেহ নাই।"

ললিত আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"একলা যাইতে পারিবে ?"

নারী বলিল,—"হাঁ ?"

তীরে উঠিলে ললিতমোহন শিশুকে নামাইয়া দিলেন, নারী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ললিতমোহন শূন্যমনে, পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বাসায় সম্প্রতি ললিতমোহন অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহা এক মহল। উপরে দুইটা ঘর, একটাতে বাবুর বৈঠকখানা, নীচে পাকাদি হয়। বাসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কুত্রাপি কোনও সাজ-সরঞ্জাম বা বিলাসিতার দ্রব্য নাই। বেলা চারিটার সময় সেই বৈঠকখানায় ললিতমোহন একটী সামান্য শয্যার উপর একাকী বসিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন, কেন দেখিলাম? কেন দেখা দিলাম? যে হৃদয় কখনও অশান্তি কাহাকে বলে জানিত না, তাহাতে কেন কালানল জ্বালিলাম? যে অন্তঃকরণ কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই, সে কেন আজি একমাত্র চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন করিল? ভালবাসায় যে সুখ, তাহা এখন বুঝিয়াছি। এই তীব্র যাতনার মধ্যে—এই অকুল চিন্তার মধ্যে—বড় আনন্দ এই ভালবাসা। সেই দেবীকে আমি ভাল বাসিয়াছি; কেন ভাল বাসিয়াছি জানি না, তাঁহাকে ভাল করিয়া কখনও দেখি নাই, তাঁহার সহিত কখনও কথা কহি নাই, জীবনে আর দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। আলাপ

পরিচয়ের কোন আশা নাই, তথাপি ভাল বাসিয়াছি। তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া, তাঁহার সদ্বিবেচনার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মায়া দয়া, দেখিয়া, তাঁহার সতীত্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া, আমি তাঁহাকে হৃদয়ের দেবী করিয়াছি। মনে মনে তাঁহার চিরদাসত্বে বদ্ধ হইয়াছি। যন্ত্রণা হাসিতে হাসিতে সহিব, দারুণ তুষানলে নিয়ত নীরবে পুড়িব, অবক্তব্য ক্লেশে ধীরে ধীরে মরিব, তথাপি প্রাণের কথা, জগতে কাহাকেও জানাইব না; তিনি সতী, তিনি বিধবা, তিনি ধর্ম্মশীলা! মনের মন্দিরে সেই প্রতিমা, আমার সেই কল্পনার দেবী মূর্ত্তি, প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিরন্তর প্রাণ ভরিয়া পূজা করিব।

টহল সিং আসিয়া নিবেদন করিল,—"যেখানে বৈকালে যাইবার কথা ছিল এখন সেখানে যাওয়া হইবে কি ?"

ললিতমোহন বলিলেন—"না। আর একটু পরে মার কাছে যাইতে হইবে"।

টহল সিং চলিয়া গেল। ললিতমোহন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এই নরাধমকে ভাল বাসিয়াছেন। কি আনন্দ! কিন্তু এই ভালবাসায় তাঁহার দেহ মন অবসন্ন হইয়াছে। কেন তিনি এ দুরাশা সাগরে ঝাঁপ দিলেন ? যাহাতে তাঁহার অধিকার নাই, যাহা মনে ভাবিলেও তাঁহার অধঃপতন হয়, সে পাপে তিনি কেন মজিলেন।

আমি তাঁহার ভালবাসা চাহি নাই, আমি স্বয়ং লুকাইয়া তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি, আর সে জন্য অশেষ দুঃখের অসীম সুখ ভোগ করিতেছি। ভগবন্! দয়া করিয়া সেই দেবীর হৃদয়ে শান্তি দাও। তাঁহাকে এই অযোগ্য অপাত্রের প্রতি ভালবাসা ভুলাইয়া দাও। আমি দূরে আসিয়াছি, যে নগরে তিনি বাস করেন, যেখানকার বায়ুতে তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস মিশে, যেখানে আমার পাপ চরিত্রের অনেক কথা সতত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, সে স্থান হইতে আমি সুদূর প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি পীড়িতা; এই অবক্তব্য প্রেমের জন্য তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি হইবে? নারায়ণ! সেই যন্ত্রণা পীড়িত বালিকাকে এই অসম্ভব আশায় কেন মাতাইলে? সেই কোমলপ্রাণা, হয়তো এই কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইবে। তিনি হয়তো অবশেষে জীবনান্ত ঘটাইবেন। তাহা হইলে কি ভয়ানক চিন্তা! তাহা হইলে সংসারে থাকিবে কি? করুণা দূরে চলিয়া যাইবে—মমতা চিরবিদায় গ্রহণ করিবে—দয়া প্রস্থান করিবে—মায়া অদৃশ্য হইবে—কোমলতা চলিয়া যাইবে, তবে এ সংসারে থাকিবে কি? বসুন্ধরা মরুভূমি হইবে! এরূপ দুর্দ্দিন যেন না ঘটে।

সেই শয্যায় তিনি অনেকক্ষণ অধোমুখে শয়ন করিয়া

রহিলেন ; এইরূপ সময়ে এক প্রৌঢ়া নারী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনুচ্চস্বরে ডাকিল—বাবা !

ললিতমোহন হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা ! নূতন খবর কি ?"

এই লক্ষ্মীর মা কাশী হইতে সঙ্গে আসিয়াছে। ইহার স্বভাব চরিত্র যেমন সুনির্ম্মল, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সেইরূপ প্রশংসনীয়।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আমি আর কি নূতন খবর দিব ? সরযূদিদি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি কি করিলেন ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এক রকম আয়োজন করিয়াছি ; এখন বাকী কাজ কেবল তোমারই বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কল্যই হয়তো রজনীকান্ত আসিতে পারেন। মাকে তিনি দেখিতে পান, মা ও তাঁহাকে দেখিতে পান, এমন আয়োজন করিয়া দিতে হইবে। সরযূকে আপনার স্ত্রী জানিয়া রজনী আসিতেছেন না। কোন কথা-বার্ত্তার প্রয়োজন নাই ; তুমি বুদ্ধিমতী, অধিক কথা আমি কি বলিব, তুমি বুঝিয়া কাজ করিবে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল, -"উত্তম ব্যবস্থা। যদি বুঝি কুফল ফলিয়াছে, তাহা হইলে আমি কিন্তু জামাই বাবুকে অনেক কষ্ট দিব।"

লক্ষ্মীর মা প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ললিতমোহন বাস-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সরযূবালার অধিকৃত ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। পূরণ দোবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

ললিতমোহন প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,— "দোবে ঠাকুর! তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি। যদি লক্ষ্মীর মা কোন অন্যায় কার্য্য করে, কোন অপরিচিত লোককে বাড়ী আসিতে অনুমতি দেয়, তাহাতে তুমি বাধা দিও না।"

পূরণ বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

ললিতমোহন আবার বলিলেন,—"আবশ্যক হইলে, সকল কথাই তুমি আমাকে জানাইও কিন্তু লক্ষ্মীর মার সহিত কোন কার্য্যের জন্য প্রতিবাদ করিও না।"

পূরণ আবার বলিল, -"যে আজ্ঞা।"

ললিতমোহন ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নীচে হইতে চীৎকার করিলেন, মা কোথায় লক্ষ্মীর মা কইগো?

কথা সমাপ্তি হইতে না হইতে সরযূ বেগে সিঁড়ির

নিকট আসিলেন এবং অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা উপরে আসুন।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"একবার আপনাকে আসিতেই হইবে, দিদির অনেক কথা আছে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কথা থাকুক বা না থাকুক, আমি তোমার দিদিকে দেখিতে আসিয়াছি, না দেখিয়া যাইব কেন?"

তিনি উপরে উঠিলেন। সরযূ প্রাণের ভক্তি মিশাইয়া, ললিতমোহনের চরণে প্রণাম করিলেন। সেই সরযূ—যিনি একদিন উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন; সেই সরযূ—যিনি একদিন, প্রাণের দায়ে রাজপথে, লোকের কৃপায় ভিখারিণী হইয়াছিলেন; সেই সরযূ—যিনি একদিন শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন; সেই সরযূ—যাঁহার মস্তকে তৈল ছিল না, দেহে লাবণ্য ছিল না, হৃদয়ে সুখ ছিল না, সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোনও সামগ্রী ছিল না, সেই বিষাদ মূর্ত্তি সরযূ, আজি আনন্দময়ী প্রসন্নাননা। তাঁহার পরিধান বস্ত্র সুনির্ম্মল ও মূল্যবান। দেহের স্থানে স্থানে স্বর্ণালঙ্কার। স্বভাব সুন্দর অতুলনীয় রূপরাশি ভস্ম বিনির্ম্মুক্ত বহ্নির ন্যায় আনন্দোদ্ভাসিত। সেবিকারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে; ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ সামগ্রী, তাঁহার পরিতৃপ্তি করিতেছে। কাহার কৃপায়, সেই পিতৃমাতৃহীনা

বিপন্না বালার, এই আশাতীত সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে? সরযূ জানেন, দয়ার অবতার ললিতমোহনের অনুগ্রহে ভাগ্যের এই শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, রাধিকাসুন্দরী সরযূর সুখ শান্তির সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন, কিন্তু ললিতমোহন সদয় না হইলে, সেই দেবীর অনুগ্রহ লাভ ঘটিত না। ললিতমোহন জানেন, রাধিকাসুন্দরীর দয়ায় সরযূবালা সুখের আশ্রয় পাইয়াছেন, সকল অভাব ঘুচিয়াছে। আর ললিতমোহন জানেন, সরযূবালার সান্নিধ্যে আগমন করায়, রাধিকাসুন্দরীরূপ দেবীর, তিনি পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; মোহাবেশময় নন্দনদ্বার তাঁহার সমক্ষে খুলিয়া গিয়াছে, উন্মার্গগামী জীবন প্রবাহ আপনার পথ চিনিয়া লইয়াছে। পাপের পঙ্কিল তড়াগ হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন। সরযূ ললিতমোহনের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ, ললিতমোহন মনে মনে বোধ হয় সরযূর নিকট তদপেক্ষা কৃতজ্ঞ।

বিষাদের সজীবমূর্ত্তি স্বরূপ, গাম্ভীর্য্যের জীবন্ত প্রতিকৃতি স্বরূপ, ধীর, অল্পভাষী, ললিতমোহন বলিলেন, "মা, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক। আমার জীবনে কখনও কোনও চিন্তা ছিল না, আমি নিজের হিতাহিত কখনও ভাবি নাই, আমার কোনও বন্ধন নাই, তোমার সুখ-শান্তি দেখিলে, স্বামী পদে তুমি স্থান পাইলে, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

ললিতমোহন জানিতেন, যে প্রবল অনল তাঁহার অন্তরকে নিয়ত ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতেছে, তাহার কথা এজগতে আর কেহ জানে না। ললিতমোহন বুঝিতেন, যে আনন্দময় যাতনা তাঁহার হৃদয় মনকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত তিনি ভিন্ন আর কেহ বুঝে না। কি ভ্রান্তি! ললিতমোহন! তুমি পুরুষ, অপর কোনও ব্যক্তির হৃদয়ের এক ভাব প্রণিধান করিতে তুমি পারিবে না। তোমার পুরুষ বন্ধুরা তোমার এই সুখের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট হৃদয়ের ও আবেগ প্রচ্ছন্ন করিতে তোমার কখনই সাধ্য নাই। তোমার এই হৃদয়ের গতির প্রত্যেক কথা সরযূ বুঝিয়াছেন; আর বুঝিয়াছেন, কাশীতে রাধিকার মাতৃকল্প সেই প্রৌঢ়া গিন্নি মা। এই দুই জনের ব্যবস্থায়, তুমি রাধিকাসুন্দরীর নিকট হইতে দূরে আসিয়াছ, এই দুইজন, তোমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও গতি লক্ষ্য করিতেছেন।

ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর বাক্যের ভঙ্গি ও কথার ভাব আলোচনা করিয়া সরযূর মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দূরে আসিয়াও তাঁহার বাবা অন্তরকে একটুও প্রকৃতিস্থ করিতে পারেন নাই, বরং যন্ত্রণার ভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, যাতনার তীব্রতা অতিশয় বাড়িতেছে, এবং ক্রমে অসহনীয়

হইয়া উঠিতেছে। মনে বড়ই কষ্ট হইল। অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশীর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি বাবা?"

ললিতমোহনের প্রাণ চমকিয়া উঠিল। মনে হইল, আবার সে কথা কেন? যে কথা ভুলিতে অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছি সে কথা উল্লেখে প্রয়োজন কি? ভুল, বিষম ভুল! যাহা আপনি ভুলিতে পার না ললিতমোহন! চেষ্টা করিয়া তাহা কি কখনও ভুলিতে পারিবে? যত চেষ্টা করিবে ততই এই চেষ্টা, তোমাকে অধিকতর বেষ্টন করিবে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত এ অসাধ্য সাধনে তুমি কখনই কৃতকার্য্য হইবে না।

যথাসাধ্য যত্নে মনকে স্থির করিয়া ললিতমোহন উত্তর দিলেন, "না।"

সরযূবালা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "দেওয়ানজীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলেন কি বাবা?"

ললিতমোহনের উত্তর,—"না।"

সরযূ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"সেখান হইতে আর কাহারও পত্র পান নাই কি?"

"না।"

"আমাদিগের দুই চারি দিনের মধ্যে কাশীতে ফিরিবার সম্ভাবনা আছে কি।"

"আমি চারিদিন পূর্ব্বে দিদি ঠাকুরাণীর পত্র পাইয়াছি। মা বড় অসুস্থ।"

ললিতমোহন বলিলেন, "বটে!"

সরযূ বলিলেন,—"আর কোনও সংবাদ এ চারিদিন পাই নাই, আপনি একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দেননা কেন বাবা।"

রাধিকার অসুস্থতার সংবাদ ললিতমোহনের অবিদিত নাই, সেই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অহর্নিশ জ্বালাইতেছে। এই অসুস্থতা যে বৃদ্ধি পাইয়া অচিরে সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। এরূপ আশঙ্কার স্থলে, সংবাদ না লইয়া থাকা অসম্ভব। বলিলেন,— "আচ্ছা।"

এই সময়ে লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত হইল, বলিল,— "বাবা আপনার রাত্রির খাবার আজি এবাটী হইতে যাইবে।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ, আমি তবে এখন আসি, তুমি ব্যাকুল হইয়াছ জানাইয়া, তোমার নামে টেলিগ্রাফ করিব।"

ধীরে ধীরে ললিতমোহন প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে সরযূবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হে বিশ্বনাথ! কেন তুমি এ দেব-দেবীর হৃদয়ে এ আগুন জ্বালিলে? যে পাপে এ পুণ্যাত্মাদের কেহই

পদার্পণ করিবেন না, কেন তাঁহাদিগের মনে সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া এ সর্ব্বনাশ ঘটাইলে? কেন ভগবান, সুখের রাজ্যে দারুণ হলাহল ছড়াইলে?" আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সরযূ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবার কালীঘাট। সরযূ প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া, ললিতমোহন প্রাতে কালীঘাটে আসিয়াছেন। কেবল পূরণ দোবে বাটীতে আছে। কালীঘাটে যেরূপ বাসা পাওয়া যায়, সেরূপ বাসা ভাড়া করা হইয়াছে। সকলের স্নান ও দেবীদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে, পাচিকা পাক আরম্ভ করিয়াছে, ঝি তাহার যোগাড় করিয়া দিতেছে; সরযূ ও লক্ষ্মীর মা এক কক্ষে বসিয়া আছেন; বাটীতে অন্য লোকের প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত টহল সিং দ্বার সমীপে উপবিষ্ট, আর বাহিরের এক দাবায় চিন্তাকুল ললিত-মোহন একাকী আসীন।

সদ্যস্নাতা মুক্তকেশী সরযূর স্বভাবসুন্দর রূপরাশি যেন ক্রমেই অধিকতর ফুটিয়া উঠিতেছে; মনের আশা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ললিতমোহন, তাহার স্বামী-সম্মিলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরের জন্য সততই প্রাণ দিতে প্রস্তুত, পরোপকারের নিমিত্ত তিনি অসাধ্য সাধনে তৎপর। সরযূর সেই বাবা যখন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। আনন্দ দেহের উপর বড়ই আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চার

করে। আনন্দে সরযূর হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বাবয়ব যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ললিতমোহন আরও ভরসা দিয়াছেন যে, মা কালীর কৃপায় অতি সত্ত্বরই কামনা সিদ্ধ হইবে। সেইজন্যই তো লক্ষ্মীর মার পরামর্শে, ললিতমোহনের উদ্যোগে, সরযূ মা কালীর চরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন, তাহার নিকট রোদন করিতে আসিয়াছেন।

লক্ষ্মীর মা সরযূকে বলিল,—"দিদি! আমি শুনিয়াছি, জামাইবাবু আজ কালীঘাটে আসিয়াছেন।"

সরযূর প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইল। স্বামী এত নিকটে! যাঁহাকে বারেক দূর হইতে দেখিতে পাইলে, তিনি অপরিসীম সৌভাগ্য জ্ঞান করেন, সেই স্বামী এত নিকটে আছেন; কিন্তু হায়! যাঁহার চরণসেবায় সরযূর নিত্য অধিকার, তাহাকে একবার দূর হইতে দর্শন করিতেও তাঁহার ক্ষমতা নাই। সরযূ অধোমুখ।

লক্ষ্মীর মা আবার বলিল,—"তাঁহাকে যদি দূর হইতে তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি?"

সরযূ বলিলেন,—"চিনিতে পারিব না? নিয়ত তাঁহার মূর্ত্তি আমার প্রাণের মধ্যে জাগিতেছে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিব না? তিনি আমাকে কখনও দেখেন নাই; তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেও আমাকে চিনিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি বিবাহের পর যে তিন দিন

শ্বশুরবাড়ী ছিলাম, সে তিন দিন বার বার তাহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার চুল দেখিলে চিনিতে পারি, নাক দেখিলে চিনিতে পারি, পা দেখিলে চিনিতে পারি। তাঁহার এক একটা অঙ্গ দেখিলে আমার চিনিতে ভুল হয় না। কিন্তু দিদি! এ বৃথা আশ্বাস তুমি কেন দিতেছ? এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবার কি উপায় হইতে পারে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"উপায় যদি করিতে পারি, চেষ্টা করিব কি?"

সরযূ আবার বলিলেন,—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ লক্ষ্মীর মা! যদি অনেক চেষ্টা করিয়াও একবার মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেও আমার জন্ম সফল হইবে। যদি একবার দূর হইতে দেখিতে পাওয়ার পরেই আমাকে মরিতে হয়, আমি তাহাতেও প্রস্তুত। দেখা দূরে যাউক দিদি! যদি তাঁহার পায়ের, যদি তাঁহার জুতার, দুইটা ধূলা আনিয়া আমাকে দিতে পার, আমি তাহাও মাথায় ধরিয়া নারীজন্ম সার্থক করি।"

লক্ষ্মীর মা নীরব। তাহার চক্ষুতে জল আসিল। বলিল,—"বলিতে পারি না, কত জন্মের পুণ্যে পুরুষের ভাগ্যে এরূপ স্ত্রী ঘটে। এমন রত্ন পাইয়াও যে হেলায় হারাইল, তাহার ন্যায় অভাগা আর কে আছে।"

সরযূ বলিলেন,—"ছিছি, এমন কথা বলিও না দিদি! আমি জন্ম জন্মান্তরে অশেষ পাপ করিয়াছি, সেজন্যই স্বামার চরণে স্থান পাই নাই। তিনি দেবতা, যে দেবসেবা করিতে পায়, তাহারই সৌভাগ্য; আমার দুর্ভাগ্য, আমি দেবসেবার অধিকারিণী নহি। তুমি বলিতেছ দিদি, তিনি এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু তোমরা তাহা জানিলে কিরূপে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বাবা সকল পরিচয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় এপর্য্যন্ত অনেক সন্ধান করিয়াছেন। বিশেষরূপে না জানিয়াই কি তিনি একথা বলিতেছেন?"

সরযূ বলিলেন,—"বাবা যখন সন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, তখন সকলই ঠিক হইয়াছে।"

তখন লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আমাদের এ বাসা আমরাই ভাড়া করিয়াছি, কিন্তু পাশের এ বাড়ী অনেক লোক ভাড়া করিয়াছে; এই পাশের বাটীতেই জামাইবাবু আছেন।"

উভয় বাসাই এক বাড়ীওয়ালার। ঘরের দেওয়াল নাই, বেড়া দেওয়া। সরযূ বুঝিলেন, এই বেড়ার বিপরীত দিকে তাঁহার আরাধ্য দেবতা অবস্থিতি করিতেছেন। ইচ্ছা হইল, এই সামান্য প্রতিবন্ধক দূর করিয়া তিনি দেবচরণে প্রণাম করিতে ধাবিত হইবেন, কিন্তু অসম্ভব।

লক্ষ্মীর মা আবার জিজ্ঞাসিল,—"তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে উৎসাহে মত্ত হইবেনা তো? জামাইবাবু তোমাকে চিনিতে পারেন বা বুঝিতে পারেন এমন কোন কাজ করিবে না তো?"

সরযূ বলিলেন,—"না দিদি! যদি তোমাদের দয়ায় একবার দেখিতে পাওয়ার ভাগ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চল হইয়া মাটীর পুতুলের মত চক্ষুর পাতা না ফেলিয়া, তাঁহাকে দেখিয়া লইব। আর কিছুই আমি করিব না। যদি দেখিতেই পাই, আর তাহার পর যদি তিনি আমাকে দাসী বলিয়াই চিনিতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"সে অনেক কথা। মোটামুটি বলিতেছি যে, তিনি চিনিতে পারিলে, আমাদিগের ষড়যন্ত্র মাটি হইবে। তিনি অপরিচিতা স্ত্রী মনে করিয়া তোমাকে দেখেন, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

সরযূ বলিলেন,—"তাহাই হইবে লক্ষ্মীর মা। আমি সত্যই অপরিচিতা। অপরিচিতারূপেই স্থির হইয়া থাকিব। কিন্তু সত্যই কি তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে লক্ষ্মীর মা?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"পারিব, চিন্তা করিও না, কোন ভয় নাই। এই বাসার বেড়ায় যে জানালা দেখিতেছ, তুমি ঐ দিকে চাহিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা দেখিতে

চাহ, তাহাই দেখিতে পাইবে। আমি একটু চলিয়া যাইতেছি, শীঘ্র ফিরিব।”

লক্ষ্মীর মা প্রস্থান করিল। সরযূ একাগ্রচিত্তে, অতিশয় আগ্রহের সহিত সেই বাতায়ন অভিমুখে নয়ন স্থির করিয়া রাখিলেন; সেইদিক হইতে, নারীকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতধ্বনি, পুরুষের কলরব প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ সরযূর কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিল।

সহসা সরযূ দেখিলেন, সেই বাতায়নের অপর পার্শ্বে এক যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাহার দেহের নিম্নভাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

আশা সফল হইল। সম্মুখের ঐ প্রসন্নকায় পুরুষই সরযূবালার স্বামী, সরযূবালার হৃদয়ের আরাধ্য। যুবার বর্ণ গৌর, মস্তকের কেশরাশি সযত্নে দ্বিধা বিভক্ত, ললাট প্রশস্ত, নয়ন উজ্জ্বল, কিন্তু নয়নতল কালিমাযুক্ত। যে মূর্ত্তি তিন দিন বার বার দর্শন করায়, সরযূর হৃদয়ে পাষাণাঙ্কিত প্রতিমার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মূর্ত্তি সশরীরে সরযূর নয়নসমক্ষে দণ্ডায়মান। সন্দেহ নাই, ভ্রান্তি নাই।

সরযূর চক্ষুতে পলক নাই, নাসাতেও বুঝি বা নিশ্বাস নাই, নয়নে জল নাই, অধরোষ্ঠে হাসি নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া নাই, আছে কেবল হৃদয়ের অতিদ্রুতগতি।

রজনীকান্ত দূর হইতে এই শোভাময়ী সুন্দরীকে দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। রূপের প্রবল মদিরা তাঁহাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যে সকল ঘৃণিত ভোগে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কুত্রাপি এরূপ অতুলনীয় শোভার সমাবেশ দেখিতে পান নাই। সতীর দেহে যে অতভুত সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়, কোন বিলাসিনার বেশভূষার অশেষ পারিপাট্যেও তাহা হইতে পারে না। সেই রূপোন্মত্ত পশু এই সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে রূপেরই দাস, ভোগকে সে প্রেম বলিয়া জানে এবং লালসা জনিত মত্ততাই তাহার বিবেচনায় ভালবাসার সার।

অভাগা রজনীকান্ত! যে সুন্দরীকে দেখিয়া তুমি আত্মহারা হইয়াছ, সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও যে সুন্দরীকে হস্তগত করিতে তুমি এখন পশ্চাৎপদ নও, জান কি নরাধম! সে তোমার কে? তোমার মতিচ্ছন্ন না হইলে, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত না করিলে, এই সুন্দরীর সঙ্গসুখে, পরম আনন্দে হাসিতে হাসিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এবং ঐ সতী-লক্ষ্মী তোমার চরণসেবা করিতে করিতে অপার আনন্দভোগ করিতেন।

লক্ষ্মীর মা ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতায়ন হইতে রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরিয়া গেল। স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। নন্দনের আলোক নিবিয়া গেল। সরযূর

নয়নে বসুন্ধরা তমসাচ্ছন্ন হইল সরযূ তখন সংজ্ঞাহীনা কাষ্ঠপুত্তলিবৎ।

লক্ষ্মার মা ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

কোন উত্তর নাই। তখন লক্ষ্মার মা সভয়ে সরযূর গায়ে হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল, "দিদি! দিদি! কি দেখিতেছ? জানালায় ত কেহ নাই।"

তখন সরযূর সংজ্ঞা হইল, তিনি বলিলেন,—"লক্ষ্মার মা, আর আমার দুঃখ নাই, আমার জীবন জন্ম সার্থক হইয়াছে; এখনই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও আমি দুঃখিত নই।"

তখন সরযূ সেই ভূমিতলে শুইয়া পড়িলেন, এবং বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একজন প্রতিভাশালী বরণীয় কবি বলিয়াছেন যে,রূপজ মোহের আকর্ষণ অতি প্রবল : এ কথায় কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, নূতনত্বের প্রতি মনুষ্যের আসক্তি অতিশয় বলবতী। যাহারা চিত্তকে সংযত করিতে অভ্যাস করে নাই, যাহারা যৌবনের অবারিত ভোগকেই জীবনের একমাত্র আনন্দ বলিয়া বুঝিয়াছে এবং যাহারা নিরন্তর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল, তাহারা নূতনত্বেরই পক্ষপাতী। যে পদার্থ একবার ভোগ করা হইয়াছে, যে পদার্থের নূতনত্ব অপচিত হইয়াছে, তাহারা তৎসম্বন্ধে আকৃষ্ট চিত্ত হয় না। এই নূতনত্বের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন পাষণ্ডেরা নিত্য নব নব ভোগের পদার্থ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত। এ জন্য স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রতি দুর্বৃত্তগণের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল। এজন্য পরমা সুন্দরী স্বকীয়াকে উপেক্ষা করিয়া, ভোগাসক্ত ব্যক্তিরা অতি কুৎসিতা পরকীয়া লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। এই নূতনত্বের প্রতি অনুরাগ সংসারে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে,

এবং বোধ হয়, মানব জাতির অবসান কাল পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তি ঘোর অনর্থ উৎপাদন করিতে থাকিবে।

রজনীকান্ত চিরদিন অব্যাঘাতে কুসুম হইতে কুসুমে বিচরণ করিয়া আসিতেছে। ভোগের তৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনই হয় নাই। হৃদয়ের অনুরাগ মিশাইয়া, প্রাণের ভালবাসা মাখাইয়া, সে কখনও ভোগ করিতে শিখে নাই। এইরূপ অনিয়মিত ভোগীরাই, নূতনান্তর জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। সরযূবালাকে সে আপনার পত্নী বলিয়া জানিত না। এই সৌন্দর্য্যময়ী পূর্ণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া সে কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইল, এবং ভোগ বাসনা নিবৃত্তির এই নূতন পদার্থ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সে হিতাহিত বোধ রহিত হইয়া পড়িল।

দুরাচার মতিলালকে রজনীকান্ত পরম হিতৈষী মিত্র বলিয়া স্থির করিল; কারণ তাহারই উদ্যোগে, এই নবীনা সুন্দরী রজনীকান্তের নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছে। সে মতিলালের মুখে শুনিয়াছে, এই সুন্দরী নূতনেরও নূতন। যৌবনোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই সুন্দরীর স্বামী নিরুদ্দেশ। আকাঙ্ক্ষার মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে।

মতিলাল পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল, রজনীকান্ত তাহার সহিত অনেক পরামর্শ করিল; যদি সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াও এই সুন্দরীকে হস্তগত করিতে পারা যায়, রজনী তাহাতেও কৃতসংকল্প হইল। স্থির হইল, মতিলাল

সুযোগ করিয়া দিবে এবং রজনী সুন্দরীকে লইয়া পলায়ন করিবে। তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। সেজন্য এক্ষণে চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

মতিলাল বুঝিল, কোন প্রকারে সরযূবালাকে সরাইয়া দূরে আনিতে পারিলেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যে কুলটার সহিত রজনীর সম্প্রতি সম্বন্ধ, সে রাক্ষসী বিশেষ। যথাকালে তাহাকে সকল কথা জানাইলে, সে রজনীর গলায় কাপড় দিয়া শতমুখী প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তখন গৃহবহিষ্কৃতা সরযূর সতীত্বের গৌরব থাকিবে না, কোন আত্মীয় স্বজন থাকিবে না। তখন মতিলালের আশ্রয় ব্যতীত সরযূর আর গতি থাকিবে না। বলে হউক, ছলে হউক, মতিলাল তাহাকে হস্তগত করিবেই করিবে।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া নরাধম মতিলাল তৎক্ষণাৎ ললিতমোহনের নিকটস্থ হইল। সরযূবালা স্বামীকে দেখিতে পাইয়াছেন, এবং রজনীও অপরিচিত নারী বোধে আপনার স্ত্রীকে দেখিয়াছেন। সরযূর এই সামান্য সৌভাগ্য উদয়েই আনন্দের সীমা নাই। ললিতমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং এই যোগাযোগের নিমিত্ত মতিলালের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যখন মতিলাল নিকটস্থ হইল, তখন ললিতমোহন এক দীন ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি শীর্ণ

রোগকাতর এবং নিতান্ত দরিদ্র। তিনি ললিতমোহনকে বলিতেছিলেন,—"আমি ভিক্ষার জন্য আজ চারিদিন হইতে কালীঘাটে যাওয়া আসা করিতেছি। ভিক্ষা করিতে জানি না, বিশেষ রোগে কাতর, দৌড়াদৌড়ি করিয়া লোকের কাছে যাইতে পারি না, কাজেই শ্রম হইতেছে, ফল কিছু হইতেছে না। পরিবার অনেক, জীবনধারণের কোন উপায় নাই। আপনার ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছি আপনি মহাশয়। আপনাকে এই স্থানে একা পাইয়া দুঃখের কথা জানাইলাম।"

ব্রাহ্মণের কথা ললিতমোহনের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি আদরের সহিত সেই ভিক্ষুককে আপনার আসনে বসাইলেন। বলিলেন—"আপনি এবেলা আমাদের এখানেই আহার করুন, আহারান্তে আমা দ্বারা আপনি যে যৎসামান্য সাহায্য পাইবেন, তাহা লইয়া যাইবেন।"

ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া যখন ললিতমোহন তাঁহার সাংসারিক অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন, সেই সময় ভল্লুকোপম মতিলাল তাঁহার নয়নে পড়িল। অতি সমাদরে তিনি তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। মতিলাল অঙ্গুলি সঙ্কেতে ললিতমোহনকে উঠিয়া আসিতে বলিল।

ললিতমোহন উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনি

যাহা বলিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি পরোপকারী, যথার্থ ভদ্রলোক; আপনার কথায় আমাদিগের কোনই অবিশ্বাস নাই। মিলনের সম্বন্ধে আপনি আর কি পরামর্শ স্থির করিয়াছেন বলুন।"

মতিলাল বলিল,—"সকলই ঠিক করিয়াছি। কল্যই বোধ হয় রজনীকে, তাহার স্ত্রীর বাসায় পাঠাইয়া দিতে পারিব; কিন্তু সে যদি স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মনের ভাব বদলাইয়া যাইবে। আমি একাল পর্য্যন্ত অনেকবার তাহার সহিত স্ত্রীর কথা কহিয়াছি, সে স্ত্রীর নাম শুনিলে চটিয়া উঠে; আর স্ত্রীর খোঁজ খবর লইতে বা তাহার সহিত দেখা করিতে সে নিতান্ত নারাজ; অতএব আপনি এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এরূপ অনেক পুরুষের সংবাদ জানি, তাহারা আপনার স্ত্রীর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া, কুকাজে মাতিয়া থাকে; কিন্তু ইহাও জানি, যদি কখনও ঘটনাক্রমে স্ত্রীর সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে সেরূপ লোকও অনেক সময়ে, ফিরিয়া যায়। সাক্ষাতের সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিতেছেন বলুন।"

মতিলাল বলিল,—"পাঠাইয়া দিব, আপনারা তাহাকে হাতে রাখিয়া কাজ করিবেন। দেখাসাক্ষাৎ বোধ হয়

বাটীতে হইবে না। সে তাহাতে সম্মত হইবে না, বোধ হয় ভয়ও পাইবে। স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চাহিবে, সে বিষয়ে আপনার কি মত ?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু সে যদি, মাতাল ইয়ারদের মধ্যে বা মন্দস্থানে লইয়া যায়, তাহাতে আমি মত দিতে পারিব না।"

মতিলাল বলিল,—"ঠিক কথা। এ বিষয়ে রীতিমত সাবধান হইয়া আপনি কাজ করিবেন আমি এখন আসি, যদি কোন নূতন ব্যবস্থা হয় তাহা আমি আপনাকে জানাইব। আপনারা বোধ হয়, এখনই আহিরীটোলায় ফিরিবেন।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বোধ হয়, আরও ঘণ্টাদুই দেরী হইবে। আপনার পরোপকার চেষ্টায় আমি অতিশয় সুখী হইয়াছি; ভগবান নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন। কালই অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংবাদ দিবেন।"

মতিলাল প্রণাম করিয়া বলিল,—"নিশ্চয়।"

সে প্রস্থান করিল, তাহারই ব্যস্ততা বোধ হয় বেশী। কোন প্রকারে রজনীকান্তের দ্বারা সরযূবালাকে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারিলেই সে যে, রজনীকান্তকে তাড়াইতে পারিবে এবং রজনীকে দূর করিতে পারিলেই সরযূ তাহারই হইবে তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

অতিথি ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন, বাসার সকলেরও আহারাদি শেষ হইল। তখন ললিত-মোহন সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া বাজারে আসিলেন এবং তাহাকে একমন চাউল, চারিখানি বস্ত্র, নগদ দুইটি টাকা এবং মুটিয়া ভাড়ার জন্য কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে ললিতমোহনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, সে কথা শুনিবার নিমিত্ত কোন অপেক্ষা না করিয়া ললিতমোহন অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ললিতমোহনের অনুপস্থিতি কালে লক্ষ্মীর মাকে একবার বাহিরে আসিতে হইল। এক ভিখারিণী অনেক ক্ষণ হইতে, চারিটী পাত্রাবশিষ্ট অন্নের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আহারের পর অনেক গুলি ভাত বাঁচিয়া গেল, সেই গুলি তাহাকে দিবার নিমিত্ত লক্ষ্মীর মা বাহিরে আসিল। যেখানে ভিখারিণী দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ পথ। লক্ষ্মীর মা আসিয়া দেখিল, সেই সঙ্কীর্ণ পথে এক যুবা পাদচারণা করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা সবিস্ময়ে চিনিল, সেই যুবা রজনীকান্ত মিত্র। বাতায়নে অলক্ষ্যে লক্ষ্মীর মা তাহাকে দেখিয়াছিল, আজ দেখার পূর্ব্বেও দূর হইতে ললিতবাবুর পরামর্শ ক্রমে সে তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ্মীর মা মুখ খুব গম্ভীর করিল এবং রজনীবাবুর দিকে দৃক্‌পাত না

করিয়া ভিখারিণীর নিকট ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল,—“দাঁড়াও তুমি, আবার ডাল তরকারী আনিতেছি!”

রজনীকান্ত নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“এই বাড়ীতে ললিতবাবু নামে একটী ভদ্রলোক আছেন কি গা?”

লক্ষ্মীর মা মুখ তুলিল না। সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বলিল,—“হাঁ।”

সে আর কোন কথা না বলিয়া বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তরালে আসিয়া সে আপনমনে হাসিয়া ফেলিল, তাহাকে হাসিতে দেখিয়া সরযূ জিজ্ঞাসিলেন,—“হাসিতেছ কেন দিদি!”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“ইঁদুর খাঁচায় ঢুকিবার পথ খুঁজিতেছে।”

যে বাতায়ন দিয়া রজনীকান্তের মূর্ত্তি সরযূর নয়নে পড়িয়াছিল, তাহার এদিকে একটা বাঁশের আলনা খাটান ছিল। লক্ষ্মীর মা তাহার উপর দুইখানি ভিজা কাপড় ছড়াইয়া দিয়া দেখার পথ বন্ধ করিয়াছিল। সরযূকে সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে বারণ করিয়া আসিল। ডাল তরকারী লইয়া, লক্ষ্মীর মা আবার বাহিরে আসিল। দেখিল তখনও রজনীকান্ত সেই স্থানেই পরিক্রমণ করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা পূর্ব্ববৎ মুখ ভার করিল, এবং সেদিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিল।

রজনীকান্ত আবার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"চলিয়া যাইতেছ কেন? দাঁড়াওনা। মানুষের সহিত কথা কহিলে, মানুষের গা পচিয়া যায় না।"

লক্ষ্মীর মা দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। রজনীকান্ত বলিলেন,—"তোমার সহিত দুইটা দরকারী কথা আছে। দয়া করিয়া শুনিবে কি?"

ভিখারিণী অন্নব্যঞ্জন লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনার সহিত কখনও জানা শুনা নাই; আমাকে বলিবার কথা আপনার কি আছে, বুঝিতেছি না। আমি এখন বড় ব্যস্ত।"

রজনী বলিল,—"বেশী কথা আমি বলিব না। জানা শুনা কাহারও সহিত কাহারও থাকে না, ক্রমে হয়। তুমি মনে করিলেই আমার অনেক উপকার করিতে পার; তুমি যদি দয়া কর, তাহা হইলে একটা কথা তোমাকে জানাই; কেবল কথাটার উত্তরের জন্য তুমি যাহা চাহ তাহাই দিতে আমি সম্মত আছি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"চাহিবার কথা এখন থাকুক। টাকা কড়ি আমরা দুইহাতে বিলাইয়া থাকি, সে লোভ দেখাইয়া কাজ নাই, আপনার উপকারের কথা বলিতেছেন; কি করিলে আপনার উপকার হইবে সে কথাটা আগে বলুন।"

রজনী বলিল,—"তোমাদিগের সঙ্গে একটি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী আছেন?"

"আছেন।"

"আমি তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি।"

"বড় অন্যায় করিয়াছেন। লুকাইয়া সতী-সাবিত্রী পরস্ত্রীকে দেখা বড়ই দোষ।"

"যে দোষ একবার করিয়াছি, তাহাই আর একবার করিতে চাহি। দোহাই তোমার, আমি পায়ে ধরিতেছি, ইহার উপায় তোমার করিয়াই দিতে হইবে।"

লক্ষ্মীর মা গম্ভীর ভাবে বলিল—"হইবে না। যদি কোন কথা থাকে, এখানে তাহা বলিবার স্থান নহে। কথার দরকার হইলে কলিকাতার বাসায় গিয়া বলা উচিত।"

দ্বার রুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মীর মা ভিতরে চলিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রজনী প্রস্থান করিল।

ললিতবাবু তখনই একখানি গাড়ী সদর রাস্তায় রাখিয়া বাসায় আসিলেন, জিনিষপত্র গোছাইয়া লইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। স্থূলবস্ত্রে দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া ঝি, পাচিকা ও লক্ষ্মীর মার সহিত সরযূবালা গাড়িতে উঠিলেন। টহল সিং ও ললিতমোহন গাড়ীর ছাদের উপর বসিলেন। সবিস্ময়ে ললিতমোহন ও লক্ষ্মীর মা দেখিলেন, রজনীকান্ত ও তৎপশ্চাতে মতিলাল দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন সন্ধ্যার পর মতিলাল আহিরীটোলার বাসায় আসিয়া ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। যে সময়ে সে আসিল, তখন লক্ষ্মীর মা তথায় উপস্থিত ছিল; মতিলাল আসিতেছে জানিয়াই সে পার্শ্বস্থ ঘারে গুার দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল; ব্যস্ততা যেন মতিলালেরই বেশী। সে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিল, অনেকরূপ হিতৈষিতার কথা বলিল, অনেক সাবধানতার উপদেশ দিল, আপনার সততার অনেক পরিচয় জানাইল, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের জন্য সে কষ্ট স্বীকার করিতেছে বলিয়া, আপনাকে আপনি সুখ্যাতি করিল এবং যাহাতে দুই এক দিনের মধ্যে সকলের বাসনা পূর্ণ হয়, সে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিয়া অনেক ভরসা দিল। ললিতমোহন তাহার কথার অনুমোদন করিলেন এবং তাহাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলেন। মতিলাল বিদায় হইলে, লক্ষ্মীর মা দেখা দিল এবং বলিল,—"বাবা আপনি এই মতিলালকে কিরূপ বুঝিতেছেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"অতি মন্দলোক বলিয়াই

বুঝিতেছি; ইহার অভিসন্ধি খুব খারাপ, কিন্তু ইহার জন্যই রজনীকান্তকে পাওয়া গিয়াছে; মার সহিত দূর হইতেও একবার চক্ষুর মিলন হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে এই মতিলালকে আমি তাড়াইতেছি না।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“আমারও ঠিক সেই বিশ্বাস। আজই ইহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এ যদি নিজে একবার দিদি ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিতে পায়, তাহা হইলে তাহাকে অনেক কথা শিখাইয়া দিতে পারে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে লোকটার মতলব নিশ্চয়ই খুব খারাপ। এ লোকটাকে আমরা প্রথমে যে দিন কালীঘাটে দেখিয়াছি, তখনই বুঝিয়াছি ইহার মত ইতর লোক আর নাই। আর এ বিষয়ে মতিলালের এত আগ্রহ দেখিয়াও আমার বড়ই সন্দেহ হইয়াছে। এইরূপ নীচলোক যে পরোপকারের জন্য এত ছুটাছুটি করিতেছে, ইহাতো আমার কোন মতেই বোধ হয় না।”

ললিতমোহন বলিলেন,—“ঠিক বলিয়াছ। ইহার অভিপ্রায় যে মন্দ সে বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ নাই; তুমি রজনীকান্তের সহিত একটু ভাল রকম আলাপ করিয়া লইতে পারিলে, মতিলালের যাতায়াত আমি বন্ধ করিয়া দিব।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“আজ তাঁহার সঙ্গে প্রথম কথা কহিয়াছি। আর একবার দেখা হইলেই আমি ভাল

করিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া লইব। তাহার পর কি হইবে ?”

ললিতমোহন বলিলেন,—“তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে।”

লক্ষ্মীর মা চলিয়া আসিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কুলটার সহিত রজনী-কান্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মতিলাল তাহাকে অনেক কথা জানাইয়াছিল ; তাহার সাহায্য অনেক সময়ই আবশ্যক। সেই কুলটা যখন শুনিয়াছিল, যে, রজনীকান্তের সহ-ধর্ম্মিণী বিশেষ আয়োজনে এতদিন পরে কলিকাতায় আসি-য়াছে, তখন জন্মের মত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দেওয়াই উচিত। রজনীকান্ত কুলটার হাতেই আছে, সরযূবালা তাহাকে কুলটার হাত ছাড়া করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি শত্রু শেষ করাই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মতিলাল তাহাকে যে সমস্ত পরামর্শ জানাইয়া-ছিল,কুলটা সে সমস্ত সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া মনে করিয়া-ছিল। রজনীকান্ত দ্বারা সরযূকে ভুলাইয়া মতিলাল হাতে আনিবে এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিবে ইহা উত্তম পরামর্শ বলিয়া সে বুঝিয়াছিল। বিশেষতঃ এরূপ সৎকার্য্যে মতিলাল একজন সিদ্ধহস্ত মহাপুরুষ। এরূপ কার্য্যে মতিলাল অর্থব্যয় করিতে অকাতর। যে নারী তাহার একবার মন আকর্ষণ করে, সে তাহাকে হস্তগত

না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার পর স্বামীর চক্ষুতে সরযূবালার আর কোন মুল্য থাকিবে না। উপ-পত্নীকে ব্যাভিচারিণী জানিয়াই পুরুষে আদরে গ্রহণ করে, কিন্তু স্ত্রী চরিত্রহীনা বলিয়া সন্দেহ হইলেও স্বামী কখনও তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। রজনী কান্তকে আবশ্যক হওয়ায় মতিলাল সেই কুলটার শরণাগত হইয়াছে।

লক্ষ্মীর মা ও ললিতমোহন মতিলালের ভাবভঙ্গী আলোচনা করিয়া ঠিক এইরূপই সন্দেহ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

সরযূবালার শয্যার নিকটেই লক্ষ্মীর মা শয়ন করিয়া থাকে। আজি কালীঘাট হইতে সরযূ বড়ই প্রসন্ন মনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মনে বড়ই আশা হইয়াছে। যখন একবার দেখা পাওয়া গিয়াছে, তখন আবারও দেখা পাওয়া যাইবে। তাহার পর নিশ্চয়ই তিনি দাসীকে দাসী বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া এখানে পদধূলি দিলেও বাবা লক্ষ্মীর মা আমাকে দেখা করিতে দিবেন না বলিতেছেন কেন?

ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে সরযূবালা ডাকিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! ঘুমাইয়াছ কি দিদি!

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"না কেন ডাকিতেছ?"

সরযূ অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি আসিলে আমি যদি দূর হইতে তাঁহাকে একটা প্রণাম করি, তাহাতে তোমাদের আপত্তি আছে কি?"

লক্ষ্মার মা বলিল,—"কিছু না। হয়তো তোমাকে তাহাই করিতে বলিব; কেবল নিকটে যাইতে বা কথা কহিতে দিতে আমরা এখন চাহি না।"

সরযূ বলিলেন,—"কেন লক্ষ্মীর মা! আমি তাঁহার জিনিস, যদি তিনি দয়া করিয়া আমার সহিত একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, আমাকে নিকটে যাইতে আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তোমরা তাহা করিতে দিবে না কেন দিদি!"

লক্ষ্মার মা বলিল,—"তুমি তাঁহার জিনিস সত্য, কিন্তু তিনিতো অনেকের জিনিষ।"

সরযূ বলিলেন,—"হইলেনই বা তিনি অনেকের; আমি দাসী, প্রভুর ইচ্ছামত কাজ কেন না করিব?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তাইতো করিতে হইবে, সেই জন্যইতো এত আয়োজন; কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে হইবে, বাজাইয়া লইতে হইবে, তাঁহার মতলব কি। কোথাকার জল কোথা গিয়া দাঁড়াইবে। এই সকল না ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিলে একেবারে গড়াইয়া পড়িলে বড়ই অনিষ্ট হইবে।"

সরযূ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—“কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে নাকি লক্ষ্মীর মা!”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“হয় হইবে, এত দয়ায় কাজ নাই দিদি, তিনি হয়তো কাহারও কেনা গোলাম, হয়তো তোমাকে লইয়া একটা তামাসা করিতে চাহেন, হয়তো তোমাকে একটা বিপদেই ফেলিবেন, তাঁহাকে বিশ্বাস নাই। আগে বুঝিতে হইবে, তোমার প্রতি তাঁহার টান পড়িয়াছে কিনা, আগে বুঝিতে হইবে, তোমাকে হাতে পাইলে, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আগে বুঝিতে হইবে, তিনি তোমাকে স্ত্রী জানিয়া স্ত্রীর মত মর্য্যাদা করিবেন কিনা, তাহার পর তুমি স্বহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া সেই চরণামৃত খাইও, মাথার চুল দিয়া তাঁহার পা মুছাইয়া দিও, কিন্তু এখন তুমি দিদি! উতলা হইতে পাইবে না।”

সরযূ নীরব। এই সকল কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—“কাশীর টেলিগ্রামের কথা বাবাকে জানাইয়াছ কি?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“না। তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই; অকারণ আমার একথা জানান ভাল নয় বলিয়া মনে হইয়াছে।”

সরযূ চিন্তা করিতে লাগিলেন; সরযূর নামে কাশী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। দেওয়ান জীবনহরি

জানাইয়াছেন, রাণী মার শরীর ভাল আছে; তিনি তীর্থ পর্য্যটনে যাইতেছেন। এ সংবাদ সরযূবালা বড়ই অমঙ্গল সূচক বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া রাধিকাসুন্দরী কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। এ স্থান হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আর দিনেকের জন্যও স্থানান্তরে যাইবার বাসনা ছিল না, তবে কেন তিনি সহসা তীর্থ পর্য্যটনের সংকল্প করিয়াছেন! সরযূ বুঝিলেন, নিশ্চয়ই রাধিকাসুন্দরী প্রাণের আবেগ কোন মতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, নিশ্চয়ই তিনি যাতনায় ছটফট করিতে করিতে শয্যাকণ্টকী রোগের ন্যায় স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ের দুঃসহ জ্বালা নিবৃত্তির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং ভিন্ন ভিন্ন চিন্তায় আত্ম নিয়োজন করিতে কামনা করিয়াছেন। বৃথা এ চেষ্টা। যদি মনের চেষ্টায় মনের গতি না ফিরে, যদি আপনাকে আপনি শান্ত করিতে না পারেন, যদি হৃদয় হইতে প্রবৃত্তিকে স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন উপায় নাই। বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন দৃশ্য, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন কার্য্য এবং বিভিন্ন চেষ্টা এ ব্যাপারে কোনই সহায়তা করিবে না। সরযূর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।

সরযূ আবার ভাবিতেছেন, টেলিগ্রাম বলিতেছে,

রাধিকাসুন্দরী ভাল আছেন; মিথ্যা কথা। তাঁহারই আদেশে দেওয়ানজি এইরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছেন। যে আগুন তাঁহার প্রাণের ভিতর জ্বলিতেছে, তাহাতে ভাল থাকার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হইতেছে, এই অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তিনি কখনই ভাল নাই, কিন্তু আমাদিগকে অকারণ অসুস্থতার সংবাদ দিয়া ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই, এই জন্যই তাঁহার আদেশে দেওয়ানজি মিথ্যা সংবাদ দিয়াছেন, বড়ই চিন্তার বিষয়। এমন ধর্ম্মশীলা পুণ্যময়ী দেবী কখনও আর দেখি নাই। ভগবন্। তাঁহার কেন এইরূপ মতিভ্রম ঘটাইলে?

আর ললিতমোহন আমার পিতৃ স্বরূপ, অথবা গর্ভের সন্তান স্বরূপ, এমন পরোপকারী মনুষ্য আর কখনও হয় না। তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা নীরবে তাঁহাকে পুড়াইতেছে। মুখে তাহার কোনই প্রকাশ নাই, ব্যবহারে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহার ভাব, সকলই বলিয়া দিতেছে যে, ললিতমোহন এখন আর সে ললিতমোহন নহেন।

রাধিকাসুন্দরী ও ললিতমোহনের মিলন হইলে কি অদ্ভুত অতুলনীয় সম্বন্ধ হইত; কিন্তু কোন উপায় নাই; কল্পনাতেও কোন পক্ষেরই তাহা ভাবিতে অধিকার নাই। তবে কি হইবে? এ আগুন নিবিবে কিসে?

সরযূ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার ভাবিলেন, শুনিয়াছি ললিতমোহন চিরদিনই বড় পাপাসক্ত; কিন্তু আমরাতো তাহার কোন চিহ্নও দেখি নাই, কেবল দেবত্ব ও পুণ্যময়ত্বই তো দেখিতেছি। যদি তিনি কখনও পাপাচরণ করিয়া থাকেন, সে পাপের কোনই প্রলেপ তাঁহার প্রাণে লাগে নাই, সে পাপ তাঁহার দেবত্বের একটুও অপচয় করিতে পারে নাই। দেবতারা সময়ে সময়ে অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলা-প্রকাশ মাত্র। আমার বাবা যদি কখনও পাপ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার লীলা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রজনীকান্তের চিন্তায়, ললিতমোহন ও রাধিকাসুন্দরীর অবস্থা আলোচনায় এবং নিজের ব্যাকুলতায় সমস্ত রাত্রিই সরযূবালার নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে একটু তন্দ্রা আসিলে, সরযূ স্বপ্ন দেখিলেন,—রজনীকান্ত দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। সরযূ ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটস্থ হইতেছেন। নিদ্রার আবেশে তিনি বলিলেন,—"দাসী এতদিন চরণ সেবা করে নাই বলিয়া অভিমান করিও না।"

লক্ষ্মীর মা তাঁহার গা নাড়িতে নাড়িতে 'কি স্বপ্ন দেখিতেছ দিদি!' বলিয়া সরযূর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। সরযূ উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্নের আবেশে যে আনন্দের

মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেল। তখন সরযূ অঞ্চলের বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

হৃদয়কে শান্ত করিয়া সরযূ শয্যা ত্যাগ করিলেন. লক্ষ্মীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা সাড়ে সাতটার সময় ললিতমোহন বাবুর বাসায় যাইবার অভিপ্রায়ে, লক্ষ্মীর মা দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিল, এক যুবা সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদের বাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সহজেই লক্ষ্মীর মা চিনিতে পারিল—সে যুবা রজনীকান্ত। নিকটস্থ হইয়া রজনীকান্ত বলিলেন,—"কালি, কালীঘাটে তোমাকে দেখিয়াছিলাম।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আজি আবার এখানেও দেখিতেছেন; এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ কেন বলুন দেখি?"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি তোমার নাম লক্ষ্মীর মা। তোমার নিকট আমার অনেক প্রার্থনা আছে।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"অনেক যদি হয়, তবে এখন থাক, আমার অনেক কাজ।"

লক্ষ্মীর মা মুখভার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছে দেখিয়া রজনীকান্ত বলিলেন,—"তুমি আমার কথা না শুনিয়া যাইও না। আমি তোমাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিব, তুমি আমার কথা রাখ।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"পথে দাঁড়াইয়া কথা হইবে না; আপনি ভিতরে আসুন।"

রজনীকান্ত কৃতার্থ হইলেন; ভাবিলেন যখন নরম হইয়াছে, তখন আর যাহা বলিব, তাহাও শুনিবে। লক্ষ্মীর মার সহিত রজনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন অপরিচিত যুবাকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীর মা বাটীতে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াও, ললিতমোহন বাবুর আজ্ঞা অনুসারে, পূরণ দোবে কোনও আপত্তি করিল না। দ্বারবানের ঘরের বিপরীত দিকে আর একটী খালিঘর ছিল, লক্ষ্মীর মা সেই ঘরে রজনীকে বসাইল এবং বলিল,—বেশী কথা আমি ভাল বাসি না, অধিক আড়ম্বরে কাজ নাই, আপনার মনের কথা আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কোন সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই, কোন লোভ দেখাইলেও ফল হইবে না। দেখিতেছি আপনি ভদ্র-সন্তান, কাল কালীঘাটে একবার আপনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন, আজি আবার সন্ধান করিয়া আমাদের বাসাতে আসিয়াছেন, কাজেই আপনার কথা শুনিয়া, উচিত উত্তর দেওয়া আবশ্যক। বলুন কি আপনার কথা?"

রজনী ভাবিলেন, এ স্ত্রীলোকের নিকট কোনরূপ বাজে কথা চলিবে না, বিশেষ তাঁহার প্রাণের যেরূপ ব্যাকুলতা তাহাতে গৌরচন্দ্রিকাও ভাল লাগিতেছে না।

বলিলেন, —“কালি কালীঘাটে তোমাদের সঙ্গে যে সুন্দরীকে দেখিয়াছি তিনি কে ?”

লক্ষীর মা বলিল,—“একজন অপরিচিত পুরুষকে কুলবালার পরিচয় কখনও বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না; তাহা জানিয়াও আপনার কোন লাভ নাই। আগে আপনাকে জানা থাকিলে, না হয় পরিচয়ের কথা হইত।”

তখন রজনীকান্ত বলিলেন, –“লক্ষ্মীর মা ! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবত তোমাদের কোমল প্রাণ। তুমি বুঝিতেছ না, আমি এই সুন্দরীকে দেখিয়া অবধি পৃথিবীর সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। তুমি দয়া কর— আমাকে রক্ষা কর।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“আপনাকে দয়া করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি যদি সেই সুন্দরীকে একবার দেখিয়াই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আপনার প্রাণে কোন বল নাই। দৈবাৎ কোন সুন্দরী নজরে পড়িলে যে পুরুষ আত্মহারা হইয়া যায়, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই ; সে হয়তো অনেকবার এমন আত্মহারা হইয়াছে, আর পরেও অনেকবার এইরূপ আত্মহারা হইবে।”

রজনীকান্ত বলিলেন,—“কি বলিব লক্ষ্মীর মা ! কি বলিয়া তোমাকে বুঝাইব ? তুমি নারী, পুরুষের মনের

ভাব তোমরা বিশেষ অনুমান করিতে পার বলিয়া সুখ্যাতি আছে; আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি লক্ষ্মীর মা! জীবনে রূপ দেখিয়াছি অনেক, কিন্তু এরূপ রূপ কখনও দেখি নাই। স্বীকার করিতেছি, লক্ষ্মীর মা! আমি বড় পাষণ্ড, কিন্তু সত্য বলিতেছি, এরূপ মত্ততা ইহার পূর্ব্বে আমার আর কখনও হয় নাই। কি করিলে তোমার বিশ্বাস হইবে? কি উপায়ে তোমাকে আমার মনের ভাব বুঝাইব? লক্ষ্মীর মা! আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জীবন থাকিবে না।"

লক্ষ্মীর মা মনে মনে বুঝিল, ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে; ইঁদুর খাচায় পড়িয়াছে, বড়সীতে মাছ বিঁধিয়াছে; বলিল, —"আপনি এখন চলিয়া যান, আমার সঙ্গিনীর পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব আপনার মত অপরিচিত লোককে তাঁহার পরিচয় জানান উচিত কি না, আর এক দিন আসিলে আপনার কথার উত্তর শুনিতে পাইবেন। আগেই বলিয়াছি, আমার এখন অনেক কাজ, আমি এখন আর দাঁড়াইতে পারিব না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"যাইও না, লক্ষ্মীর মা! আর একটা কথা না শুনিলে তোমাকে যাইতে দিব না। তোমরা নিঃসহায় নহ, দরিদ্র নহ, আর মন্দ চরিত্রের লোকও নহ এখানে ললিতমোহন বাবু নামে এক মহাশয়

লোক পাশের বাটীতে রহিয়াছেন, তিনি তোমাদের অভি-ভাবক ; তাঁহার সঙ্গেও দ্বারবান আছে আরও লোক আছে। তোমাদের এ বাটীতেও দ্বারবান, তিন চারিজন স্ত্রীলোকও আছেন ; এরূপ স্থলে নিতান্ত পাগল না হইলে, কখনও কোন লোক কোনরূপ দুষ্ট অভিপ্রায়ে আসিতে সাহস করে না। সত্যই লক্ষ্মীর মা ! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই, সত্যই আমি আত্মহারা হইয়াছি। সত্য বটে তুমি আমাকে এখানে আসিবার জন্য ইঙ্গিতে অনুমতি দিয়াছিলে ; কিন্তু কেবল তোমার সেই ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া এখানে হঠাৎ আসিতে কাহারও সাহস হয় না। আমি নিতান্ত পাগল না হইলে কখনই এখানে আসিতে পারিতাম না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তাহা বুঝিতেছি। আপনি আসিয়াছেন বলিয়া, আমি বিরক্ত হইতেছি না। আসিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু এখন আর কথাবার্ত্তা কহিবার সময় নাই ; যখন একবার আসিয়াছেন,তখন কষ্ট করিয়া আর একবারও আসিতে পারিবেন। অন্য সময় আসিলে, আপনার সকল কথা শুনিয়া উচিত উত্তর দিব।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আর একবার কেন ? আমি আর দশবার আসিব, সারা দিনই তোমাদের বাটীতে পড়িয়া থাকিব। তুমি আমার প্রার্থনা শুনিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা এখনই কর। দেখ লক্ষ্মীর মা ! আমি

একা আসিয়াছি, আমি ইচ্ছা করিলে, দশজন লোক সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতাম। আমার মনে কোনরূপ অত্যাচার বা অভদ্রতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই; আমি অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি।”

লক্ষ্মীর মা বলিল, -“তা বেশ করিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি জানিয়াছেন, আমাদের টাকার জোর আছে, লোক জনও আছে। ইহাও জানিয়াছেন যে আমরা মন্দ চরিত্রের লোক নহি। তবে আপনি কোন্ সাহসে কুলের সতী মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আসিলেন?”

রজনী বলিলেন,—“ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি কোন কথা লুকাইব না। আমি অতি মন্দ চরিত্রের লোক, মন্দ লোকের সঙ্গেই বেড়াই, মতিলাল আমার বন্ধু, সে আরও মন্দ লোক; আমি জীবনে এ পর্য্যন্ত অনেক পাপ করিয়াছি, কিন্তু এখনও কোন কুলবালার প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করি নাই। মতিলাল, আমাকে তোমার সঙ্গিনীর কথা বলিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিল; তাহারই পরামর্শে আমি সুন্দরীকে কালীঘাটে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি মতিলালের বর্ণনা অপেক্ষা সুন্দরীর শোভা অনেক বেশী। আমি দেখিয়া অবধি পাগল হইয়াছি।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“যদিই আপনি ঘটনাক্রমে কোন

সুন্দরী কুলবালাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে সে জন্ত পাগল হওয়া বড়ই অন্যায় কথা ; আবার তাঁহাকে দেখিবার আশায় ঘুরিয়া বেড়ান নিতান্ত দোষের কথা।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এ বিষয়েও লক্ষ্মীর মা, একটু কারণ আছে। আমি যখন কালীঘাটে সুন্দরীকে দেখিয়াছি, তখন সুন্দরীও আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কুলবালা, আমাকে দেখার পর মুখ ঢাকিয়া সরিয়া যাইলেও তিনি পারিতেন, তাহা না করিয়া তিনিও এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখিয়াছেন। আমি তোমার নিকট অকপটে সত্য কথাই কহিতেছি। পুরুষ মানুষ—আমার মত চরিত্রহীন পুরুষ মানুষ—বল লক্ষ্মীর মা এইরূপ হইলে একটু ভরসা পায় কিনা ? আমি কাজেই ভরসা করিয়াছি, একবার যখন দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন দেখিয়াছেন, তখন আর একবারও দেখিতে, দেখা দিতে ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার উপর তুমিও আমাকে এখানে আসিতে একটু ভরসা দিয়াছিলে ; বুঝিয়া দেখ লক্ষ্মীর মা, এরূপ স্থলে আমার আসা কি অন্যায় হইয়াছে ? আমি পাগল হইয়াছি সত্য ; কিন্তু তুমি আমাকে দোষী মনে করিতেছ, আমি বাস্তবিকও তত দোষ করিয়াছি কি ?"

তখন লক্ষ্মীর মা বলিল,—"ঠিক কথা। আমিও দিদির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি বটে।"

রজনীকান্ত বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাগ্রহে

জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনিও আমার কথা বলিয়াছিলেন কি ? বল লক্ষ্মার মা ! তিনি আমার নিন্দা করিয়াছেন কি ?"

লক্ষ্মার মা বলিল,—"সে কথায় এখন আর কাজ নাই। এখনই যে ললিতমোহন বাবুর নাম আপনি করিতেছেন, তিনি বড়ই ভদ্রলোক। কোন পুরুষ এ বাটীতে আসিবার উপায় নাই ; আপনি আসিয়াছেন জানিলে, তিনি হয়তো সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন ; দূর হইতে দেখা হওয়ারও কোন উপায় দেখিতেছি না। আপনি আজ চলিয়া যান।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"চলিয়া যাইতেছি ; কিন্তু একটা কথা না শুনিয়া যাইব না, দোহাই তোমার, সত্য বল, সুন্দরী আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বলিয়াছেন, 'লোকটি বেশ, বড়ই সুন্দর ; কিন্তু বোধ হয় অতিশয় দুশ্চরিত্র।"

রজনীকান্ত আবার বসিয়া পড়িলেন ; অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "সত্যই বলিয়াছেন, আমি বড়ই দুশ্চরিত্র, কিন্তু লক্ষ্মীর মা ! তুমি সুন্দরীকে বলিও, আমি এই কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিব, আমি তাঁহার মুখের এই নিন্দা শুনিয়া, লজ্জায় মরিতেছি। এ দুর্ণাম দূর করা অতি সহজ কাজ। তাহাকে দেখিবার আশায়, তাহার মুখে সুখ্যাতি শুনিবার আশায়, আমি আমার চরিত্র ভাল করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি লক্ষ্মীর মা, আমি আর দুশ্চরিত্র থাকিব না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"উত্তম প্রতিজ্ঞা। দিদি আরও শুনিয়াছেন, গরবিণী নামে একটা স্ত্রীলোকের আপনি কেনা গোলাম ; তাহাকে ছাড়িয়া আপনি এক তিলার্দ্ধ থাকিতে পারেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া কালি আপনি কালীঘাট গিয়াছিলেন।"

রজনী আসনে বসিয়া বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"কে এ সকল কথা বলিয়াছে, তাহা আমি জানিতে চাহি না; কিন্তু কথা সকলই সত্য। তোমার সঙ্গিনী আমার সম্বন্ধে এত সন্ধান লইয়াছেন, আমার প্রতি আগ্রহের সহিত চাহিয়াছেন, আমাকে সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছেন, এ সকলই আমার আশার অধিক সৌভাগ্য। তাঁহাকে জীবনে আর দেখিতে পাই বা না পাই, আমি তাঁহার কাণে, আমার দুর্ণামের পরিবর্ত্তে যশ, সুখ্যাতি যাহাতে প্রবেশ করে, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিব। আমি দুশ্চরিত্র নামের পরিবর্ত্তে সচ্চরিত্র নাম তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীর মুখ হইতেই বাহির করিব। আমার এ প্রতিজ্ঞা যদি আমি সফল করিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষ্মীর মা! যে আশায় আমি পাগল হইয়াছি, যাহা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইয়াছি, সে সম্বন্ধের সকল আশায় এই স্থানেই শেষ।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"বেশ কথা। আপনি যদি কুসংস

ছাড়িতে পারেন, যদি বেশ্যার প্রণয় ভুলিতে পারেন, যদি নেশা করার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আমার সঙ্গিনীকে, আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব। তিনি যখন আপনাকে সুন্দর, সুপুরুষ বলিয়াছেন, তখনই আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি দুশ্চরিত্র না হইলে, আপনার সম্বন্ধে অনেক নিন্দার কথা না শুনিলে, তিনি হয়তো আপনার জন্য একটু ব্যাকুল। হইতেন; আপনি আমার কাছে সকল কথাই স্বীকার করিয়াছেন, আমাকে মনের বাসনা জানাইয়াছেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছেন; দিদির কথাও আমি শুনিয়াছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা সদুপায় না করিলে, আমার অধর্ম্ম হইবে।"

রজনী বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি যথার্থই ভদ্র ঘরের মেয়ে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ কলঙ্ক না মুছিতে পারিলে, আমার হইয়া কোন চেষ্টা করাই তোমার উচিত নহে। আমি তোমার নিকট অতিশয় বাধিত রহিলাম। বলিও, লক্ষ্মীর মা! তোমার সুন্দরী সঙ্গিনীকে বলিও, যদি রজনীকান্ত সচ্চরিত্র হইতে পারে, যদি রজনীকান্তের সুনাম প্রচারিত হয়, তবেই সে আর একবার দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার কামনা করিবে; নতুবা এ নরাধমের নাম এ পৃথিবীতে আর থাকিবে না।"

রজনীকান্ত বেগে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আকাঙ্ক্ষা প্রথমেই দমন করিতে না পারিলে, ক্রমে অতিশয় বাড়িয়া যায়। সরযূ সত্যই কালীঘাটে রজনী-কান্তকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছিলেন; রজনীর দুশ্চরিত্রতা বা ইতর আচরণের কথা লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে জানাইয়াছে। রূপভোগের আকাঙ্ক্ষা, নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা, রজনীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, ঘৃণিত সংসর্গ পরিত্যাগ না করিলে, এ সাধ মিটিবার উপায় নাই। রজনী সত্য সত্যই সাবধান হইয়াছেন। তিনি পনর দিনের মধ্যে দুইবার গরবিণীর বাটীতে গিয়াছিলেন, কোন বারই তিনি অত্যল্পকালের বেশী সেখানে অপেক্ষা করেন নাই। সে পাপিষ্ঠা তিরস্কার করিয়াছে, অভিমানের অভিনয় করিয়াছে, কলহ করিয়াছে, রজনীর বিরক্তি বাড়িয়া গিয়াছে; তিনি এক কালেই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, সঙ্গিগণ আর তাঁহাকে বড় একটা দেখিতে পায় না। মতিলাল আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না; সে ললিতমোহন বাবুর নিকট আসিয়া, রজনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই।

মতিলাল চিন্তাকুল; কি হইল! এতটা আয়োজন শেষে কি মাটি হইল? এমন শিকার শেষে কি হাত হইতে ফস্‌কাইয়া গেল? রজনী এখানেও আসে না, বাটীতেও আসে না, যেখানে তাহার আড্ডা সেখানেও যায় না, অথচ সে কলিকাতায় আছে জানিতে পারিতেছি। কি করিতে কি হইল, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। গরবিণীও বড়ই চিন্তাকুল। রজনীর অনুগ্রহে সে স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করে; তাহার ন্যায় ইতর লোকের, আশাতীত সুখের আয়োজন রজনী করিয়া দিয়াছেন। সরযূর আগমনে ভীত হইয়া সে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, মতিলালের সহিত ভয়ানক চক্রান্ত করিয়াছিল। সরযূর ভাল মন্দ কিছুই হইল না। লাভের মধ্যে, রজনী হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিলেন। বড়ই বিপদের কথা। সে মতিলালকে এই সকল দুর্ব্বিপাকের মূলীভূত বলিয়া নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে, রজনী প্রায় প্রতিদিন অতি সাবধানে অন্যের অলক্ষিত ভাবে, সরযূর ভবনে আসিয়া লক্ষ্মীর মার সহিত দেখা করিয়াছেন। অনেক-ক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়াছেন, একদিন দৈবাৎ, অথবা লক্ষ্মীর মার ষড়যন্ত্রে, রজনীকান্ত উপরের বারেণ্ডায় সরযূকে দেখিতেও পাই য়াছেন। সেদিন সরযূ বেশ-ভূষার অতিশয় পারিপাট্য

করিয়াছিলেন। সেদিন সরযূ রজনীকে দেখিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়াছিলেন; সে দিন সরযূর মুখে আনন্দের রেখা সমূহ প্রকটিত হইয়াছিল। রজনীর মত্ততা যদি আরও বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেদিন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

রজনী জানিতেন, মতিলাল অতি মন্দ লোক; ইহাও তিনি জানিতেন, যে রজনীকান্তের অংশীদার হইবার জন্যই সে এত আয়োজন ঘটাইতেছে। এই সুন্দরীকে, এই কুলবালাকে সেরূপ জঘন্য লোকের সহিত পরিচিত করাইতে রজনীর ইচ্ছা ছিল না। যদি প্রেমের বন্ধনে, যদি উভয় পক্ষের ভালবাসার গ্রন্থিতে, সরযূর সহিত আলাপ ঘটে, তাহা হইলে রজনী তাঁহার নিকট আত্ম নিবেদন করিবেন; নতুবা সে সুন্দরীর আশা ত্যাগ করিয়া তিনি চির বিদায় গ্রহণ করিবেন, ইহাই রজনীর দৃঢ় সংকল্প। এই জন্য আপনাকে সেই সুন্দরীর যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে, রজনী আপনার স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাক্য ব্যবহার সংযত করিতে অভ্যাস করিতেছেন।

একদিন মধ্যাহ্ন কালে, রজনী সরযূর ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিম্নতলের যে পার্শ্বের ঘরে আমরা তাঁহাকে সেদিন দেখিয়াছিলাম, যতক্ষণ আসিয়া লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে না ডাকিত, ততক্ষণ সে ঘরেও তিনি যাইতে

পাইতেন না, তাঁহাকে পূরণ দোবের নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সেদিন লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে একটু আদরের সহিত সেই ঘরে আনিয়া বসাইল। রজনীকান্ত জিজ্ঞাসিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! এখনও কি তোমার সঙ্গিনী আমাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া মনে করেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল, "না। আপনার স্বভাব ভাল হইতেছে, এইরূপ সংবাদই দিদি জানিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছি, আপনি আমার দিদির জন্য বাস্তবিকই পাগল হইয়াছেন; কিন্তু কেবল রূপ দেখিয়াই যে মত্ততা তাহা বড় বেশী দিন থাকে না। আপনার এই যে অনুরাগ, ইহা হয়তো অতি অল্পকালের শেষ হইবে। তখন আমার দিদির জাতি যাইবে, ধর্ম্ম যাইবে, সর্ব্বনাশ হইবে; এই ভয়ে আমরা এই স্থানে এ ব্যাপারের শেষ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"এমন আশঙ্কা কেন করিতেছ লক্ষ্মীর মা! বল এজন্য আমার আবার কি প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক?"

লক্ষ্মীর মা জিজ্ঞাসিল,- "কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?"

রজনী বলিলেন,—"আমার বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমি তোমার দিদির নামে রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগ্রহাধীন হইতে পারি।"

"আর ?"

রজনী বলিলেন,—"আর একরার্ দিয়া যাবজ্জীবন তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি।"

লক্ষ্মার মা বলিল,—"আর ?"

রজনী বলিলেন,—"আর কি করা যাইতে পারে, আমি বুঝিতেছি না। তুমি যাহা আবশ্যক বলিবে, আমি তাহা করিতে পারি।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তবে দেখিতেছি আপনি কিছুই পারেন না : তুচ্ছ বিষয় আশয়ের লোভ দেখাইয়া আমার দিদিকে হাত করিতে পারিবেন না। আর আজ্ঞাধীন থাকার কথা বলিতেছেন, আমার দিদির মত সর্ব্বগুণে গুণবতী, নিখুঁত সুন্দরী মনে করিলে, অনেক রাজ-রাজেশ্বরকেও আজ্ঞাধীন করিতে পারেন। বুঝিতেছি, আপনি চিরদিন টাকা দিয়া বেশ্যার প্রণয় কিনিয়া আসিতেছেন, চিরদিন হুকুম তামিল করিয়া, ইতর স্ত্রী-লোকের ভালবাসা ভোগ করিয়া আসিতেছেন ; কাজেই আপনি তাহার বেশী আর কিছু বোঝেন না। এই স্থানে এ বিষয়ের শেষ করিয়া দিন, আর এ কথা কহিয়া কাজ নাই। এ আশায় আপনি আর আমাদের বাটীতে আসি-বেন না।"

রজনীকান্ত স্পষ্ট জবাব শুনিয়া কি উত্তর দেওয়া উচিত, সহসা তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সত্যই তো,

সম্পত্তির লোভে ইতর স্ত্রীলোকেরাই আনুগত্য করে,সত্যই তো তাহারা পুরুষকে অধীন করিয়া গৌরব অনুভব করে; কিন্তু আর কি বলিলে নিজের দৃঢ়তা ব্যক্ত হইবে, কি করিলে প্রাণের আকর্ষণ বুঝান যাইবে, তাহা রজনী-কান্তের মনে আসিল না। তিনি নীরব, অধোমুখ।

লক্ষ্মীর মা আবার বলিল,—"আপনি ভালবাসেন নাই—আমার দিদিকে আপনি চিনিতে পারেন নাই।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"আমি খুব বুঝিয়াছি। তাঁহার সরলতা দেখিয়া তাহার অশেষ গুণ শুনিয়া, তাঁহার রূপ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি,—তিনি স্ত্রীজাতির অলঙ্কার। যে পুরুষ তাঁহাকে আপনার বলিয়া গৌরব করিতে পাইবে সে ই এ জগতে ধন্য।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"তাহা যদি বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার দিদিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেন; তাহা হইলে, তাঁহাকে অন্য রূপে গ্রহণ না করিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার সহিত পাপের সম্বন্ধ না ঘটাইয়া, ধর্ম্মের সম্বন্ধ ঘটাইতে আপনি ব্যাকুল হইতেন; তাহা হইলে তুচ্ছ ধন-সম্পত্তি রেজেষ্টরী করিয়া দিবার কথা না বলিয়া, আপনি তাঁহাকেও ধর্ম্মতঃ আপনার অংশিনী করিবার ব্যবস্থা করিতেন; আর তাহা হইলে, আপনি তাঁহার আজ্ঞাধীন দাস হইবার প্রস্তাব না করিয়া; তাঁহাকে চরণ সেবিকা

দাসী বলিয়া স্থির করিতেন। রজনী বাবু! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, আপনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই কুল-বালা কুবেরের ঐশ্বর্য্য দিলেও ধর্ম্ম ছাড়িতে পারে না। ধর্ম্মের পথ দিয়া আমার দিদিকে পাইবার জন্য যদি আপনি চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আপনার আশা সফল হইত।”

রজনী বলিলেন,—“লক্ষ্মীর মা! তুমি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া দিতেছ। এইরূপ সৌভাগ্যের কল্পনাও আমার মনে হয় নাই। আমি স্থির করিয়াছিলাম, বিবাহিতা স্ত্রীর অপেক্ষাও অধিকতর এক প্রাণ হইয়া তোমার দিদির সহিত জীবন যাপন করিব। বিবাহের কথা মনে করিতে বা মুখে আনিতে আমার সাহস হয় নাই। আমি শুনি-য়াছি, তোমার দিদি সধবা, তাঁহার স্বামী নিরুদ্দেশ; সধবা নারীর বিবাহ হয় না। এ সকল কথা আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাইবার সৌভাগ্য আমার কখনই ঘটিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বল লক্ষ্মীর মা বল! যদি কোন উপায় থাকে আমি এখনই তাঁহাকে সমাজের সম্মুখে, নারায়ণের সম্মুখে, ব্রাহ্মণের সম্মুখে, সকল অনুষ্ঠানের সহিত, ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। অনুমতি কর লক্ষ্মীর মা! আমাকে কৃতার্থ কর, আমাকে আদেশ দেও, আমি এখনই সকল আয়ো-জন করি।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"সত্য বটে, আমার দিদির এক-বার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে স্বামীর সহিত কখনই মিলন বা আলাপ হয় নাই, তাঁহার কোন সন্ধানও নাই; এ অবস্থায় অবিবাহিতা কুমারীরূপে দিদির পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, একথা সকল পণ্ডিতেরই মত।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"পণ্ডিতের মত হউক বা না হউক, তোমরা সম্মত হইলে, আমি চরিতার্থ হই। এখন বল লক্ষ্মীর মা! কি করিতে হইবে? ললিতমোহন বাবুর চরণ ধরিয়া যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমি তাঁহারই নিকট যাই না কেন?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনার কিছুই করিতে হইবে না। আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব; কিন্তু আপনিও বিবেচনা করিয়া দেখুন, পর স্ত্রীতেই আপনি চিরদিন অনুরক্ত। নিজের স্ত্রী জানিলে, আপনার হয়তো সকল অনুরাগ উড়িয়া যাইবে। তখন আমার দিদির দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।"

রজনীকান্ত বলিলেন,—"বড়ই বৃথা সন্দেহ করিতেছ। দেখিতেছ না লক্ষ্মীর মা! আমি তোমার দিদিকে বারেক দেখিতে পাইবার আশায়, জীবনের যত কু-অভ্যাস, যত কু-প্রবৃত্তি সকলই ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি যে কলিকাতায় আছি ইহা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও জানে না; অথচ আমি প্রতিদিন এখানে না আসিয়াও থাকিতে পারি না।

আমি তোমার দিদিকে দেখিতে পাই না, তাঁহার সহিত কথা কহিতে পাই না, তথাপি আমি এই স্থানেই আসি। আমার মনে হয়, যেখানে তিনি আছেন, সে স্থানের নিকট থাকিলেও আমার জীবন আনন্দময় হইবে। লক্ষ্মীর মা! আমি বাস্তবিকই অবিশ্বাসী লোক, আমার অতীত জীবন কেবল পাপময়; এরূপ ব্যক্তিকে তোমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ভাজনই যদি না হইতে পারিলাম, তাহা হইলে আমার বৃথা এ জীবন ধারণ।"

রজনীকান্তের চক্ষুতে জল আসিল; তিনি অধোমুখে, মুখে কাপড় দিয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীর মা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, বলিল,—"দুঃখিত হইবেন না; বড় বিষম কার্য্যে আমরা উদ্যত হইতেছি। এরূপ স্থলে নানা প্রকার সাবধানতা আবশ্যক, আমি সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিব, আপনি এখন একবার বাবার সহিত দেখা করিয়া যান। যাহা বলিতে হয় আমি বলিব, আপনার কেবল দেখা করিলেই হইবে।"

কিয়ৎকাল পরে মহোল্লাসে রজনীকান্ত ললিতমোহন বাবুর বাসায় প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রজনীকান্তের অনাদরে গরবিণী বুঝিয়াছিল যে, রাগ করিয়া থাকিলে, অভিমান দেখাইলে, অবশ্যই ঘুরিয়া ফিরিয়া রজনীকান্ত তাহার নিকট আসিবেই আসিবে; কিন্তু রজনী আর সেদিকে গেল না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগল, অবশেষে মুখের অভিমান আর রাখিলে চলেনা দেখিয়া, গরবিণী রজনীকান্তকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রথমে বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা, তাহার পর নিজে সে রজনীর সন্ধান করিল; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। যাহার কুমন্ত্রণায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সে মতিলালও আর দেখা দেয় না। তখন গরবিণীর এক দাসী বিস্তর চেষ্টা করিয়া রজনীকান্তের সহিত এক দিন দেখা করিতে পারিল; দেখায় ফল কিছু হইল না। রজনী বলিয়া দিলেন, "গরবিণীর সহিত তাঁহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই! সে তাঁহার পত্নীও নহে, অথবা তিনি তাহার কোন ক্ষতিও করেন নাই। সে পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। যতদিন তাহার নিকট রজনীর যাতায়াত ছিল, ততদিন তাহাকে আবশ্যকাধিক অর্থাদি দিয়াছেন, সুতরাং সেজন্য তাঁহার উপর কোন দাবি দাওয়া আসিতে

পারে না।" মাসী অনেক অনুনয়-বিনয়, কাঁদা-কাটা করিয়াছে। একবার গরবিণীর সহিত সাক্ষৎ করিবার অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

তখন গরবিণী নিরুপায়। সে বুঝিল, রজনী আপনার স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াছে এবং স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে; আর বুঝিল, মতিলাল যে সকল পরামর্শ করিয়াছিল, সে সমস্তই মিথ্যা! সে-ই ষড়যন্ত্র করিয়া রজনীকান্তকে হাতছাড়া করাইল। তখন সরযূ ও মতিলাল উভয়েরই সর্ব্বনাশ করিতে গরবিণীর সংকল্প হইল।

মতিলালও আর রজনীকান্তের সাক্ষাৎ পায় না। সে যে যে রূপ আয়োজন মনে মনে স্থির করিয়াছিল, তাহার কোনই সুযোগ ঘটিতেছে না দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইল। সেও বুঝিল, রজনী আপনার স্ত্রীকে চিনিয়াছে এবং তাহাকে পাইয়া অন্য সকলই ভুলিয়াছে। সে স্থির করিল, রজনী বড় অকৃতজ্ঞ। সে মাঝে পড়িয়া সকল ব্যবস্থা না করিলে, রজনী কখনই স্ত্রীর সন্ধানও পাইত না। তাহার ইচ্ছা হইল, যেরূপে হউক, সরযূকে রজনীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে।

বিনা দোষে, অজ্ঞাতসারে চারিদিকে সরযূবালার শত্রু বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সরযূ বড় সুখী। লক্ষ্মীর মার মুখে তিনি শুনিতে পাইতেছেন, রজনীকান্ত নির্দ্দোষ,—রজনীকান্ত সচ্চরিত্র, আর রজনীকান্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ

করিয়া, সংসার পাতাইতে প্রস্তুত। এত আশা, সরযূ-বালার ছিল না, আশার অধিক ফললাভ করিতে পাইলে, কে না সুখী হয়? কিন্তু এত সুখের মধ্যেও বিষম দুঃখের ছায়া, সরযূবালাকে অনেক সময় উদ্বিগ্ন ও আকুল-চিত্ত করিতেছে। রাধিকাসুন্দরী অসুস্থ; তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন, আর কোন সংবাদ নাই, সংবাদ প্রাপ্তির কোন উপায়ও নাই। ললিতমোহনের আকার-প্রকার দিন দিন অধিকতর বিষাদপূর্ণ হইতেছে। উত্তরোত্তর ললিত-মোহন সকল ব্যাপারে বীতস্পৃহ ও উদ্যমবিহীন হইতে-ছেন; উভয়ের পরিণাম কি হইবে? এ চিন্তা বাস্তবিকই ভয়ানক।

রজনীকান্তের যাতায়াত সমানই চলিতেছে; কিন্তু সরযূর ব্যাকুলতা অত্যধিক হইলেও এবং রজনীর আগ্রহ অতি প্রবল হইলেও লক্ষ্মীর মা এখনও পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেয় নাই; এখনও সে বড়শিতে মাছ গাঁথিয়া খেলাইতেছে, যাহারা মাছ ধরিতে জানে, তাহারা খেলা-ইতেই ভাল বাসে।

বিবাহের পরামর্শ ছয়দিন হইতে চলিতেছে; রজনী সে জন্য প্রতিদিনই বার বার লক্ষ্মীর মার নিকট অনুনয় ও প্রার্থনা করিতেছেন। লক্ষ্মীর মা একটা একটা ওজর করিয়া কেবল কাল কাটাইতেছে।

আর চলে না। রজনীকান্তকে আর কথায় ঠেলিয়া

রাখা যায় না। অনেকদিনের যাতায়াতে, অনেক দিনের কথা-বার্ত্তায় এবং অনেক দিনের বিসংবাদে রজনীকান্ত সকলের পরিচিত না হইলেও সে বাটীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন। লক্ষ্মীর মার উপরে তাঁহার জোর করিয়া কথা বলিবার অধিকার হইয়াছে। রজনীকান্ত আজি লক্ষ্মীর মার সহিত বিষম ঝগড়া করিবার অভি-প্রায়ে, ললিতমোহন বাবুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিবার অভি-প্রায়ে, সরযূবালার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত।

বেলা তখন তিনটা। আষাঢ়মাস সুতরাং দিনের এখনও অনেক বাকী। সমস্তদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ি-তেছে। এখনও অনেক বেলা আছে, মেঘের জন্য তাহা বুঝা যাইতেছে না। এইরূপ অসময়ে গাড়ীতে করিয়া রজনীকান্ত সরযূবালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পূরণ দোবে সমাদরের সহিত তাঁহাকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। লক্ষ্মীর মাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল।

রজনী বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! অকারণ মানুষকে কষ্ট দিলে, কেবল নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দেওয়া হয়, লাভ কিছু হয় না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি বড় মানুষ, এইরূপ আসা যাওয়া আপনার কষ্ট বই কি! ইহাতে যদি কষ্টবোধ করেন, তাহা হইলে না হয় আর আসিবেন না।"

রজনী বলিলেন,—"তাহাই স্থির। তুমি ঠিক কথাই

বলিয়াছ, আর আসিব না। শুনিতে পাইবে লক্ষ্মীর মা! তোমার নিষ্ঠুরতায়, তোমার দিদির নির্দ্দয়তায়, রজনীকান্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার মত অধম মরিয়া গেলে, কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না; কিন্তু ভগবান্ দেখিবেন, নর হত্যার পাপে তোমাদের দুই জনকেই পাপী হইতে হইবে।”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“আপনি মরিয়া পাপের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন, কিন্তু আমার দিদি ঠাকুরাণীর গতি কি হইবে? তিনি তো আপনাকেই মন-প্রাণ সকলই দিয়া বসিয়া আছেন, আর তো তাহা ফিরিবার উপায় নাই। রাগের ভরে তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বেই বিধবা করিলে, আপনার নিষ্ঠুরতা না হইয়া পুণ্য হইবে নাকি?”

রজনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—“লক্ষ্মীর মা! এত মিথ্যা কথাও তোমার পেটে আছে? আমি তোমার দিদির জন্য পাগল; কয়দিন হইতে তুমি বলিতেছ, তিনিও আমার প্রতি অনুরাগিণী। তবে লক্ষ্মীর মা! তুমি আমাদিগের বিবাহ না ঘটাইয়া মজা দেখিতেছ কেন?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“বিবাহ তো হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়; যখন কথা-বার্ত্তা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, তখন আর বাকী কি আছে? আপনি সে জন্য এত উতলা

হইতেছেন কেন জামাই বাবু! এই দারুণ বর্ষাকালটা কাটিয়া যাউক না, তাহার পর যাহা হয় করিলেই হইবে।"

তখন রজনী আরও নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীর মা! আর একদিনও বিলম্বের কথা বলিও না। আয়োজন হইয়াছে, ললিত বাবু মত দিয়াছেন, তুমি আমাকে কয়দিন হইতে জামাই বাবু বলিয়া ডাকিতেছ, উভয় পক্ষের কুলের মিল হইয়াছে, সরযূবালা কৃপা করিয়া সম্মত হইয়াছেন, আর আমি পাগল হইয়াছি! ইহার পরেও আর বিলম্বের কথা বলিলে, আমার বুকে ছুরি মারা হয়।"

লক্ষ্মীর মা নিরুত্তর।

রজনী আবার বলিলেন,—"কথা কহিতেছ না কেন? লক্ষ্মীর মা! তুমি পরিচারিকা নহ, তুমি দাসী বা ঝি নহ; তুমি অভিভাবিকা, আত্মীয়া। তুমি আমাদের স্বজাতীয়া, বয়সে বড়। আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি, লক্ষ্মীর মা! আমাকে রক্ষা কর, আর কষ্ট দিও না।"

তখন লক্ষ্মীর মা সুর টানিয়া, অনুচ্চ স্বরে বলিল,—"আচ্ছা।"

আর কোন কথা লক্ষ্মীর মা বলিতেছে না দেখিয়া, রজনী সোদ্বেগে জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা কি লক্ষ্মীর মা! তাহার পর আর কি বলিবে লক্ষ্মীর মা বল! চুপ করিয়া থাকিও না।"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে উপরে আসুন। আমি ললিতমোহন বাবুকে ডাকিয়া আনাই; যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আজিই শুভকর্ম্ম শেষ করিয়া দিব; কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি এ কয়দিনই আপনাকে বলিতেছি, যদি আপনার দোষে, আমার দিদিকে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়, তাহা হইলে, আপনার কাণ মলিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিব।"

রজনী বলিলেন,—"আর যদি প্রাণপণ যত্নে আমি তাঁহাকে আনন্দে রাখি, তাহা হইলে আমার কি পুরস্কার হইবে?"

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"চিরদিন আমার একটী বাঁদর পুষিতে সাধ ছিল; তাহা হইলে বুঝিব আমার লক্ষ্মী বাঁদর বেশ পোষ মানিয়াছে। তাহাকে ভাল করিয়া কলা খাইতে দিব।"

উদ্বেজিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, আশায় উৎফুল্ল হইয়া, লক্ষ্মীর মার সহিত রজনীকান্ত উপরে উঠিলেন। আজ সেই সরযূবালা সেই শোভাময়ী অপ্সরা, রজনীকান্তের পত্নী হইবেন কি? রজনী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, নারায়ণ! এই ক'র, যেন লক্ষ্মীর মার মন বদলাইয়া না যায়।

এক সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর রজনীকান্তকে বসিতে বলিয়া লক্ষ্মীর মা চলিয়া আসিল।

রজনী ভাবিতে লাগিলেন, অনতিদূরে কক্ষান্তরে হয় তো এই ভিত্তির বিপরীত দিকে, তাঁহার হৃদয়ের দেবী, বসিয়া আছেন; তিনি সেই গুণবতীর নিমিত্ত যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন, সে দেবীও কি তেমন না হউক, তার শত ভাগের এক ভাগও আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন? লক্ষ্মীর মা বলিয়াছে, তিনি রজনীকে সচ্চরিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি রজনীকে প্রেমিক বলিয়া স্থির বুঝিয়াছেন এবং তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক রজনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর মা গেল কোথা! আয়োজন সকলই স্থির হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় প্রস্তুত আছেন, তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন যে কোন দিন গোধূলী লগ্নে বিবাহ হইতে পারে; তবে লক্ষ্মীর মা কি ব্যবস্থা করিতে কোথায় চলিয়া গেল?

তখন বাহিরে অলঙ্কারের ঝনৎকার রজনীর কর্ণে প্রবেশ করিল, রজনী চমকিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর মা, এক সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিত-কায়া, অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর হাত ধরিয়া সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবতী কম্পমানা এবং রোদনজনিত কণ্ঠাবরোধ হেতু রুদ্ধ-শ্বাসা।

রজনী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তখন কি বলিতে হইবে, কি করা উচিত, কিছুই তাঁহার মনে হইল না।

লক্ষ্মীর মা বলিল,—"জামাই বাবু! যাঁহাকে দেখিয়া,

যাঁহাকে পাইবার জন্য, আপনি এতদিন ব্যাকুল হইয়াছেন, ইনিই সেই তিনি। ইনি আপনারই বিবাহিত পত্নী—৺চন্দ্রমোহন বাবুর কন্যা সরযূবালা।” রজনী কাঁপিতে কাঁপিতে সেই শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মীর মা আবার বলিতে লাগিল, “সকলেই জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনিও বুঝিয়াছিলেন যে, আপনি ইহার স্বামী।”

রজনী বলিলেন,—“আমার দুষ্কৃতির সীমা নাই আমি কেমন করিয়া সরযূর নিকট আজ মুখ দেখাইব?”

লক্ষ্মীর মা বলিল,—“এ কথার উত্তর আমি জানি না। চিনিয়াছিলেন বলিয়াই দিদি আপনাকে দেখিয়াছিলেন—দেখিতে দিয়াছিলেন; আমরাও আপনাকে চিনিয়াছি বলিয়াই এতদিন আসিতে দিয়াছি। আপনার দুঃখিনী স্ত্রী আপনার সম্মুখে।”

তখন সরযূ রোদনে অন্ধপ্রায় এবং উৎসাহে সংজ্ঞাহীনপ্রায় হইয়া রজনীকান্তের চরণ সমীপে পড়িয়া গেলেন। লক্ষ্মীর মা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল বাহিরে আসিবার সময় সে ঘরের দরজা টানিয়া দিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে ললিতমোহন একাকী তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কর্ত্তব্যের সমাপ্তি নাই ; এ জীবন কেবল কর্ত্তব্যেরই সমষ্টি। এই কর্ত্তব্যের অবসান কবে, কোথায় হইবে তাহার স্থির নাই। কার্য্যের সমাপ্তি করাই আবশ্যক, তাহাতে পরিণাম কি হইবে সে চিন্তা করিবার জন্য অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। দুঃখিনী সরযূর মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। আমার প্রধান কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। আর আমি এখানে থাকি কেন ?

সরযূর স্বামী-সম্মিলন ঘটিলেই ললিতমোহন এখানে আর থাকিবেন না স্থির করিয়াছেন। কোথায় যাইবেন বা কি করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না ; কিন্তু আসক্তিযুক্ত হইয়া আর কোন কর্ত্তব্যের ভার স্কন্ধে লইবেন না, ইহা তাঁহার স্থির ছিল। ললিতমোহন ঘোরতর ভোগী এবং ঘৃণিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, কিন্তু তিনি চিরদিনই অনাসক্ত। বাল্যে ধনসম্পত্তিতে তাঁহার আসক্তি হয় নাই, বিবাহ করিয়া সন্তানাদি সহ সংসার-ধর্ম্ম করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, কোন পুরুষ বা নারী বিশেষের প্রতি কখনই আসক্তিতে তিনি বদ্ধ হন নাই, বিদ্যাজনিত

আত্মপ্রসাদ বা ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত খ্যাতি বা পুণ্যলাভে তাঁহার কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই। তিনি ভোগ পরায়ণ হইয়া জীবনপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি অভ্যস্ত বা আসক্ত হন নাই, কোন ঘৃণিত কর্ম্মে কদাপি তিনি অনুরক্ত বা মগ্ন হন নাই, তাঁহার ভোগ ও ঘৃণিতানুষ্ঠানও তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট বা বদ্ধ করিতে পারে নাই।

আজীবন একমাত্র কর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপন্নের বিপন্মোচন, কাতরকে শান্তি প্রদান এবং যথাযোগ্য স্থানে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান বিষয়ে, তিনি অত্যাসক্তি ও অত্যনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলাফল ভোগ করিবার নিমিত্ত, তজ্জনিত সুখ্যাতি লাভের অভিপ্রায়ে বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিণাম বিবেচনা করিয়া তিনি কখন তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন নাই, কখনই তত্তৎকর্ম্মের ফলাফলের সহিত আপনার সম্বন্ধ রাখেন নাই; সুতরাং এই পরোপকার রূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ললিতমোহন তাহাতে অনাসক্ত।

ঘোরতর পাপাসক্ত দুষ্কৃতি পরায়ণ ললিতমোহন, মানবসমাজের বিচারে অতিশয় অপবিত্র ও ঘৃণিত হইলেও চিত্তোন্নতি সম্বন্ধে বোধ হয়, বহু সাধুনামধারী অসাধুর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাচার্য্যেরা স্পষ্ট

ভাষায় বলিয়াছেন, অনাসক্ত কর্ম্মীরাই সাধু এবং চরমে চিত্ত শুদ্ধিজনিত পরম ফলের অধিকারী। ললিতমোহন আজন্ম অনাসক্তি হেতু চিত্তকে একান্ত নির্ম্মল করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই নির্ম্মলতা তাঁহাকে ক্রমাগত অঙ্গুলী সঙ্কেতে সম্মুখবর্ত্তী অত্যুজ্জ্বল রমণীয় ক্ষেত্র নিরন্তর দেখাইয়া দিতেছে।

শ্রীভগবান্ ভগবদ্গীতায় গম্ভীর ভাষায় বলিয়াছেন, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ-ভয়ক্রোধ-স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"

আমরা দেখিয়াছি, ললিতমোহন এপর্য্যন্ত কখনও কোন দুঃখে উৎকণ্ঠাকুল হন নাই, কখনও কোন সুখের আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন হইয়া কার্য্য সাধন করেন নাই এবং অনু-রাগ, ভীতি এবং ক্রোধের কদাপি কোন কার্য্যেই পরিচয় দেন নাই। এইরূপ মহাত্মাই মুনি নামের যোগ্য। কার্য্যা-কার্য্যের বিচারে প্রয়োজন নাই, কেবল আবশ্যক, চিত্তের ভাব ও আসক্তির পরিমাণ আলোচনা। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, ললিতমোহন রূপ তুলাদণ্ড পাপের দিকেও নত হয় না, পুণ্যের দিকেও উন্নত হয় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আসক্ত হইয়া চলিয়া পড়ে না অথচ অনাসক্তি হেতু কাহাকে উপেক্ষা করেন না।

অনাসক্ত ললিতমোহন একই স্থলে আপনার দুর্ব্বল-হৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাধিকাসুন্দরীর প্রতি

তিনি অন্তরে অনুরাগ পোষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে অনুরাগ তাঁহার হৃদয়কে কখনও কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই এবং একদিনও সেজন্য তিনি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করেন নাই। তিনি যেরূপ স্বাধীন ভাবে কর্ম্মময় জগতে যথাসাধ্য কর্ম্মসেবা করিতেছিলেন, কদাপি তাহাতে বিরত হন নাই। এই আসক্তি তাঁহার হৃদয়কে অভ্যুন্নত করিবার সহায়তা করিল ; এই আসক্তি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল যে, হৃদয়ের প্রেম, পদার্থ বিশেষে ঢালিয়া দিতে পারিলে, ক্রমে মানব ভগবৎ প্রেমেও অধিকারী হইয়া থাকে। এই প্রেম ললিতমোহনের সম্মুখে ক্রমশঃ ভক্তিরাজ্যের অতি রমণীয় দ্বার খুলিয়া দিল এবং মানুষকে দেবতারূপে পূজা করিতে শিখাইল। ভোগস্পৃহা বিবর্জ্জিত আসঙ্গ লিপ্সা পরিশূন্য হৃদয়ে ললিতমোহন প্রাণের ভক্তি, হৃদয়ের প্রীতি, অন্তরের আদর মিশাইয়া দেব পূজা করিতে শিখিলেন। যাহা তাঁহার যাতনার হেতুভূত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা তাঁহার আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল, বিষে অমৃতের উৎপত্তি হইল, ললিতমোহন সুখী হইলেন। গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে স্রোতস্বিনী নিপতিত কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

টহল সিং আসিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিল,—

"মাঠাকুরাণীর বাসা হইতে আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি এখনই সেখানে যাইব স্থির করিয়াছি, তোমার সহিত কয়েকটা কথা আছে। এখানকার কাজ যাহা হাতে ছিল, তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে, আপাততঃ এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন দেখিতেছি না।"

টহল সিং বলিল,—"ঠিক কথা। এখানকার আব হাওয়া ভাল লাগে না।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"তাই বলিতেছি, আজ পর্য্যন্ত লোক জনের বেতন ও বাড়ীর ভাড়া তুমি এখনই মিটাইয়া দেও। বাক্সে ৪০০৲ শত টাকা আছে বলিয়াছ, বোধ হয় তাহাতে সব মিটিয়া যাইবে।"

টহল বলিল,—"এত টাকা কেন লাগিবে? আমাদের দেনা বেশী নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"বেশ। তুমি এখনই এ সব কার্য্য শেষ কর, আমি মা'র বাটী হইতে দেখা করিয়া আসিতেছি।"

চির পরিচিত পশ্চিম প্রদেশে পুনরায় যাইবার সুযোগ হইতেছে বুঝিয়াও টহল প্রসন্ন হইল না। তাহার মনে কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া আসিল। ললিতমোহনের কথা-বার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গি. সে বড়ই অমঙ্গলসূচক বলিয়া

মনে করিল। সে আবার বলিল,—"ও বাসার কি হইবে?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"ও বাসা এখনও থাকিবে। রজনীকান্ত বাবু বাসা সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাই হইবে। তিনি ধনবান লোক, বোধ হয় আমার কোন সাহায্য তিনি গ্রহণ করিবেন না। আমি যতদূর জানি তাহাতে বোধ হয়, সরযূ মাতার হাতে এখনও অনেক টাকা আছে, সুতরাং ও বাসার জন্য কোন চিন্তার প্রয়োজন নাই। তুমি এ দিকের সমস্ত মিটাইয়া রাখ, আমি সরযূ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। কালি প্রাতে আমরা বাটী ছাড়িয়া দিব, লোক-জনকেও বিদায় দিব।"

টহল সিং প্রভুর অনেক অব্যবস্থিত কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার মনে কখনই বিস্ময় জন্মে নাই; আজই তাঁহার ব্যবহার চিরানুগত টহল সিংহের হৃদয়কে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিল।

ললিতমোহন সরযূবালার বাসায় আসিলেন এবং নীচে হইতে লক্ষ্মীর মাকে আহ্বান করিলেন। লক্ষ্মীর মা তাঁহাকে উপরে আসিবার নিমিত্ত আদরের সহিত অনুরোধ করিল। রজনী তখনও সেখানে ছিলেন; তিনি বাহিরের বারাণ্ডায় থাকিয়া আসুন আসুন শব্দে ললিতমোহনকে আহ্বান করিলেন। ললিতমোহন উপরে

উঠিলে, রজনী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। তখন সরযূ-বালা সম্মুখে আসিয়া ভূতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক ললিত-মোহনকে প্রণাম করিলেন।

ললিতমোহন দেখিলেন, সেই দুঃখিনী সরযূ আজ বিধাতার কৃপায় আনন্দময়ী। সরযূর হাস্যময় সলজ্জ মধুর ভাব! সরযূর প্রাণের আনন্দ যেন শত সঙ্গোপন চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সরযূ সুখী। ললিতমোহনের নয়নে আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন,—"মা, দুইটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

সরযূ বলিলেন,—"আপনি এই আসনে বসিয়া যাহা বলিতে হয় বলুন; কিন্তু আপনি নাকি আমাকে আর চরণাশ্রয়ে থাকিতে দিবেন না বলিয়াছেন? এইরূপ নির্দ্দয় কথা আপনার মুখ হইতে কেন বাহির হইল বাবা?"

ললিতমোহন আসনে না বসিয়াই বলিলেন,—"আমি তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি মা! আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তোমার অগোচর নাই। আমি চিরদিনই বনের পশু। শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিব কেন মা?"

সরযূ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"একি কথা! "সন্তান সন্ততির স্নেহের বন্ধন সকল পিতাকেই তো পরিতে হয় বাবা! আপনি কেন এ শৃঙ্খল ছিঁড়িবেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"কন্যা সন্তানকে জামাতার হাতে অর্পণ করিলে, পিতা-মাতার কর্ত্তব্যের শেষ হয়। রজনীকান্ত উপযুক্ত, রজনীকান্ত সক্ষম। আমার বড় আনন্দ যে তিনি তাহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি তোমার ভার লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তবে মা! কেন তোমরা আমাকে এখনও ছুটি দিবে না?"

সরযূ সেকথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এসময়ে একবার কাশী যাওয়া উচিত নয় কি বাবা? কয়েক দিন মার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বড়ই ভাবনা হইয়াছে। হয়তো পীড়া অতিশয় বাড়িয়াছে, আমাদিগের আর এখানে এরূপ নিশ্চিত ভাবে এক দিনও থাকা উচিত নহে।"

ললিতমোহনের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, —"যাইতে পার।"

সরযূ বলিলেন,—"আর আপনি?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি কি করিব, কোথায় যাইব তাহা জানি না। কাশীতে আমার যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই।"

সরযূ সকলই বুঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার আর সাহস হইল না, তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গম্ভীর ভাবে ললিতমোহন বলিলেন,—"জানি না

কি করিব। আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই; স্কন্ধে কোন কর্ত্তব্যও নাই। এ অবস্থায় ভগবান আমাকে যাহা করাইবেন আমি তাহাই করিব।" তাহার পর ডাকিলেন, "লক্ষ্মীর মা!

"কি বাবা!" বলিয়া লক্ষ্মীর মা সেইস্থানে আসিল। ললিতমোহন বলিলেন,—"লক্ষ্মীর মা! তুমি বড়ই ভাল মেয়ে। আমি হয় তো কালি হইতে এদেশে আর থাকিব না। আমার মা রহিলেন, বাবা রহিলেন, তুমি ইঁহাদিগের সঙ্গে থাকিও। সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাদিগের যত্ন করিও"

লক্ষ্মীর মা বলিলেন,—"আপনি কাশী যাইতেছেন কি বাবা?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"না।"

তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"রজনীকান্ত! একবার এদিকে আইস বাবা!" সরযূ অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"যাইওনা মা! আমার আর একটু কথা আছে। তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে।"

তখন রজনীকান্ত আসিয়া অধোমুখে দাঁড়াইলেন। ললিতমোহন উঠিয়া রজনীকান্তকে সরযূর সমীপে আনয়ন করিলেন। তাহার পর রজনীকান্তের হস্তের সহিত সরযূর হস্ত মিলন করাইয়া বলিলেন,—"বাবা

রজনীকান্ত! এই সতী লক্ষ্মী সরযূবালা এখন আমারই কন্যা; ইনি তোমারই সামগ্রী, তোমারই দাসী; তোমার চরণে আমি অর্পণ করিতেছি।"

সরযূ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর লক্ষ্মীর মা অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। রজনীকান্তের মুখ গম্ভীর ও নয়ন অশ্রুজল হইল।

ললিতমোহন আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার এই দুঃখিনী মা জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত! তোমার চরণাশ্রয় লাভ করিয়া, তোমার এই দাসী অতীত দুঃখ কাহিনী ভুলিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তোমার দোষে আর কখনও যেন এই দেবীর চক্ষুতে জল না আইসে।"

তখন রজনীকান্ত ও সরযূবালা উভয়েই একযোগে ললিতমোহনকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহার চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। ললিতমোহন বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরসুখী হও। আমার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আমি বিদায় হইতেছি।"

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, টহল সিংহ তাঁহার অপেক্ষায় দ্বার পাশে দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সংবাদ টহল?"

টহল বলিল,—"সকলের সকল দেনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"বাক্‌সে কত টাকা ছিল?"

টহল উত্তর দিল,—"চারি শত।"

"কত টাকায় মিটিয়া গেল?"

"একাত্তর টাকায়।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"উত্তম। বাকী সমস্ত টাকা তোমার। অন্যান্য যে কিছু জিনিস বাসায় আছে সমস্তই তোমার। আমার আর কোন সামগ্রীতে প্রয়োজন নাই টহল!"

তখন টহলসিংহের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে প্রভুর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর বলিল,—"হুজুর কি মনে করিতেছেন?"

ললিতমোহন বলিলেন,—"মনে কিছুই করি নাই; মনে করিবার কোন বিষয়ও নাই। আমি আর কলিকাতায় থাকিব না।"

টহল বলিল, "যেখানেই যাইবেন, আমিত সঙ্গেই যাইব।"

একটু চিন্তা করিয়া ললিতমোহন বলিলেন,—"সুবিধা হইবে না। টহল! আমার সঙ্গে তোমার থাকিবার আর আবশ্যক হইবে না।"

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে টহল ললিতমোহনের পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"হুজুর গোলামের কি কসুর! কোন্ অপরাধে এদাসকে আপনি ছাড়িয়া দিবেন?"

অতীব ব্যথিতভাবে ললিতমোহন হাত ধরিয়া টহলকে উঠাইলেন এবং নিজের কোঁচার কাপড়ে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"আইস টহল! তোমার সহিত অনেক কথা আছে। পথের মধ্যে সেসকল কথা বলিবার সুবিধা হইবে না।"

পরদিন প্রাতে টহলসিং কোথাও ললিতমোহনকে দেখিতে পাইল না। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে সরযূবালার বাসায় আসিয়া সংবাদ জানাইল। তখন পূরণ, টহল, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য অনেক লোক নানা স্থানে ললিতমোহনের সন্ধান করিল, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

ললিতমোহন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহু রক্ষক দাস দাসী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রাধিকাসুন্দরী তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়াছেন; গিন্নি মাও তাঁহার সঙ্গে আছেন। তিনমাস তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিলেন, নানা দেবতার নিকট প্রণাম করিলেন, নানাস্থানে নানা ভক্তির লীলা দর্শন করিলেন, অনেক প্রকার ভীষণ ও রমণীয়, বিকট ও প্রীতিজনক দৃশ্য তাঁহার নয়নে পড়িল। কিন্তু কিছুতেই তিনি চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বত্র সকল ব্যাপারের মধ্যেই তিনি ললিত-মোহনকে দেখিতে লাগিলেন এবং যেখানে ললিতমোহন নাই, সেইস্থান রমণীয় হইলেও তাঁহার বিরক্তিকর হইতে লাগিল। হিমালয়ের অতি রমণীয় প্রদেশ সমূহের স্থান বিশেষে তিনি উচ্চ বেদিকার উপর ললিতমোহনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন; হরিদ্বারের গিরিপৃষ্ঠ বিদারণকারিণী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পার্শ্বে, ললিতমোহনের প্রশান্তমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি গদ গদ চিত্তে প্রণাম করি-লেন। কনখলে উপস্থিত হইয়া দক্ষ প্রজাপতির মহা-যজ্ঞস্থল তিনি দর্শন করিলেন, চিত্তে নিতান্ত আত্মগ্লানি

উপস্থিত হইল। যে ক্ষেত্রে সতী-শিরোমণি শিবানী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সতীত্বের সেই সুবিমলক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাধিকার চিত্তমধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তিনি আপনার দুর্ব্বলতা হেতু, আপনাকে আপনি শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল—অনেক স্থান দর্শন করা হইল, অনেক দেবতার নিকট রাধিকা শান্তির প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, মন কোনমতেই আয়ত্তে আসিল না।

রাধিকা স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন, রূপ হারাইয়াছেন, লাবণ্য হারাইয়াছেন এবং শান্তি হারাইয়াছেন। লোকতঃ না হউক, ধর্ম্মতঃ তিনি ধর্ম্মও হারাইয়াছেন; অথচ প্রাণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার আশা তিনি ছাড়েন নাই। মনকে শান্ত ও অধীন করিয়া ধর্ম্মপথে চালিত করিবার চেষ্টা তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। অসৎ পথে চলিয়া, পাপের সাগরে ভাসিয়া, সুখের অন্বেষণ করিতেও তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই; সুতরাং এই বিষম ব্যাপারের সংঘর্ষে তিনি মৃতকল্প।

এখন রাধিকাকে দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই। সে প্রসন্নতা গিয়াছে—সে কোমলতা গিয়াছে,—সে পবিত্রতা গিয়াছে। কৃশ, দুর্ব্বল দেহের সর্ব্বত্র নিদারুণ বিষাদের কালিমা ছাইয়া পড়িয়াছে। চিন্তায়, যন্ত্রণায়

এবং অশান্তির প্রাবল্যে, ললাটের দুইপার্শ্বে, চক্ষুর নিম্নে এবং চিবুকে চর্ম্মাবৃত অস্থি দেখা যাইতেছে। সেই লাবণ্যময়ী রাধিকাসুন্দরী এক্ষণে বিকট কায়া হইয়াছেন।

বহুস্থান, বহুতীর্থ, পর্য্যটন করার পর, রাধিকা সঙ্গী সঙ্গিনীগণ সহ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। যে স্থান প্রেমের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ, যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম অদ্যাপি অত্যদ্ভুত প্রেমলীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং যে স্থানের ধূলি কণায় পরম প্রেমিক—শিরোমণির চরণ রজঃ এখনও সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই অত্যদ্ভুত রমণীয় স্থানে রাধিকা সমাগত হইলেন। বর্ষাকালীন স্ফীতবক্ষ নদীর স্রোতাভিঘাতে তট সমূহ যেমন চূর্ণ হয়, রাধিকার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়, প্রবল বাসনা স্রোতে সেইরূপ নিরন্তর আহত হইতেছিল। কোমল বস্তুর সহিত কঠোর বস্তুর সংঘর্ষ ঘটিলে যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, রাধিকার হৃদয়েরও সেই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় প্রকার যুক্তি স্রোত তাঁহাকে ভাসাইতে ভাসাইতে কখনও বা নরকের দিকে লইয়া যাইতেছিল, আবার কখনও বা স্বর্গ রাজ্যের অভিমুখে টানিয়া লইয়া আসিতে ছিল। যন্ত্রণা অসহনীয়!

বৃন্দাবনে আসিয়া যুক্তি তাঁহাতে বুঝাইতেছিল, এই পুণ্যতীর্থে বৃষভানুসুতা সধবা হইয়াও উপপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমলীলার কাহিনীতে, ভারত

পরিপূর্ণ। তিনি দেবতার সহিত, সর্ব্বত্র পূজিত এবং সকল ভক্তই তাঁহার নিকট অবনত মস্তক; অতএব এই স্থানের এই পুণ্যময় প্রেমক্ষেত্রের অভিনীত লীলার অনুকরণে রাধিকা কেন ইচ্ছামত প্রেম ভোগ করিতে অধিকারিণী হইবেন না? বিরুদ্ধ যুক্তি, ঘৃণার হাসির সহিত বলিতেছে,—"ধিক্ এ কথায়! যাহারা লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম ও যাহারা প্রেমের গূঢ়তা প্রণিধান করিতে অশক্ত, যাহারা প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারাই এইরূপ কুৎসিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকে এবং না বুঝিয়া পূর্ণস্বরূপ নন্দ-নন্দনকে এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীমতীকে ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী বলিয়া উল্লেখ করে।

বৃন্দাবনে বহুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু রাধিকার হৃদয় কোন ক্রমেই পাপের পথে মগ্ন হইয়া সুখের অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

একটা সাম্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে চঞ্চলচিত্ত করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল তিনিও রাধিকা। যে শ্রীমতীর নাম পরম-পুণ্যপ্রদ বোধে ভগবন্নামের পূর্ব্বে যোজিত হইয়া থাকে, তাঁহার সহিত রাধিকার নাম সমান; আর যাঁহাকে তিনি মনে মনে ভাল বাসিয়াছেন, তিনিও ললিতমোহন রূপমদনমোহন; কিন্তু এ সকল কল্পনার সুখ ও আকাঙ্ক্ষা রাধিকা পূর্ব্ব হইতেই নিবারণ করিতে

জানিতেন এখনও তদ্ভাবতকে সহজেই দমন করিতে পারিলেন, কিন্তু প্রাণের জ্বালাতো যায় না! সব শাসন হয়, কিন্তু ভুলিবার উপায়তো হয় না! সকলেই কথা শোনে, পোড়া স্মৃতি কেন এত অবাধ্য!

বৃন্দাবনে ধীর সমীর, যমুনাপুলীন, কেলীকদম্ব, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, বংশীবট, নিধুবন প্রভৃতি নানাদৃশ্য তিনি দর্শন করিলেন। প্রেমের স্মৃতিতে প্রেমলীলার ক্ষেত্র ও চিহ্ন সমূহ দর্শনে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; তথাপি দুঃখিনী বিধবা যুদ্ধে বিরত হইতে পারিলেন না।

দিন কাটিতে লাগিল। সুদীর্ঘ ছয়মাস চলিয়া গেল। একদিন রাধিকা গোবর্দ্ধনগিরি দর্শন করিয়া, মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন; সেইদিন তাঁহার জীবনে আবার এক ঘটনা উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে ভয়ানক আহত করিল।

সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাধিকাসুন্দরী আরতি দর্শনের ইচ্ছা করিলেন। যেস্থানে কংসারি কেশব, মাতুল কংসের নিধনসাধন করিয়া, বিশ্রামের নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছিলেন, যমুনাতীরস্থ সেই স্থান অদ্যাপি বিশ্রাম ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যা সমাগমে সেই স্থানে এক বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ বহু দীপযুক্ত দীপাধার হস্তে কালিন্দীর আরত্রিক করিয়া থাকেন;

সেই পবিত্র ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত তথায় তৎকালে লোকারণ্য হইয়া থাকে। সন্নিহিত অধিবাসিগণের সৌধ-শিরে, অঙ্গনে, চত্বরে, দেবালয়ে, অলিন্দে সর্ব্বত্র কেবল মনুষ্য মস্তক ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। পুরুষ দর্শকের অপেক্ষা বোধ হয় দর্শনার্থিনী নারীরই বাহুল্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা বোধ হয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল তীর্থে সকল অনুষ্ঠানে এবং আস্তিকতার সকল কার্য্যেই বোধ হয় পুরুষের অপেক্ষা নারীরই আগ্রহ ও প্রাচুর্য্য অধিক। মৌখিকই হউক বা আন্তরিকই হউক, সনাতন ধর্ম্মের লৌকিকী অনুষ্ঠান নারী-গণ পালন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু সে অপ্রাসঙ্গিক কথায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আরতি সমাপ্ত হইলে বিশ্রাম ঘাটে আর এক অপূর্ব্ব ব্যাপারের অভিনয় হয়। রমণীগণ দূর হইতে পুষ্প বা পুষ্পমালিকা দ্বারা আরতির দীপ নির্ব্বাণ করিতে থাকেন। মহারাষ্ট্র কামিনী, তৈলঙ্গ সীমন্তিনী, কান্যকুব্জ বাসিনী, বিহারবিহারিণী এবং বঙ্গীয় মহিলা, সকলেই তথায় সৌন্দর্য্যের পসরা লইয়া উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই ফুল বা ফুলের মালা প্রক্ষেপ করিয়া দীপ নিভাইতে চেষ্টা করেন। দূর হইতে, নিকট হইতে, পশ্চাৎ হইতে ও পার্শ্ব হইতে রাশি রাশি কুসুম বর্ষার ধারার ন্যায় পড়িতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাস্যের লহর ছুটিতে থাকে। কেহ নিষ্ফল হইলে সন্নিহিত

সঙ্গিনীরা হাসির রোল তুলিয়া তাহাকে টিট্‌কারী দেয়, কেহ সফল হইলে আত্মীয়ারা হাস্য সহকারে জয়োল্লাস ব্যক্ত করে।

এই আরতি দেখিবার নিমিত্ত, রাধিকাসুন্দরী দিবা-বসানের পূর্ব্বেই আপনার সঙ্গিনী ও রক্ষিগণসহ সন্নিহিত এক অট্টালিকার বারেণ্ডায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য এই স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাধিকা অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া গিন্নিমা ও দুইজন ঝির মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অপরের অলক্ষিত ভাবে সম্মুখস্থ জনতা দর্শন করিতেছিলেন। লোক আসি-তেছে—আরও আসিতেছে, ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান গ্রহণ করিতেছে। স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, কলরব করিতেছে, আরও নরনারী চারিদিক হইতে আসিতেছে।

রাধিকাসুন্দরীর সংজ্ঞা তিরোহিতপ্রায় হইল; দেহ অবসন্নপ্রায় হইল; তিনি অবশভাবে গিন্নিমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। রাধিকা দেখিতে পাইলেন, তাঁহারই ঠিক সম্মুখে, সেই বারেণ্ডার অনতিদূরে, জটাভার সমন্বিত সৌম্যমূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান, তাঁহারই পার্শ্বে তাঁহারই সহিত বাক্য কথনে নিরত আর এক প্রশান্ত দর্শন, রমণীয় যুবা। সেই যুবা ললিতমোহন।

আরতি হইয়া গেল। শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। ফুলের ধারায় দীপ নির্ব্বাণোৎসব সম্পন্ন হইল।

হাসির রোল ও আনন্দোচ্ছ্বাস থামিল। সমাগত জন-প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। রাধিকা কিছুই দেখিলেন না, তখন তাহাতে তিনি নাই।

গিন্নিমা তাঁহাকে নিদ্রাগত মনে করিয়া গায়ে হাত দিয়া নাড়িলেন, তখন রাধিকার চৈতন্য হইল। গিন্নিমা বলিলেন,—"ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে মা! চল এখন বাসায় যাই।"

নয়ন মার্জ্জন করিয়া রাধিকা বারংবার যেস্থানে ললিত মোহনকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কোথায় সে দেবতা! সে সন্ন্যাসী সেখানে নাই; দেবকান্তি ললিতমোহনও সেখানে নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্ত্তস্বরে রাধিকা বলিলেন,—"চল।"

সকলে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধিকাসুন্দরী মিথ্যা দেখেন নাই; সত্যই ললিত-মোহন একমাস পূর্ব্বে মথুরায় আগমন করিয়াছেন এবং যে স্থানে, উত্তানপাদ-নন্দন ধার্ম্মিকোত্তম ধ্রুব পিতৃপুরুষ-গণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুব ঘাটের সন্নিধানে ললিতমোহন অবস্থিতি করিতেছেন।

তিন মাস হইল ললিতমোহন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। টহল বা সরযূ, রজনীকান্ত বা রাধিকা-সুন্দরী কাহারও সংবাদ তিনি জানেন না। কোন সংবাদের জন্যই তাঁহার হৃদয় আর ব্যাকুল নহে; কোন রূপ আসক্তি বা অনুরাগের তিনি আর অধীন নহেন।

লোকে উন্নতির মার্গ কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহার ন্যায় সরল, মনোরম ও অবাধ পথ আর কিছুই নাই। অনাসক্ত ললিতমোহন চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তির অধিকারী হইয়া স্বতঃই জ্ঞানার্থী হইয়াছেন। রাধিকাকে আসঙ্গলিপ্সা বিবর্জ্জিত ভাবে তিনি হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া ভাল বাসিতেন, সেই ভালবাসা ক্রমে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতর, পবিত্রতর এবং মধুরতর ভাল-বাসা শিখাইয়াছে। সেই ভালবাসা তাঁহাকে দেবতার

প্রতি ভক্তি করিতে, দেবতাকে ভাল বাসিতে উপদেশ দিয়াছে; এবং সেই ভালবাসা তাঁহাকে নশ্বর কামনা জড়িত অকিঞ্চিৎকর পদার্থের প্রতি প্রেম পরিত্যাগ করিয়া অবিনাশী, চিরস্থায়ী পরম বস্তুকে ভাল বাসিবার উপায় দেখাইয়া দিয়াছে।

ললিতমোহন পূর্ব্ব হইতেই স্বভাবতঃ ক্রোধ, ভয় এবং আসক্তি বর্জ্জিত ছিলেন। অধুনা কাল চক্রের আবর্ত্তনে তিনি পরম প্রেমিক হইয়াছেন এবং আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, দীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কোন গুরূপদেশ-গ্রহণ করিতে হয় নাই। কোন সাধনার অনুসরণ করিতে হয় নাই। এইরূপ নির্ম্মলতা তাহার আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে উপজাত হইয়াছে। জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও ভাস্বর; আপনিই হৃদয়ে তাহার উন্মেষ হয় এবং আপনিই তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। কেবল চিত্ত প্রস্তুত ও উপযোগী হইলে, অন্যান্য উন্নতি আনায়াস সাধ্য হয়। জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয় হইলে, সুদূরস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, আপনিই আসিয়া তাহার মধ্যগত হয়। হৃদয় স্ফাটিক বা তৈজসের ন্যায় উপযোগী হইলে, আপনি দীপের দীপ্তি গ্রহণ করে। সেই ভাগ্যবান অনাসক্ত ললিতমোহনের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই উন্নতির নিমিত্ত আপনি প্রস্তুত হইতেছিল, শত শত

কুকার্য্য তাঁহাকে মাতাইয়া ছিল, কিন্তু কখনও বদ্ধ করিতে পারে নাই। বহু প্রলোভন--বাগুরা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই।

একমাস কাল ললিতমোহন বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরাধামে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। সঙ্গে কোন ভৃত্য নাই কোন অনুচর নাই ; তিনি একাকী আপনার আহার্য্যের আয়োজন করেন, আপনার দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং আপনার বিবিধ-নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করেন। এখানকার বহুলোক তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাঁহার সরলতা ও দীনতা, তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তি ও নিরহঙ্কৃত ভাব, তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি ও শান্তস্বভাব তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের নিকট পরিচিত করিয়াছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আইসেন, অনেক দুঃখী ও বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে আইসে এবং অনেক ধনবান বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাঁহাকে দর্শন করিতে আইসেন। সেই অল্পভাষী হাস্যমুখ, পরদুঃখ কাতর পুরুষ সতত মানবের প্রসাদনে নিযুক্ত।

প্রত্যূষে ললিতমোহন পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্রাম ঘাটের অনতি দূরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠীদিগের বিগ্রহ দর্শন করিয়া ফিরিতে ছিলেন। শ্রেষ্ঠীদিগের সেই বিগ্রহ মণিমুক্তা জড়িতালঙ্কারে

অত্যুজ্জ্বল। দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ললিতমোহন যখন নিজের ক্ষুদ্র আবাস গৃহের অভিমুখে ফিরিতেছেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক। সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক, গৃহস্থ ও ভিক্ষুক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে।

সম্মুখে একস্থানে বহুলোক সমবেত হইয়া অতিশয় উচ্চরবে বাক্ বিতণ্ডা করিতেছে। ললিতমোহন নিকটস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন, একব্যক্তি সহসা হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যষ্টি দ্বারা অপর একব্যক্তির মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। হায়! হায়! করিলে কি! করিলে কি! বলিতে বলিতে ললিতমোহন সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহতব্যক্তি রুধিরসিক্ত অবস্থায় ভূপতিত হইল। আঘাতকারী বেগে পলায়ন করিল। অনেকলোক "ধর ধর," শব্দে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল।

আহত ব্যক্তি অপরিচিত। কেন তাহার সহিত আঘাতকারীর বচসা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর কেনইবা সে এরূপ আঘাতে ইহাকে ভূতলশায়ী করিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তখন ললিতমোহন ও তাঁহার দুইজন সন্ন্যাসী সঙ্গী সেই আহত ব্যক্তির অতি নিকটে গমন করিলেন। বুঝিলেন, আঘাত গুরুতর হইলেও আহত ব্যক্তির সহসা প্রাণান্ত ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই এবং শুশ্রূষা করিলে ইহার জীবন রক্ষা

হইবে। তখন ললিতমোহন সন্নিহিত এক দোকান হইতে জল লইয়া আপনার উত্তরীয় সিক্ত করিলেন এবং তদ্দ্বারা আহত ব্যক্তির মস্তক দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তাহার মুখে চক্ষুতে ও ললাটে জল দিলেন; একটু চিন্তা করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকগণকে একখানি ডুলি আনাইয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন অনর্থক সময় নষ্ট করা অবৈধ মনে করিয়া ললিতমোহন সন্নিহিত দোকান হইতে এক খানি কম্বল ক্রয় করিলেন, সেই কম্বল দুই ভাঁজ করিয়া আহতকে তাহার উপর স্থাপন করিলেন। একজন সন্ন্যাসী কম্বলের একদিক ধারণ করিলেন, ললিতমোহন এবং অন্য এক সন্ন্যাসী কম্বলের অপর দিক ধরিয়া লইলেন। আহত ব্যক্তিকে এইরূপ বহন করিয়া ললিতমোহন আপনার ক্ষুদ্র আবাসে উপস্থিত হইলেন। পীড়িতের তখন সংজ্ঞা হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ আহরণ করিয়া ললিতমোহন তাহাকে সেবন করাইলেন। আহত অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। সন্ন্যাসী দ্বয় তাহার মস্তকে প্রলেপ দিবার নিমিত্ত লতা বিশেষের অন্বেষণে গমন করিলেন। ললিতমোহন একাকী সেই কাতর পুরুষের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

সহসা সবিস্ময়ে ললিতমোহন দেখিলেন, এক অবগুণ্ঠনবতী নারী, দুইজন দ্বারবান বেশধর পুরুষের সঙ্গে

তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নারীর বেশ বঙ্গদেশ বাসিনীগণের ন্যায়, তিনি বিধবা। অতি নিকটস্থ হইয়া নারী মুখের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন। সবিস্ময়ে ললিত-মোহন দেখিলেন, এই নারী রাধিকাসুন্দরীর সহচরী সেই গিন্নি মা। ললিতমোহন চমকিত হইলেন।

গিন্নি মা রক্ষিদ্বয়কে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা একটু দূরে চলিয়া গেলে গিন্নি মা বলিলেন,—"ললিত বাবু! চমকিতেছেন কেন?"

ধীর ভাবে ললিতমোহন বলিলেন,—"আপনাকে বহুদিন পূর্ব্বে কাশীতে দেখিয়াছি। এখানে হঠাৎ আপনার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে এরূপ বোধ ছিল না। আমি কলিকাতায় একবার শুনিয়াছিলাম, আপনারা সকলে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলেন।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"ঠিকই শুনিয়াছিলেন। আমরা অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি।"

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনাদের সমস্ত কুশল ত?"

গিন্নি মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"কুশল দূরে থাকুক, আমাদিগের সর্ব্বনাশ অতি নিকটে। ললিত বাবু! আমি কাশীতেই আপনাকে জানাইয়াছি, রাধিকা সুন্দরী অসম্ভব আশায় পাগল হইয়া, মরিতে বসিয়াছেন। বহুদিন কাটিয়া গেল, নানা স্থানে ভ্রমণ করা হইল;

মনের ভিতরে তিনি নানা প্রকারে সাবধান হইবার চেষ্টা করিলেন, প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া সৎপথ দেখাইবার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।”

ললিতমোহন অধোমুখ, চিন্তিত।

গিন্নি মা আবার বলিলেন,—“গতকল্য বিশ্রামঘাটে আরতির পূর্ব্বে রাধিকাসুন্দরী আপনাকে দেখিয়াছেন। তিনি পরে আমাকে সে কথা জানাইয়াছেন। আমি তখন হইতে আপনার সন্ধানে লোক লাগাইয়াছি। অদ্য প্রাতে একটা মারামারির সময় আমাদিগের একজন দ্বারবান আপনাকে দেখিয়াছে। সে বাসায় ফিরিয়া সংবাদ জানাইবামাত্র আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। রাধিকা আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে বলেন নাই, আমি যে আপনার নিকট আসিতেছি তাহাও তিনি জানেন না।”

ললিতমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—“এক্ষণে তাঁহার শরীরের অবস্থা কিরূপ?”

গিন্নি মা উত্তর দিলেন,—“কি বলিয়া বুঝাইব? আমরা দেখিতেছি, তাঁহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী। শরীরের অবস্থা অতি মন্দ।”

ললিতমোহন বলিলেন,—“আমাকে আপনি কি করিতে বলেন?”

গিন্নি মা বলিলেন,—“কিছুই করিতে বলি না। অতি

অল্প সময়ের পরিচয়েই আমরা বুঝিয়াছিলাম, আপনি মহাশয় লোক। এ ব্যাপারে আমরা সকলেই জানি, আপনার কোন দোষ নাই বরং আপনি এ বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। পুরুষে এবিষয়ে এমন ত্যাগ স্বীকার কখনও সহজে করিতে পারে না। আপনি আমাদিগের হিতৈষী বন্ধু। বিপদে পড়িয়া সর্ব্বনাশ নিকটে দেখিয়া, আপনার কাছে আসিয়াছি।"

ললিতমোহন নীরব, অধোমুখ।

গিন্নি মা আবার বলিলেন,—"কন্যা হঠাৎ আপনাকে দেখিয়া তিনি মুর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার ভাব ভঙ্গী আরও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি অতি সাবধান। আপনাকে পুনরায় দেখিবার বা আপনার সহিত একটি কথা কহিবার আকিঞ্চনও একবার প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনে যে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে, তাহার কোনই ভুল নাই।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"মা! যদি বিশ্বাস করিয়া অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি একবার দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" সজল-নয়নে গিন্নিমা বলিলেন, "—আপনার কল্যাণ হউক। আমিও এইরূপ অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলাম; বিশ্বাস আপনাকে যথেষ্ট করিয়া থাকি; আপনি যেরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মনুষ্যলোকে অতি দুর্লভ।"

ললিতমোহন বলিলেন,—"আমি দেখা করিব, এই সংবাদ পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়া রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কখন কি ভাবে আমি দেখা করিতে পারিব তাহার এখনও স্থিরতা নাই। আপনি চিন্তা করিবেন না; যাহাতে তাঁহার চিত্তে শান্তি আইসে আমি তাহার চেষ্টা করিব। কলিকাতার সংবাদ আপনারা জানেন কি?"

গিন্নিমা বলিলেন,—"আমরা সকলই শুনিয়াছি। সরযূ দিদি সুখী হইয়াছেন। আপনার চেষ্টায় সকলই শুভ হইয়াছে। আপনি এই বিষয়ের যেরূপ হউক একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। যাহা ভাল হয় করুন।"

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে এক দীর্ঘকায় বিশালবক্ষ প্রসন্নানন সন্ন্যাসী আসিয়া সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। গিন্নিমা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযূবালা আশার অতীত সুখী হইয়াছেন। রজনীকান্ত তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের দুষ্কৃতির নিমিত্ত বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইয়া পুনঃপুনঃ আপনাকে অপরাধী দেখাইতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে বিনোদিত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

ললিতমোহন প্রস্থান করার পর নানাপ্রকারে তাঁহার অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিন পরে ডাকে রজনীকান্তের নামে এক পত্র আসিল; সে পত্র ললিতমোহন বাবুর হস্তলিখিত। তিনি তাহাতে রজনীকান্ত ও সরযূবালাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; তাঁহাদিগকে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন; টহল সিংহকে জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন; তিনি স্বয়ং কখন কোথায় থাকিবেন, তাহার স্থিরতা নাই লিখিয়াছেন; সুতরাং ললিতমোহন বাবুর আর কোন সন্ধান হইল না। তখন অগত্যা রজনীকান্ত সরযূবালা ও টহল সিংহ, ললিতমোহনের প্রত্যাগমন আশা পরিত্যাগ করিলেন;

কিন্তু টহল সিংহ সে আশা ছাড়িল না। সে দেশে চলিয়া আসিল, ললিতমোহনের প্রদত্ত অর্থে সুখে দিনযাপন করিবার আশায় সে দেশে ফিরিল না,যেরূপে হউক প্রভুর সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলনই তাহার সঙ্কল্প হইল।

পাঁচদিন পরে বাসা উঠাইয়া দিয়া সরযূবালাকে লইয়া রজনীকান্ত শ্যামবাজারে আপনার পৈত্রিক ভবনে আসিলেন। স্বামীর ভবনে সরযূবালা কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলেন। সুখ ও আশা পূর্ণমাত্রায় তাঁহাকে আশ্রয় করিল, লক্ষ্মীর মাও সঙ্গে থাকিল।

এত সুখের মধ্যে এক চিন্তা সময়ে সময়ে সরযূবালাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। রাধিকাসুন্দরীর কি হইল? তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন শুনিয়াছি, আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চিত্তকে তিনি স্থির করিতে পারিয়াছেন কি? বোধ হয় না। বোধ হয়, যুদ্ধ সমানই চলিতেছে, বোধ হয় সে যুদ্ধে তাঁহার আত্মনাশ ঘটিবে, জানিনা কি হইল। আর ললিতমোহন! তিনি সহসা আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন কেন? সেই অনাসক্ত সাধু এখানকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন? আবার রাধিকাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে ফিরিতেছেন কি? অসম্ভব! সে প্রবৃত্তি থাকিলে তিনি পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিতেন।

না, চিত্তের উপর তাঁহার আধিপত্য অসীম। তিনি কখনই কোন মন্দ উদ্দেশ্যে যান নাই, তবে কি হইল! ইহাদিগের সংবাদ পাইবার কি কোনই উপায় নাই? কাশীতে ইহারা নাই; কোথায় আছেন জানিলে স্বামীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সরযূবালা একবার ললিতমোহন ও রাধিকাসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

গরবিণী ও মতিলাল সকলই জানিয়াছে। কুলটা বুঝিয়াছে, রজনীকান্তকে হস্তগত করিবার আর উপায় নাই। সে তখন মতিলালকেই এই সর্ব্বনাশের কারণ স্থির করিয়া, আপনার কপালে আপনি করাঘাত করিয়াছে। সে যদি মতিলালের পরামর্শে যোগ দিয়া রজনীকে ছাড়িয়া না দিত, মতিলালের ব্যবস্থাক্রমে রজনী যদি সরযূকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে এরূপ অনিষ্ট কখনও ঘটিত না। মতিলালের উপর ভয়ানক ক্রোধ হইল। অধম মতিলাল আর দেখা দেয় না, এক্ষণে উপায় কিছুই নাই। কোন পরামর্শ স্থির করিতে না পারিয়া, গরবিণী আপন মনে গর্জ্জিতে লাগিল। শেষে সে সঙ্কল্প করিল যে, যে ভাবেই হউক সরযূকে নিপাত করিতেই হইবে। এই শত্রুকে রসাতলে পাঠাইতে পারিলে, তাহার যাহা ছিল, সকলই আবার হইবে।

মতিলাল বড়ই হতাশ হইল। এরূপ মনকষ্ট তাহাকে

আর কখনও পাইতে হয় নাই। সে জীবনে যখন যে নারীকে দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছে, ধনদ্বারা হউক, লোকদ্বারা হউক, কৌশল দ্বারা হউক, তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া কখনও ক্ষান্ত হয় নাই। এবার সরযূকে দেখিয়া তাহার কু-প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল, সরযূকে এক দিনের নিমিত্ত পাইবার উপায় হইলেও সে আপনার অগাধ সম্পত্তি ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যে উপায়ে মনের সাধ সহজেই মিটিবে বলিয়া জানিয়াছিল, তাহা হইল না। যাহাকে উপলক্ষ করিয়া সেই ভল্লুক, সরযূকে গ্রাস করিবে মনে করিয়াছিল, সেই রজনী একাকীই তাহা পাইল এবং পরম সুখে সে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার আর দেখা পাওয়া যায় না। ভাবিতে ভাবিতে মতিলাল স্থির করিল, আশা কোন রূপেই ছাড়া হইবে না, মিটাইতেই হইবে। ইহার জন্য অসাধ্য সাধনেও সে প্রস্তুত হইল। সর্ব্বনাশ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

কাঁকুড়গাছিতে রজনীকান্তের মনোহর এক উদ্যান বাটী ছিল। সরযূবালাকে লইয়া তিনি অনেক সময় সেই বাগানে যাতায়াত করিতেন। সঙ্গে পাচক, দাসী, দ্বারবানাদি থাকিত। শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে একদিন রজনীকান্ত সস্ত্রীক বাগানে গমন করিয়াছিলেন।

সরযূ স্বামীর সহিত রাত্রিকালে উদ্যান বাটীকার এক কক্ষ মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হাস্য ও সন্তোষ যেন

উভয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে ঘনান্ধকার। এখনই খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ এখনও মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আবার বোধ হয় এখনই বৃষ্টি নামিবে।

দম্পতি যখন ভিতরে পূর্ণানন্দ-মগ্ন, তখন বাহিরে অন্যত্র একটা ভয়ানক কাজের অনুষ্ঠান হইতেছিল। মতিলাল বহু লোক সঙ্গে লইয়া রজনীকান্তের উদ্যান সন্নিহিত অপর একটা উদ্যানে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই উদ্যানেরই এক স্থানে অশ্বদ্বয় যোজিত গাড়ী সাজান ছিল। গভীর নিশীথে সরযূ ও রজনী নিদ্রিত হইলে, মতিলাল দ্বার ভাঙ্গিয়া লোকজন সহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবে স্থির করিয়াছিল এবং নিদ্রিতা সরযূকে নিঃশব্দে বহন করিয়া পলায়ন করিবার সঙ্কল্প তাহার মনে ছিল। যদি শব্দাদিতে রজনীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে যদি অভীষ্ট সাধনে ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে তদ্দণ্ডেই হত্যা করিতে হইবে, ইহাও মতিলাল স্থির করিয়াছিল। বাগানের ফটকে দ্বারবান নিদ্রিত থাকে। কিন্তু ফটক দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইবে না। বাগানের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর উচ্চ নহে, সেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অনায়াসে বাগানে যাওয়া যাইবে। বাগানের নিকটে কোন দিকেই কোন অধিবাসী নাই; সুতরাং কোন গোলমাল উপস্থিত হইলেও, হঠাৎ শুনিতে

পাইয়া, কোন লোক সাহায্য করিতে আসিবার সম্ভাবনা নাই। পুলীস-প্রহরীও নিকটে থাকে না; অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই; অনেক ভাবিয়া, অনেক বুঝিয়া, মনের সাধ মিটাইবার নিমিত্ত দুরন্ত মতিলাল, এই ব্যবস্থা করিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বৃষ্টি আসিল, ছাতের উপর টপ্ টপ্ শব্দ হইতে লাগিল, বৃক্ষ-লতাদির উপর সপ্ সপ্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নর্দামা দিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার! ওঃ! কি ভয়ানক মেঘের ডাক! একটা জানালা খোলা ছিল, সরযূ তাহা বন্ধ করিতে উঠিলেন, কি গাঢ় অন্ধকার! অন্ধকার দেখিয়া সরযূর ভয় হইল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া রজনীকান্তের নিকটে আসিলেন; বলিলেন,—"বর্ষা না যাইলে আর তোমাকে বাগানে আসিতে দিব না। এখানে বড়ই ভয় করে।"

রজনী বলিলেন,—"ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তো বর্ষাকালে বাগানে আসিতে ভাল বাসিনা, তুমিইতো বল, এক একদিন পল্লীগ্রামে না আসিলে শরীর ও মন ভাল থাকে না।"

সরযূ বলিলেন,—"দোষ আমারই বটে। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও নাই কেন যে, বর্ষাকালে চারিদিকে গাছ পালার মধ্যে অন্ধকারে থাকিতে ভয় হয়।"

রজনী বলিলেন,—“আমার ভয় হয় না, কিন্তু তোমার ভয় হইতে পারে, ইহা আমার বুঝা উচিত ছিল। যাহাই হউক এখনই জল ছাড়িয়া যাইবে, আস্তাবলে গাড়ী, ঘোড়া, সহিস, কোচম্যান রহিয়াছে। এখন রাত্রি ৮টার বেশী নহে; তোমার যখন ভয় হইতেছে, তখন আর এখানে থাকিয়া কাজ নাই।”

তখনই রজনী দাসী দ্বারা আস্তাবলে গাড়ী তৈয়ার করিতে সংবাদ পাঠাইলেন। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল, মেঘ ও অন্ধকার সমানই রহিল; গাড়ী বারাণ্ডায় আসিল। সরযূকে লইয়া রজনীকান্ত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঝিও গাড়ীর মধ্যে স্থান পাইল, দ্বারবান গাড়ীর উপরে উঠিল। অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া সরযূ রজনীকান্তকে বলিলেন,—“কেন বলিতে পারি না, আমার আজ বড়ই ভয় করিতেছিল। এই বাগানে আমি কত দিনই আসিয়াছি, কত দিনই কাটাইয়াছি, কিন্তু এমন ভয় কোন দিনই হয় নাই।”

রজনী বলিলেন,—“তোমার ভয়ের কথা শুনিয়াইতে বাগানে রাত্রিপাত করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। এখন তোমার ভয় দূর হইয়াছে বুঝিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু কেন যে তোমার এইরূপ ভয় হইল, তাহা বলিতে পারি না।”

সরযূ বলিলেন,—"আমিও বলিতে পারি না। আমার প্রাণ হঠাৎ কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল।"

বাগানের পথ ছাড়াইয়া গাড়ী পাকা রাস্তায় উঠিল এবং সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে লাগিল। মতিলাল ও সঙ্গিগণ এ ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় ১১টা। রজনীকান্তের সেই উদ্যান নিস্তব্ধ। দ্বারবান চলিয়া গিয়াছে ; কেবল মালীরা নিম্নতলের এক ঘরে ঘুমাইতেছে। আর কোথাও কোন লোক নাই, কোন কক্ষেই কোন আলোক নাই ; ঘোর অন্ধকার রাত্রি। অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছে। আকাশে মেঘ যথেষ্ট, নক্ষত্র ও তারকারাজি মেঘে আচ্ছন্ন।

এইরূপ সময়ে এক যুবতী নারী বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল ; অন্ধকারে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাগানের পথ ও বৃক্ষলতাদি তাহার সুপরিচিত। সে অন্ধকার মধ্যেও অনায়াসে বাগান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীর পাশ দিয়া সহজেই উদ্যান বাটীতে উপস্থিত হইল। নারী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বারাণ্ডায় উঠিল, বারাণ্ডা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। নারীর সমস্তই জানা ছিল, সে সেই সিঁড়ি অবলম্বনে নিঃশব্দে উপরে উঠিল। উপরে কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। সকল সন্ধিই নারী জানিত। একটা দ্বারের খড়খড়ে তুলিয়া সে বাহির হইতে কৌশলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল। নারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে সেই ঘরে

প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আপনার দেহের বস্ত্রাদি সে একবার ঠিক করিয়া লইল। এই নারী গরবিণী।

যে ঘরে গরবিণী প্রবেশ করিল, তাহা শয়ন কক্ষ নহে; আর দুইটা ঘর অতিক্রম করিলে, শয়ন কক্ষে উপস্থিত হওয়া যাইবে। যে বাগানে বহু দিন সে রজনীকান্ত ও তাহার বয়স্যগণের সহিত বিবিধ আমোদে অতিবাহিত করিয়াছে; যেখানে তাহার আদেশ ও বাসনা পূরণ করিতে গৃহস্বামী হইতে তাঁহার ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত থাকিত; যেখানের সকল দ্রব্য ও সকল আয়োজন তাহারই বিনোদনের নিমিত্ত নিযুক্ত হইত, আজ সেখানে সে তস্করের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে, পরের ন্যায় নিঃসম্পর্কিত ভাবে প্রবেশ করিয়াছে; কেন তাহার এরূপ ঘটিল? কোথা হইতে ধূমকেতু রূপে সরযূবালা আসিয়া তাহার সকল সুখে গরল ঢালিয়া দিল, তাহার জীবনের সকল আনন্দ ছিন্ন করিয়া লইল। সরযূবালাকে নিপাত করিতে হইবে। অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, এই সরযূবালাকে নাশ করিতে গরবিণী কৃতসংকল্প। আজ রাত্রিতে সরযূবালার জীবন-লীলা সাঙ্গ হইবে, আজই সরযূবালার সকল বাসনার সমাপ্ত হইবে; আজই তাহার স্বামী সম্ভোগের শেষ দিন। উৎকট কর্ম্ম-সাধনে যে ব্যাপৃত, তাহার মূর্ত্তিও উৎকট। গরবিণীর মূর্ত্তি রক্তিমা-রঞ্জিত। তাহার অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ ঈষৎ বিকম্পিত, বদনে নিদারুণ হিংসার রেখা প্রকটিত।

সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গরবিণী নিঃশব্দে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। নিদ্রাকালে রজনীকান্তের নাসিকা-ধ্বনি হইয়া থাকে, সে শব্দ শুনা যাইতেছে না, তবে কি এখনও ইহারা ঘুমায় নাই? গরবিণী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিল, রজনীকান্ত! আজ তোমার সুন্দরী স্ত্রীর সকল লীলা শেষ হইবে। ভোগ কর, হতভাগ্য রজনী! ভোগ কর। মৃতা স্ত্রীর শব দেহ আলিঙ্গন করিয়া আরও দুই মুহূর্ত্ত সুখের নিদ্রায় অভিভূত থাক।

গরবিণী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে উপস্থিত হইল; ইহারই অব্যবহিত পর কক্ষেই শয়নের স্থান। আলোক নাই, বাহিরে ও ভিতরে সমান অন্ধকার। সহসা ভয়ানক মেঘ-গর্জ্জন হইল, গরবিণী চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, বুঝিবা তাহারই মস্তকে বজ্রপাত হইতেছে। প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টিপাতের বিষম শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিবার উপায় থাকিল না। গরবিণী মনে করিল, এই স্থান হইতে রজনী কান্তের নাসিকাধ্বনি নিশ্চয়ই শুনা যাইত, কিন্তু বোধ হয় দারুণ বৃষ্টির শব্দে তাহা শুনা যাইতেছে না। সে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

যে শয়ন-কক্ষের যে পর্য্যঙ্কে—যে শয্যায় সে বহু দিন

সুরাপহতচেতনা হইয়া অথবা বিলাস-প্রমত্ত হইয়া সুখ-যামিনী অতিবাহিত করিয়াছে, আজ তথায় তাহার স্থান অধিকার করিয়া অন্য নারী শায়িতা! দৃঢ় হৃদয়ে, ধীর পদে গরবিণী পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বস্ত্র-মধ্য হইতে সে এক তীক্ষ্ণধার প্রকাণ্ড ছুরিকা বাহির করিল। মনে মনে ভাবিল, এই ছুরিকা এখনই সরযূর হৃদয়কে ভেদ করিয়া দিবে, এখনই তাহার রক্তে শয্যা ও গৃহ প্লাবিত হইবে; কিন্তু শয্যার এত নিকটে আসিয়াও নিদ্রিতগণের নিশ্বাস ধ্বনি কেন শুনা যাইতেছে না? তাহারা কি এ দিকে নাই? আবার গরবিণী আপনার বস্ত্র মধ্যে ছুরিকা লুকাইল; তাহার পর সে শয্যায় হস্তার্পণ করিল, সমস্ত শয্যায় কুত্রাপি কোন মনুষ্য নাই, তখন গরবিণীর মাথা ঘুরিয়া পড়িল।

কোথায় গেল তাহারা? আজই তাহারা বাগানে আসিয়াছে, বাগানেই রাত্রি কাটাইবে এই সংবাদ গরবিণী বিশেষরূপে জানিয়াছে; কিন্তু কোথায় তাহারা? কক্ষান্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে। নূতনের জন্য নূতন আয়োজন হইয়া থাকিতে পারে; হয়তো অন্য কোন কক্ষে নবীনা সুন্দরীর নবীন শয়ন মন্দিরে নবীন শয্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ বাহু দ্বারা আপনার কপাল ধারণ করিয়া গরবিণী চিন্তা করিল; তাহার পর উঠিয়া অতি

সাবধানে সে সকল কক্ষ ঘুরিয়া আসিল, কোথাও তাহারা নাই, তাহাদের কোন চিহ্নও নাই।

হতাশ হইয়া গরবিণী পুনরায় পূর্ব্বকথিত শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিল। আবার সেই শয্যায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, তাহার সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। তাহারা নিশ্চয়ই বাগানে আসিব বলিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিয়াছে। আজ সরযূ! আজ তুমি বাঁচিয়া গেলে; কিন্তু ভাবিওনা, গরবিণী তোমাকে ছাড়িবে। আজ হইল না, কিন্তু কালই হউক বা দশ দিন পরই হউক গরবিণীর হস্তে নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। যদি রজনী তোমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, যদি সে ঘৃণা করিয়া তোমাকে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয়তো আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। নতুবা জানিবে আমি তোমার যম। আমার হাতে তোমাকে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মরিতে হইবে।

ফিরিবার কোন উপায় নাই। এই গভীর রাত্রিতে অনেক কষ্টে গরবিণী একাকিনী আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকার, ভয়ানক বৃষ্টি; এ অবস্থায় প্রভাত না হইলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে গরবিণী সেই শয্যার উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিল। অবিলম্বে নিদ্রা তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটা।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পাঁচ ব্যক্তি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা অতি সাবধানে, দীপশলাকা প্রজ্জলিত করিল। দেখিল, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া এক নিদ্রিতা নারী শয্যায় পড়িয়া আছে; রজনীকান্ত নিকটে নাই। যে পাঁচজন আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ অগ্রণী; সেই পুরুষ মতিলাল।

মতিলাল ভাবিল, ভগবানের কি অনুগ্রহ! হয়তো প্রেমের কোন কলহে অথবা অন্য কোন কারণে আজ এই নিদ্রিতা সরযূর পার্শ্বে রজনীকান্ত নাই। আর বিলম্বের কি প্রয়োজন! যখন সরযূকে একাকিনী পাওয়া গিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, বাসনা সিদ্ধির কোনই ব্যাঘাত নাই। সে ফুস্‌ফুস্ করিয়া অনুচরগণকে কি বলিয়া দিল। তাহার পর স্বয়ং একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

অনুচরেরা ধীরে নিদ্রিতা নারীর পার্শ্বে গমন করিল এবং কেহ কোন কথা না বলিয়া, চক্ষুর নিমিষে রমণীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। নারী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তাহার হস্তপদ চাপিয়া ধরিল; তাহার পর শয্যায় জড়াইয়া তাহাকে শবের ন্যায় বাঁধিয়া ফেলিল; তদনন্তর সেই গাঢ় অন্ধকারে নারী-দেহ বহন করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। সকলই নিস্তব্ধ হইল।

মহোল্লাসে মতিলাল, সেই নিবদ্ধ নারীকে লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাগানে উপস্থিত হইল। বাহিরের ফটক রুদ্ধ

হইল। পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে দেহ-বাহকগণ সহ মতিলাল অনেক কক্ষ অতিক্রম করিল। শেষে যে কক্ষে তাহারা উপনীত হইল, সে কক্ষ সুসজ্জিত; তথায় উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে। কক্ষ মধ্যে গিয়া অনুচরেরা নারীর সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং আপনারা প্রস্থান করিল।

মতিলাল নারীর মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এ যে গরবিণী! তখন সে ক্রোধে ও মনস্তাপে অভিভূত হইয়া পড়িল; বলিল,—"তুই হতভাগি, বাগানে কেন আসিয়াছিলি? আমার এত আয়োজন, এত কষ্ট সকলই তুই মাটী করিলি। আমার ইচ্ছা হইতেছে,তোকে এখনই মারিতে মারিতে তাড়াইয়া দিই।"

অনেকক্ষণ গরবিণী কথা কহিতে পারিল না। অনেক ক্ষণে তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার পর সে বলিল,—"পাষণ্ড! নরাধম! তোমারই পরামর্শে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তুই আমাকে কুমন্ত্রণায় ভুলাইয়া রজনীকে কাড়িয়া লইয়াছিস। আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, দুরাত্মা মতিলাল, তুই আবার আমাকে মারিতে মারিতে তাড়াইতে চাহিতেছিস্? আর তোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; আর তুই ডাকিলে আসিস্ না—আর তুই আমার সন্ধান করিস না।"

ক্রোধের সহিত মতিলাল বলিল,—"কেন করিব? তোর মত নারী পথে ঘাটে শত শত পাওয়া যায়। বেশী কথা কহিস না। তাহা হইলে চাকর দিয়া মারিতে মারিতে এই রাত্রিতেই তোকে তাড়াইয়া দিব। রজনী সুখী হইয়াছে। সে যে সুন্দরীকে পাইয়াছে, তুই তাহার পায়ের নখেরও যোগ্য নহিস্,কেন সে আর তোর নিকটে আসিবে?" আমি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক বন্ধুর উপকার করিয়াছি, সে জন্য তুই কথা কহিবার কে? আর কথা কহিলে তোর মুখে রক্ত উঠাইয়া দিব। তোর যদি একটুও বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার সহিত এইরূপ ভাবে কথা কহিতিস্ না। বুঝিয়া দেখ, আমি এতকষ্ট করিয়া, এই জল কাদায়, অন্ধকারে যে কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহা যদি নির্ব্বিঘ্নে হইয়া যাইত, তাহা হইলে সকল দিকেই তোরই ভাল হইত।"

গরবিণী একটু ভাবিয়া দেখিল, মতিলালের কথা মিথ্যা নহে। বলিল,—"তুমি কাজ শেষ করিতে পারিলে আমার সুবিধা হইত বটে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া কেবল চেষ্টাই করিতেছ, চেষ্টার কথাই বলিতেছ, কাজে তো কিছুই হইতেছে না।"

মতিলাল বলিল,—"সে কি আমার দোষ? সুযোগ না পাইলে, এমন একটা কাজ করা যায় কি?"

গরবিণী বলিল,—"তুমি সুযোগের অপেক্ষায় দেরী করিতে অনায়াসেই পার, কিন্তু আমি আর পারি না, এইজন্য আমি আজি একেবারে নিকাশ করিতে আসিয়াছিলাম। এই দেখ ছুরি! কি বলিব, দেখা পাইলাম না, দেখিতে পাইলে কোন্ কালে তাহাকে যমের বাড়ী পাঠাইতাম।"

গরবিণী বস্ত্র মধ্যে হইতে ছুরি বাহির করিল; মতিলাল বলিল,—"এমন কাজ করিও না, মারিয়া কোন লাভ নাই। বাঁচিয়া থাকিলে আমার উপকারে লাগিবে, আরও পাঁচ জনের উপকারে লাগিতে পারে। তাহাকে রজনীকান্তের হাতছাড়া করার দরকার, তাহারই মতলব করা তোমার উচিত, সেজন্য আমাকে সাহায্য করাই তোমার আবশ্যক।"

তাহার পর উভয়ে সুরাপান করিতে করিতে এক যোগে সরযূবালার সর্ব্বনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা তখন স্বার্থের জন্য এবং সুরার প্রভাবে উভয়েই উভয়ের পরম হিতৈষী হইয়া উঠিল। একটা চক্রান্ত স্থির করার পর তাহারা রাত্রিশেষে সুরাপহত চেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাধিকাসুন্দরীর মুখে ললিতমোহনের মথুরাধামে আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই, গিন্নিমার মনে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এতদিন পরে হয়তো রাধিকার দৃঢ়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে; হয়তো এখন ললিতমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা কথোপকথনে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইবেন এবং হয়তো এরূপ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটিলে বিবাহের প্রস্তাবও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া কোন পক্ষ মনে করিবেন না। আবার হয়তো রাধিকার মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হইবে, আবার তাহার জীবন আনন্দ ও উৎসাহ পূর্ণ হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে স্নেহময়ী গিন্নি মা রাধিকার অগোচরে ললিতমোহনের আবাসস্থানের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ললিতমোহনের সহিত প্রাতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

অদ্যই তাঁহাদের পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্তু ললিতমোহন আসিয়া রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াছেন। বৃন্দাবনে প্রস্থান

করিলে, হয়তো সে সুযোগ নষ্ট হইবে মনে করিয়া গিন্নি মা নানা প্রকার ওজরে যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে গিন্নিমা ও রাধিকাসুন্দরী বাসার এক কক্ষে বসিয়া কথা কহিতেছেন। মথুরা হইতে আগ্রা যাইবার যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহারই পার্শ্বে এক সুন্দর অট্টালিকায় তাঁহাদিগের বাসা হইয়াছে। পথ হইতে বাসবাটী কিছু দূরে অবস্থিত। বাটী ও পথ এতদুভয়ের ব্যবধান স্থান নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ-লতাদিতে পূর্ণ, তাহার মধ্য দিয়া গমনাগমনের রাস্তা।

ললিতমোহনের সহিত গিন্নিমা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি আসিবেন বলিয়াছেন, এই সকল কোন কথাই রাধিকাকে জানান নাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে রাধিকার মন একটু প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশে অন্যান্য অনেক কথার পর গিন্নিমা বলিলেন, "মা! একদিন বলিয়াছিলাম, আজি আবার বলিতেছি, এমন করিয়া অকারণ দেহ পাত করিলে কি লাভ হইবে?"

হতাশভাবে প্রশ্ন হইল,—"তবে কি করিব?"

গিন্নিমা উত্তর দিলেন,—"যাহা করিলে সকল দিক রক্ষা হয়, তাহাই কর; এরূপ তুষানলে পুড়িয়া মরার অপেক্ষা জীবনকে রক্ষা করাই উচিত;—তোমার ধন আছে, যৌবন আছে, রূপ আছে; ললিতমোহনের সহিত তোমার মিলন হইলে, জগতে কাহারও কোন ক্ষতি নাই,

বরং উপকার যথেষ্ট। তিনি দয়ার অবতার, তুমি ধনে রাজরাজেশ্বরী ; এরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলনে সমাজের অনেক হিত হইবে।"

রাধিকা বলিলেন,—"হইতে পারে ; কিন্তু মা! সমাজ শাসনের, ধর্ম্ম শাসনের, এবং ন্যায় শাসনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, জগতের হিত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে ; মানবের হিতাহিতে বিধাতারই অধিকার ; তিনি যদি হিতের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার মত কীটের সহায়তা না পাইলেও তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে ; তিনি যদি অহিতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র ধনশালিনী বিরুদ্ধ চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব মা! একটা মিথ্যা ওজরে মনকে প্রবোধ দিয়া, কেন অন্যায় করিব ?"

গিন্নি মা একটু চিন্তার পর বলিলেন,—"ললিতমোহন স্বর্গের দেবতা ; তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে তুমি নিরুদ্যম করিয়া দিলে ; তাঁহা দ্বারা জগতের প্রভূত হিত হইতেছিল, তুমি তাহা নষ্ট করিলে ; সেই আনন্দময় যুবার হৃদয়ে, তুমি চির বিষাদের বিষ ঢালিয়া দিলে, ইহা কি তোমার অন্যায় হইল না মা ?"

রাধিকা বলিলেন,—"না। আমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁহার নিকট কোন প্রণয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই ; তাঁহার সহিত একটিও কথা কহি নাই ; ইচ্ছা করিয়া

কথনও তাঁহাকে আমার মুখ দেখিবারও সুযোগ করিয়া দিই নাই, সুতরাং ধর্ম্মতঃ আমি তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তনের কারণ নহি। তিনি পুরুষ, অবিবাহিত, স্বাধীন ব্যক্তি; শত সহস্র উপায়ে তিনি চিত্তের গতি ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। যতক্ষণ তাহা না পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার কষ্ট বটে, কিন্তু লক্ষণে বুঝিয়াছি, তাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে। তিনি বেগে উন্নতির পথে ফিরিতেছেন। ভাল হউক মন্দ হউক, আমি তাঁহার ভাবান্তরের জন্য দায়ী নহি।”

গিন্নি মা বলিলেন,—“তুমি মা অর্থ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছ, নানা প্রকারে তাঁহার হিত চেষ্টা করিয়াছ। ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাঁহার প্রতি তোমার যথেষ্ট ভালবাসা জন্মিয়াছে। তিনিই বা কেন এরূপ না বুঝিবেন?”

রাধিকা বলিলেন,—“এরূপ বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে। লোকের উপকার করিতে তাঁহারও যেমন অধিকার আছে, আমারও তেমনই অধিকার আছে। তিনি দেবতা, পরোপকারই তাঁর ব্রত; আমি স্বয়ং পরোপকারের ভাল সুযোগ পাই না। এইরূপ অবস্থায় যদি আমি বুঝিয়া থাকি যে, তাঁহাকে সাহায্য করিলে পরোপকারের সহায়তা হইবে, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে মা? আর যদি আমি বুঝিয়া থাকি, তিনি নির্ব্বিঘ্ন থাকিলে, জগতের অশেষ

হিত হইতে থাকিবে, তাহাতেই বা আমার কি অন্যায় হইয়াছে মা? এ সকল কার্য্যে প্রণয় প্রকাশ হয় না; আমি নারী বলিয়াই আমার কার্য্য বিরুদ্ধভাবে তোমরা গ্রহণ করিতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহাতে আমার প্রাণের মধ্যে যে লুকান ছাই ঢাকা আগুন দিবানিশি জ্বলিতেছে, তাহা কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"এক্ষণে উপায়?"

রাধিকা বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"উপায় অতি সহজ, অতি নিকটস্থ; চিতার অনলে এই ছার দেহ ভস্ম হইলেই উপায় হইবে। মন কলঙ্কিত হইয়াছে; দেহ কদাপি কলঙ্কিত হইতে দিব না। পিপাসায় ছট্ ফট্ করিয়া মরিব, কিন্তু সে বিষ-বারি পান করিব না। নারী-জন্ম লাভ করিয়া চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। ধিক্ আমাকে! বুঝিয়া দেখ মা! মৃত্যুই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।"

রাধিকা নীরব হইলেন, গিন্নি মা নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কম্পিত হস্তে রাধিকা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! কাঁদিও না, দুঃখ করিও না; মরণে নারীর গৌরব ভিন্ন ভয় নাই। নারী কখনও মরিতে ডরায় না। ধর্ম্মের অভাব-ই নারীর মৃত্যু; ধর্ম্মের জন্য হাসিতে হাসিতে মরা-ই নারীর ধর্ম্ম।"

অশ্রু সংক্ষুব্ধ স্বরে গিন্নি মা বলিলেন,—"তুমি তো

বাসনা নিবৃত্তির সকল উপায় থাকিতেও মরিতে বসিয়াছ, মরায় যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সে ধর্ম্মতো শীঘ্রই তুমি পাইবে। এই শেষ সময়ে একবার ললিতবাবুকে এখানে আনাইলে হয় না?"

রাধিকা বলিলেন,—"ছিছি! কেন মা এমন কথা বলিতেছ? তিনি দেবতা, তাঁহাকে আমি প্রাণের সহিত প্রণাম করিতেছি; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার কোনই লাভ নাই। আমি মরিতে বসিয়াছি, মরণ কালেও আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অসঙ্গত চপলতা দেখাইয়া মরিব কেন? আমার মরণের পর তোমরা তাঁহার হিত চেষ্টা করিও, তাঁহার বিবাহ দিবার যত্ন করিও, আমার এই ধন সম্পত্তি তাঁহার চরণ-তলে স্থাপিত করিও; কিন্তু আমার এ দুর্ব্বলতার কথা তাঁহাকে আর জানাইও না। আমার এ দেহের সহিত চিতা-ভস্মের মধ্যে যেন এই অধঃপতনের কাহিনী লুকাইয়া থাকে আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া, তাঁহাকে আনাইতে বারণ করিতেছি, এমন মনে করিও না; তিনি সম্মুখে আসুন, হাসি মুখে আমার শিয়রে বসুন, আমি পরোপকারী মহা পুরুষ বোধে, তাঁহার চরণ ধূলি মস্তকে লইব; কিন্তু যাহা ভাবিয়া আমার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, যে বাসনায় আমি নরকে ডুবিতে বসিয়াছি, তাহার প্রশ্রয় কোন মতেই দিব না। তিনি আমার মুখ হইতে

ঘৃণাক্ষরে সেরূপ কথা শুনিবেন না; আমি দ্রুত গতিতে যে নিয়তির পথে চলিতেছি, তাহারও কোন ব্যতিক্রম হইবে না।”

গিন্নি মা বলিলেন,—“তবে তাঁহাকে আনাইবার চেষ্টা করিলে দোষ কি মা?”

রাধিকা বলিলেন,—“আমার কোন ক্ষতি না হইলেও তাঁহার হয়তো কোন ক্ষতি হইতে পারে; তিনি পর-দুঃখ কাতর মহাত্মা; আমার এ দুর্দ্দশা দর্শনে, তাঁহার অন্তর হয়তো বিচলিত হইবে। আর এই চপলতা—এই অধঃপতনের ব্যাপার লইয়া কোন আন্দোলন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।”

গিন্নিমা কোন কথা কহিলেন না। কেবল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

রাধিকা আবার বলিলেন,—“দিন ফুরাইয়াছে, এখন আর চিন্তার কারণ নাই। তোমাদিগের আশীর্ব্বাদে অন্তরের যে দুর্গতিই হউক, বাহ্যে আমি সামাজিক ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিয়াছি ইহাই সৌভাগ্য। আমার জন্য দুঃখের কোন কারণ নাই। এ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া আমি যদি সুখের পথ খুঁজিয়া লইতাম, তাহা হইলেই দুঃখের কারণ ঘটিত। আর এ কথায় কাজ নাই। অনেকদিন অনেক প্রকারে বারবার এই কথাই ভাবিতেছি। ভাবিয়া যাহার কোন উপায় হয় না, সে ভাবনা, সে

কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। নীচে হয়তো পাণ্ডাঠাকুর বসিয়া আছেন। এখানে এক হাজার ব্রাহ্মণকে কলা এক টাকা করিয়া দান দিবার কথা ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া পাণ্ডাঠাকুর তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াছেন। তুমি যাও, যদি তিনি আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত সমস্ত পরামর্শ ঠিক করিয়া আইস। কাহাকেও এই ঘরে আলোক দিতে বলিও। আমি একটু পরেই নীচে যাইতেছি।

গিন্নি মা প্রস্থান করিলেন; দাসী আলোক লইয়া আসিল। রাধিকার ইঙ্গিতে যথাস্থানে আলোক স্থাপন করিয়া সে চলিয়া গেল। বিশ্বসংসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। রাধিকা এক বাতায়ন সমীপে অন্ধকারের দিকে মুখ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, ভালবাসায় দোষ নাই, দোষ কেবল ভোগ বাসনায়। দেবতাকে হউক, সমস্ত মানব জাতিকে হউক, ব্যক্তি বিশেষকে হউক, সকলকেই ভালবাসিতে অধিকার আছে। অধিকার নাই কেবল ভোগ কামনা মনেও আনিতে। আমি যদি কেবল ভালবাসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কতই সুখ, কতই আনন্দ হইত। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি, ভোগের আশা মনে স্থান দিয়া মরিতে বসিয়াছি। এত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, এত দেখিলাম শুনিলাম, কিন্তু মনকে ফিরাইতে পারিলাম না। কামনা বর্জ্জিত

হইয়া ভালবাসিতে মন কোন মতেই শিখিল না। ইহার আর উদ্ধার নাই। এখন পাপেই ডুবিয়াছি, পাপ চিন্তা-তেই ডুবিয়া থাকিব।

বাহিরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক অলক্ষ্য মূর্ত্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,—"রাধিকা! তুমি সতী, এ গৌরব হারাইও না।"

রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। কাহার এ কণ্ঠস্বর! কে এই মহৎ বাক্যের উপদেষ্টা! স্বর রাধিকার সুপরি-চিত, ইহা সেই নিরন্তর চিন্তার কেন্দ্র স্বরূপ ললিত-মোহনের কণ্ঠস্বর!

রাধিকার দেহ স্রোতস্বিনী মধ্যগতা লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া সে স্থানে বসিয়া পড়িলেন। কোন উত্তর দিতে তাঁহার সাধ্য হইল না। স্থান কাল অবস্থা সকলই তিনি ভুলিয়া গেলেন।

অদৃষ্টচর পুরুষ আবার বলিলেন,—"রাধিকা! তুমি দেবী, নরকে যাইবার বাসনা ত্যাগ কর, স্বর্গ তোমাকে পাইয়া উজ্জ্বল হইবে।"

রাধিকার কর্ণে প্রত্যেক শব্দ সুস্পষ্টরূপে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রসনা, ওষ্ঠ সকলই যেন বিকল। তিনি এখনও কোন উত্তর দিতে পারি-লেন না।

অদৃষ্টচর পুরুষ আবার কহিলেন,—"ভোগে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম ত্যাগে। সাধ্বি! পুণ্যবতি! অন্তরকে ত্যাগের ধর্ম্ম শিক্ষা দেও; তোমার আদর্শে জগৎ ধন্য হউক।"

এবার রাধিকা অতিকষ্টে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"আপনাকে চিনিয়াছি। আপনাকে দেবতা বলিয়া জানি, আমি উদ্দেশে আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—"অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমার কামনার মৃত্যু হউক। সতি! তুমি হৃদয়কে স্থির করিতে অভ্যাস কর, স্বর্গের পথ তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটু সামান্য মোহে অভিভূত হইয়া তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ না।"

রাধিকা বলিলেন,—"আপনি আমার ভগবান, আপনি আমার গুরু, আপনি আমার মনের ভাব জানিয়াছেন। বলিয়া দিন দয়ার অবতার! মহাপুরুষ! বলিয়া দিন, কি উপায়ে এই মহাপাপিষ্ঠ চিত্তকে ফিরাইতে পারিব?"

অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—"সত্যই যদি আমি তোমার ভগবান হই, সত্যই যদি দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার উপদেশ গ্রহণ কর, আমাকে ভগবৎ জ্ঞানে আমার পূজা করিতে থাক; নিরন্তর আমার প্রেমে মগ্ন থাকিয়া আমার সঙ্গ-

সুখ অনুভব কর। নিরন্তর আমার মূর্ত্তি অন্তরে ও বাহিরে স্থাপন করিয়া কামনা বর্জ্জিত হৃদয়ে আমাকে দর্শন করিতে অভ্যাস কর।”

রাধিকা বলিলেন,—“ভগবানের উপদেশ শিরোধার্য্য ; কিন্তু এ অসাধ্য সাধনা আমার ঘটিবে কি ?”

অদৃষ্টচর পুরুষ বলিলেন,—“অবশ্য ঘটিবে, তোমার যদি এ সাধনায় সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সংসারে দেবতা বা মনুষ্য কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আমি প্রস্থান করিতেছি, আবার আবশ্যক সময়ে আমি তোমার নিকটে আসিব।”

রাধিকাসুন্দরী গলদশ্রু লোচনে প্রণাম করিতে করিতে-বলিলেন,—“দাসী চরণে প্রণাম করিতেছে, শিষ্যা গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণের কামনা করিতেছে।”

আর সেই সুমধুর কণ্ঠস্বরে কোনই উত্তর হইল না। সকলই নীরব। অধোমুখে ক্রন্দন করিতে করিতে তত্রত্য ধূলায় পড়িয়া রাধিকা আপনাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সদুপায় বটে—রাধিকাসুন্দরী সেই স্থানে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে বুঝিলেন, অদৃষ্ট পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহা সদুপায় বটে। এ ভাবে হৃদয়কে ফিরাইবার, এই উপায়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন করিবার তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। গিন্নিমার নিকট হইতে তিনি যে উপদেশ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের আলোড়ন আরও বাড়িয়াছে। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা তিনি পাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে এরূপ উপদেশ কোথাও নাই। উপদেশ অতি মহৎ এবং যে ব্যক্তি তাঁহার হৃদয়ের দেবতা, তাঁহারই উপযুক্ত বটে।

কখনও কাঁদিয়া কখনও হাসিয়া কখনও ভাবিয়া, রাধিকা সেই বাতায়ন সমীপে সুদীর্ঘকাল কাটাইলেন। গিন্নিমা আসিয়া বলিলেন,—"মা! ওখানে কেন? ঝিরা কেহ কাছে নাই কেন?"

রাধিকা যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার কোন কথাই গিন্নিমাকে জানাইলেন না। বলিলেন,—"চিন্তা অনেক; শরীরের কষ্ট ততোধিক। 'এই স্থানে বসিয়া একটু

আরাম পাইতেছিলাম। তুমি যে কাজে গিয়াছিলে, তাহার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে তো ?”

গিন্নিমা বলিলেন,—“পাণ্ডাঠাকুর একহাজার ব্রাহ্মণ বাছিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা এ বাটীতে আসিয়া দান গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদিগের বাটীতে বাটীতে টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে ? এ বিষয়ে তোমার কি ইচ্ছা ? না বুঝিয়া আমি ইহার উত্তর দিতে পারি নাই।”

রাধিকা বলিলেন,—“সামান্য একটি টাকার জন্ত তাঁহাদিগকে কষ্ট করিয়া আসিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়াই সৎপরামর্শ। আর এই সামান্য কার্য্যের জন্ত অনেক লোক জড় করিয়া একটা আড়ম্বর করা উচিত নহে।”

গিন্নিমা বলিলেন,—“বেশ ! তুমি এইদিকে উঠিয়া আইস। জানালার কাছে সন্ধ্যার পর একা বসিয়া থাকিও না। আমি পাণ্ডাঠাকুরকে তোমার অভিপ্রায় জানাইয়া আসি, যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তোমার কাছে থাকিবার জন্ত দুইজন ঝিকে পাঠাইয়া দিতেছি।”

রাধিকা কথা কহিলেন না। গিন্নিমা প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত রাত্রি রাধিকার একবারও নিদ্রা হইল না ; নিরন্তর আপনার মনে মনে তিনি ললিতমোহনকে ভোগাসক্তি শূন্য হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলেন।

সমস্ত রাত্রি মনের নয়নে ললিতমোহনকে সুদূরের দেবতুল্য দর্শনীয় পদার্থ বোধে, দেখিবার চেষ্টা করিলেন। সমস্ত রাত্রি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজি, গোপীনাথ, মদন-মোহন, সাহজি, শেঠজি প্রভৃতি যে সকল বিগ্রহ তিনি দেখিয়াছেন, তদ্রূপে ললিতমোহনকে দেখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু হায়, ফল কিছুই হইল না। একবারও তিনি আসক্তি-শূন্য ভাবে, হৃদয়ের মধ্যে ললিতমোহনের দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। একবারও তিনি মনের নয়নে দেবতা-বোধে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, দূর হইতে অন্তরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সকল তীর্থে, সকল রমণীয় স্থানে, সকল দৃশ্যের মধ্যে তিনি কল্পনার নয়নে ললিতমোহনকে দেখিয়াছেন ; সর্ব্বত্র তিনি ললিতমোহনের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তিনি আজি হৃদয় হইতে সেই ভোগের বস্তুকে বাসনা বিরহিত ভাবে দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না। সকল আয়াস বৃথা হইল! দুঃখিনী ক্লেশ-পীড়িতা রাধিকা উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাধিকা তথাপি হতাশ হইলেন না। রোদন ও চিন্তা তাঁহার নিত্য সঙ্গী। রোদনের পর আবার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি মনে করিবেন? সেই দেবতা,

সেই গুরু কি মনে করিবেন? আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারি নাই, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি নাই, তবে সেই প্রভু দয়া করিবেন কেন? তাঁহার কৃপায় আমি কি বঞ্চিত হইব?

আবার সরলা সেই কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ললিতমোহন মনুষ্য; প্রাণের আনন্দ, নয়নের আলোক, জীবনের অমৃত, সুখের আধার, হৃদয়ের ভোগ, প্রেমের প্রস্রবণ, ভাল বাসার ভাণ্ডার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবই তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

রাধিকা আপনাকে আপনি শতধিক্কার দিতে লাগিলেন, আপনার লজ্জায় সেই নিশাকালেও তিনি মুখ ঢাকিতে লাগিলেন।

ঊষা সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সুমধুর শীতলবায়ু সংস্পর্শে রাধিকার একটু তন্দ্রা আসিল; সেই তন্দ্রা-কালে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক পরম শোভাময় প্রদেশ; তাহার একদিকে নাতিউচ্চ সুষমা-পূর্ণ মনোহর লতা-বিটপী-সমাচ্ছন্ন শৈল। সেই শৈলের একপার্শ্ব ভেদ করিয়া রজত ধারার ন্যায় প্রস্রবণ-বারি ঝর্‌ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া, ভুজঙ্গ সদৃশ বক্র গতিতে কতদূরে ধাবিত হইতেছে। শৈল ও নির্ঝরিণী-পার্শ্বে সুশ্যামল বহুদূর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে রমণীয় স্বাভাবিক কুঞ্জ। বৃক্ষশাখা মিলিত হইয়া

লতা বল্লরীর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, আপনি অতি রমণীয় কুঞ্জাকারে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে চম্পক, কুরুবক, কদম্ব, সেফালিকা, করবী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি পুষ্প-বৃক্ষের সমাবেশ; সকল বৃক্ষই কুসুমিত সকল লতাই পুষ্প ভারাবনত। পুষ্পেরা হাসিতেছে, দুলিতেছে, পড়িতেছে, খেলিতেছে। গন্ধে সমস্ত দিক আমোদিত।

রাধিকা স্বপ্নে আরও দেখেতে লাগিলেন, গিরিপার্শ্বে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, মৃগশিশুরা লাফাইতেছে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল কুহরিতেছে, শুক সারিকা উড়িতেছে, বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। কাহারও ভয় নাই, সকলেই শান্ত, প্রসন্ন ও ক্রীড়াশীল।

রাধিকা আরও দেখিলেন, তথায় অতি মৃদু সুগন্ধপূর্ণ দক্ষিণ বায়ু ধীরে প্রবাহিত। তথায় রৌদ্র নাই, অন্ধকার ও রৌদ্রের সম্মিলনকালে, মনোহর প্রভাত-সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে প্রকটিত হইবার সময়, বসুন্ধরা যে সুধাসিক্ত আলোক মাখা হইয়া থাকে, এই রমণীয় দৃশ্যের উপর সেই মধুর আলোক বিকীর্ণ; আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সমান আলোক সমান রহিয়াছে।

রাধিকার নিদ্রাচ্ছন্ন কর্ণ শুনিতে পাইল, সেই স্থানে যেন সুদূর প্রদেশ হইতে দুলিতে দুলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বহু বংশীধ্বনি সম্মিলিত হইয়া উড়িতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। কি সুমধুর! কি সুমিষ্ট ধ্বনি! ঐ আসে!

ঐ যায়! এইরূপ অলৌকিক শোভা, এইরূপ ভোগের স্থান রাধিকার কল্পনা কখনও গঠিতে পারে নাই। স্বপ্নাবেশে রাধিকা কল্পিত নন্দনের সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

শোভা আরও ফুটিয়া উঠিল। সর্ব্বশোভার সার, সকল সৌন্দর্য্যের সম্মিলন স্বরূপ ললিতমোহন সেই দৃশ্যের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, সেই শৈলসানুদেশে এক পাষাণ বেদিকার উপর দেব-প্রতিম ললিতমোহন আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার বদনে মৃদু হাস্য, নয়নে শান্তিপূর্ণ সুমধুর দৃষ্টি, তাঁহার কলেবর জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার তেজে, তাঁহার শোভায়, তাঁহার সমাগমে সেই রমণীয় দৃশ্য যেন আনন্দ পূর্ণ হইল। যেন প্রেমময় রাজরাজেশ্বরের আগমনেই রাজ্য পুলকিত ও আনন্দময় হইল।

এ কি! ইঁহারা কে? ইঁহারা কি দেব-বালা? মরি মরি! কি রূপ, কি মাধুরী—কি শান্তি মাখা, কি প্রসন্নতাপূর্ণ মুখশ্রী! রাধিকা দেখিলেন, চারিদিক হইতে শোভাময় বিচিত্র পরিচ্ছদ-ধারিণী আনন্দময়ী অগণিতা যুবতী পুষ্পরাশি ও কুসুম মালিকাহস্তে লইয়া সেই শোভাময় দেবতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদিগের কি মনোহর গতি! কি ধীর শান্ত ভাব! কি অতুলনীয় প্রসন্নতা! সত্যই তাঁহারা দেব-বালা।

রাধিকা দূরে—অতি দূরে। সেই দেব-পুরুষের নিকটে যাইতেও তাঁহার সাধ্য নাই। হা বিধাতঃ! তিনি দেখিলেন, যে সকল দেব-বালা সেই দেবতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদিগের শোভার সহিত তুলনা করিলে, রাধিকাকে বিকট-কায়া অতি কুরূপা ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হইবে না। অনেক আয়াসে, বিপুল ক্লেশে রাধিকা আরও একটু অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তখনও দূর—অনেক দূর।

দেব-বালারা ক্রমেই সেই দেবতার নিকটস্থ হইলেন এবং ভক্তি ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে, আবেশ সহকারে সেই দেবতাকে নির্নিমেষ ভাবে দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর ভক্তি-বিহ্বল হইয়া, তাঁহারা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সেই প্রসন্নানন মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কি সুন্দর! কি স্বর্গীয়!

তাহার পর দেব-বালারা দূর হইতে, নিকট হইতে, সেই দেবতার চরণে ভক্তি-বিকম্পিত হস্তে পুষ্প ও পুষ্প-মালিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, তাঁহারা যে যেখানে ছিলেন, সেই স্থান হইতেই ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া সেই দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি! তাঁহারা সকলে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন? কেহ নাই! সেই অসংখ্যপ্রায় দেব-বালার একটীও নাই, কি অচিন্তনীয় অলৌকিক কাণ্ড! তাঁহারা কি আকাশে

মিশিয়া গেলেন? সেই চরণের সহিত কি তাঁহাদের পূর্ণ-সম্মিলন হইল? কেহ নাই, আছেন কেবল সেই দেবতা—সেই বেদিকায় প্রশান্ত ভাবে সমাসীন।

হৃদয়ের সকল শক্তি সঞ্চয় করিয়া দৃঢ় সংকল্প হইয়া রাধিকা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর যাওয়ার পর পা আর উঠে না, দেহ আর চলে না, তিনি সেই স্থানে কাতরভাবে বসিয়া পড়িলেন। রোদনে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইল, আর তিনি সেই দিব্য পুরুষকে দেখিতে পান না। তখন সেই দিব্য পুরুষ মধুমাখা বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"কেবল ভক্তি লইয়া—আইস—আসিতে পারিবে। এই দেব-বালাগণের মত তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন হইবে, আমাতেই মিশিতে পারিবে।"

নয়নজল মার্জ্জন করিয়া রাধিকা আবার দেখিলেন, সেই প্রসন্নানন মহাপুরুষ বেদির উপর বসিয়া আছেন, অনেকক্ষণে তিনি হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন, অনেকক্ষণে তিনি মনকে কেবলমাত্র ভক্তিরসে আপ্লুত করিলেন। সেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয় লইয়া রাধিকা আবার উঠিলেন, দিব্য পুরুষের নিকটে আসিতে তাঁহার আর কষ্ট হইল না; কিন্তু নিকটে আসিয়াই রাধিকার মনে হইল, এই সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন দিব্য পুরুষকে এই দণ্ডেই বক্ষে ধারণ করিতে

হইবে, এই অতুলনীয় পুরুষ-রত্নকে এখনই হৃদয়ে লইয়া মনের সকল ভোগ-বাসনা মিটাইতে হইবে।

কি ভয়ানক! তৎক্ষণাৎ শত শত ভয়ঙ্কর যমদূত রাধিকাকে নিষ্ঠুরভাবে ধারণ করিল এবং অতিশয় হৃদয়-হীনতার সহিত তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিল। রাধিকা দেখিলেন, ললিতমোহনের স্থানে সেই বেদিকার উপর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ কিরীট-কুণ্ডলালঙ্কৃত শ্যাম-সুন্দর দণ্ডায়মান।

রাধিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন, তখন প্রভাত-সূর্য্যের মধুর রশ্মি বাতায়ন ভেদ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

গিন্নিমা ব্যস্ততাসহ রাধিকার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে মা? সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছ; প্রাতে একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ এমন করিয়া উঠিলে কেন মা?"

রাধিকার ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, গিন্নি মা বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিলেন। রাধিকা বলিলেন,—"মা আমি দেব-দর্শন পাইয়াছি, পাইয়া হারাইয়াছি, আবার কখনও কি পাইব না?

রাধিকা পুনরায় অধোমুখে শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে রজনীকান্ত বাবুর বাগানের মালী প্রভুর নিকট নিবেদন করিল যে, গতকল্য রাত্রিকালে বাগানে চোর ঢুকিয়াছিল; কৌশলে উপরকার ঘর খুলিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একখানি তোষক ও বিছানার চাদর ছাড়া আর কোন দ্রব্য চোরেরা লইয়া যায় নাই। এ কথা শুনিয়া রজনীবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, সরযূবালা যে সে রাত্রিতে বাগানে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকারণে ভীতা হইয়াছিলেন, তাহা ভগবানেরই দয়া বলিতে হইবে। চোরেরা নিশ্চয়ই সরযূবালার অলঙ্কারের লোভে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। উপ-যুক্ত সময়ে তাঁহারা বাগান হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত স্বয়ং মধ্যাহ্ন কালে বাগানে আসিলেন; কিন্তু নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বাগানে অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল, তাহার কিছুই চোরেরা লয় নাই। কেবল একখানি তোষক আর বিছানার চাদর তাহারা লইয়া গিয়াছে।

কেন এরূপ করিল, ইহার কোনই কারণ তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। বাগানের জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিছুদিন ভাবগতিক না বুঝিয়া রজনী আর বাগানে আসিবেন না এবং আসিলেও সেখানে আর রাত্রিবাস করিবেন না স্থির করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রজনী এবং সরযূবালা নিশ্চিন্ত মনে ও মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কোন দিকে কোনরূপ আশঙ্কার অনুমাত্র সম্ভাবনা আছে বলিয়া রজনীকান্ত বা সরযূবালা জানিলেন না। মতিলালের সহিত রজনীবাবুর আর সাক্ষাৎ হয় না। গরবিণী লোক পাঠাইয়া বা সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইয়া আর তাঁহাকে ত্যক্ত করে না।

সরযূবালার আনন্দময় হৃদয়ে, একটী চিন্তা সময়ে সময়ে নির্ম্মল আকাশে কালো মেঘের মত উদিত হয়। রাধিকাসুন্দরীর কোন সংবাদ সরযূ জানেন না, যাঁহার দয়ায়, যাঁহার সুব্যবস্থায় সরযূবালার এই সকল সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, যিনি অতি অসময়ে ক্রোড়ে স্থান দিয়া সরযূবালার সকল অভাব মোচন করিয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া কালপাত করা বড়ই অসম্ভব। আর ললিতমোহন—যিনি পিতার ন্যায় যত্নে সরযূর সকল সুখের আয়োজন করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের শত চিন্তার মধ্যে কেবল সরযূর ভাবনাই ভাবিয়াছেন, যিনি আপনার

কর্ত্তব্য, সুখ, সন্তোষ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সরযূর হিত-চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই দেবতা ললিতমোহন এখন কোথায়? আর এ জীবনে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না কি? আর কি কখনও তাঁহার সংবাদটাও সরযূর কাছে আসিবে না? সর্ব্বসুখের মধ্যে এই চিন্তা সরযূকে সতত বিচলিত করিতে লাগিল। রাধিকাসুন্দরী কাশীতে ফিরিয়াছেন জানিলে, রজনীকান্ত পত্নীকে লইয়া সেই পুণ্যতীর্থে গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। সরযূর হৃদয়ের সকল ক্ষোভ মিটাইতে তিনি এখন প্রস্তুত।

আজি হুগলীর জজ আদালতে রজনীকান্তের একটী মোকদ্দমা আছে। সে জন্য রজনীর হুগলী না যাইলেই নহে। অগত্যা রজনী বাবুকে আজি হুগলী যাত্রা করিতে হইয়াছে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যদি মোকদ্দমা শেষ হইতে সন্ধ্যাও হইয়া যায়, তাহা হইলেও তিনি যেরূপেই হউক হুগলী হইতে ফিরিয়া সরযূর সম্মুখে হাজির হইবেন। এক দিনেও যদি মোকদ্দমা না হয়, তাহা হইলে তিনি আবার কালই যাইবেন; কিন্তু হুগলীতে কোনমতে রাত্রি কাটাইবেন না; সরযূ মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, যদি ঝড় জল হয়, যদি আকাশে ভয়ঙ্কর মেঘ ডাকে, তাহা হইলে রজনীকান্ত হুগলীর উকীলের বাসা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পাই-বেন না।

বেলা নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া রজনীকান্ত প্রস্থান করিয়াছেন; সরযূ একাকিনী। বাড়ীতে অনেক দাস-দাসী আছে, দ্বারে দ্বারবান আছে; কিন্তু আজি যেন বাড়ীতে কেহই নাই; মিলনের পর হইতে রজনীকান্তের সহিত সরযূর এরূপ ছাড়া ছাড়ি আর কখনও হয় নাই। সরযূ আজি একদণ্ড কোথাও স্থির হইয়া থাকিতেছেন না। দিন যেন ফুরাইতেছে না, হাতে যেন কোনই কাজ নাই। সরযূ ভাবিতেছেন, কতক্ষণে তিনি ফিরিবেন!

বেলা চারিটার সময় হইতে আকাশে ভয়ানক মেঘের ঘটা হইল এবং কিঞ্চিৎকাল পরেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাণ্ডারে যত জল ছিল সমস্তই যেন দেবতা একদিনে ছাড়িবেন সংকল্প করিয়াছেন। ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্, ছপ্ ছপ্ ছপ্, বৃষ্টির বিরাম নাই। সরযূ ভাবিতে লাগিলেন, আমার যত কষ্ট হয় হোক, তিনি যেন আজি কোন মতে বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিবার মন না করেন। বৃষ্টি থামিল না, সন্ধ্যা হইয়া গেল; রজনীকান্ত ফিরিলেন না।

দ্বারবান রুদ্ধকক্ষে খাটিয়ার উপর শয়ন করিল। ভৃত্যেরা বাবু বাটী নাই জানিয়া, নিশ্চিন্ত মনে এক জায়গায় বসিয়া খোস গল্প করিতে করিতে তামাকু খাইতে লাগিল। যে স্থলে পাচিকা ঠাকুরাণী পাক করিতেছিলেন, সেখানে ঝিরা মিলিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল।

সরযূ একাকিনী সুসজ্জিত আলোকিত কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। সংসারের সকলের আহারাদি শেষ হইল, একজন দাসী আসিয়া সরযূর নিকট হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বাপ্‌রে, কি মোটা!"

সরযূ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি মোটা দিনি?"

দিনী উত্তর দিল,—"একটা মাগী আমাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জল কাদা অন্ধকারে সে পথ চিনিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিতেছে না। মাগী যেমন মোটা—তেমনই কাল।"

সরযূ বলিলেন,—"তাহা হউক, তাহার সঙ্গে কেহই নাই কি? বোধ হয়, বড় বিপদে পড়িয়াই, স্ত্রীলোকটী এখানে দাঁড়াইয়াছে। দুইটা কথা কহিলেই সব বুঝা যাইবে। তাহাকে উপরে ডাকিয়া আন, আমি তাহার সহিত কথা কহিব।"

দিনী বলিল,—"আমি ডাকিয়া আনিতে পারিব, কিন্তু আপনি কথা কহিতে পারিবেন না। মাগীর একগলা ঘোমটা; সে ঘোমটাও খুলে না, কথাও কহে না। বোধ হয়, গন্নাকাটা কি হাবা হইবে।"

সরযূ বলিলেন,—"তা হউক, তুমি তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

দিনী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে সত্যসত্যই সে

এক জমাদারনী গোছের লম্বা-চওড়া স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া সরযূবালার সম্মুখে আসিল। নবাগতা স্ত্রীলোককে দেখিয়াই সরযূর মনে কেমন একটা আশঙ্কা হইল কিন্তু তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন না! জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি আমাদের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন কন?"

নবাগতা কথা কহিল না। সে সরযূবালার অনতিদূরে বসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে একটা প্রণাম করিল।

সরযূবালা আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"একটা লোক সঙ্গে দিলে কিম্বা গাড়ী করিয়া দিলে আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল যে, সে বাড়ী যাইতে পারিবে না।

তখন সরযূ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কথা কহিতেছেন না কেন?"

নবাগতা কোন উত্তর না দিয়া আরও মুখ নত করিল।

সরযূবালা মনে করিলেন, হয়তো পল্লীগ্রামের লোক, কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে, কাহারও সহিত কথা কহিতে ভরসা হইতেছে না, পথ হারাইয়াছে, চিনিয়া বাড়ী যাইতেও পারিবে না। জিজ্ঞাসিলেন,—"কালি প্রাতে আপনি বাড়ী যাইতে পারিবেন কি?"

নবাগতা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল যে, সে পারিবে।

তখন সরযূবালা বলিলেন,—"দিদি! এই স্ত্রীলোক-টীকে খাবার দিতে হইবে। তুমি বামুন মার কাছে ইঁহার আহারের ব্যবস্থা করিতে যাও। তাহার পর ইঁহার শোওয়ার জায়গা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।"

দিদি প্রস্থান করিল।

সরযূ বলিলেন,—"আপনি একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।"

সরযূ নবাগতার শয়নের জন্য ব্যবস্থা করিতে গমন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা। ঘরে আর কেহ থাকিল না; নবাগতা মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল, কি ভয়ানক! সে মতিলাল! মতিলাল মনে মনে বলিল,—"সরযূ! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি; আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইয়াছে। আজ তোমার সতীত্বের শেষ হইবে। আর মতিলাল অপেক্ষা করিতে পারে না, চারিদিকে লোক রাখিয়াছি, রজনী বাটী নাই, ভয়ানক বৃষ্টি. ভয়ানক অন্ধকার, এমন সুযোগ আর কবে হইবে? আজ তোমাকে এরূপে সরাইব যে, দুনিয়ায় আর কেহ তোমার খবর পাইবে না। আসিতেছে—সরযূ বুঝি আসিতেছে।"

মতিলাল আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকিল, আবার অতি-শয় নত হইয়া বসিল। কৈ, না, কেহই তো আসিল না? গরবিণীর সহিত সেই দিনের পর আর দেখা করি নাই।

সে ভাবিতেছে, আমি বুঝি নিশ্চিন্ত আছি, সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এরূপ কার্য্যে মতিলাল যে নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহে, তাহা সে বুঝি জানে না। আজ তাহার বাসনা মিটিবে, আমার সাধ পূরিবে, রজনীর মুখে ছাই পড়িবে, আর সরযূর সতীত্ব ধ্বংস হইবে। এক ঢিলে অনেক পাখী মারা যাইবে। ধন্য মতিলাল!

মতিলাল আবার ব্যস্ত হইয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিল, আ[illegible] হইয়া বসিল, এবার নিশ্চয়ই কে আসিতেছে। সত্যই [illegible]নারী সাবধানে ধীরে ধীরে কক্ষদ্বারে আসিল, মৃদু কোমল পদশব্দ শুনিয়া মতিলাল বুঝিল—সরযূবালা আসিতেছেন।

কক্ষদ্বারে যে নারী আসিল, সে রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী! তাহার লোচন-যুগল যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে আসিতেছে, তাহার ললাটে উন্নত শিরা প্রকটিত হইয়াছে। তাহার [illegible] কুঞ্চিত, সেই নারী গরবিণী। সে জীবনে কখনও সরযূবালাকে দেখে নাই; বিনত স্ত্রীবেশধারী আচ্ছাদিত বদন মতিলালকে পশ্চাৎ হইতে দেখিয়া সে মনে করিল, এই নারীই সরযূবালা। এই নারী তাহার সকল সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে, এই নারী তাহার হাত হইতে পরমধন কাড়িয়া লইয়াছে। তখন গরবিণী উন্মাদিনীর ন্যায় এক লম্ফে মতিলালের নিকটস্থ হইল এবং বস্ত্রমধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি বাহির করিয়া, মতিলালের পৃষ্ঠদেশে

আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল ; সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"যাও সয়-তানি! স্বামী-ভোগ করিবার সাধ নরকে গিয়া মিটাও।"

কিন্তু কি ভয়ানক! তৎক্ষণাৎ মতিলাল 'বাবাগো' শব্দে বিষম চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। গর্বিণী উভয় হস্তে কর্ণমূল চাপিয়া বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কি করিতে কি করিলাম, কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিলাম! দেখিতে দেখিতে সকলই ফুরাইয়া গেল। প্রচণ্ড আঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড বিদ্ধ হইয়াছিল। পাষণ্ড মতি-লাল কুলটার হস্তে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

গরবিণী তখন পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। সে দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিল। এ বাটীতে অনেকবার সে যাতায়াত করিয়াছে। পথ সিঁড়ী সকলই তাহার সুপরিচিত। সে নীচে নামিয়া আসিল। সদর দরজার নিকট পৌঁছিল; তখন দ্বারয়ানজি দরজা বন্ধ করিয়া, সমস্ত দিনে যত তামাক ভস্ম করিয়াছেন, তাহার উপরে শেষ ছিলিম যোগ করিতেছিলেন। দেউড়ির আলোক তখনও জ্বলিতেছে।

গরবিণী নিকটস্থ হইলে, সে সবিস্ময়ে বলিল,—"তুমি এখানে!"

গরবিণী বলিল,—"বাবু আমাকে আসিতে বলিয়া-ছিলেন।"

দ্বারবান বলিল,—"এ কথা আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। বাড়ীর নিকটেও তোমার আসার হুকুম নাই। আমি মা-জীর হুকুম না লইয়া তোমাকে বাহিরে যাইতে দিব না।"

উপর হইতে ভয়ানক চীৎকার উঠিল। দিনী চেঁচাইয়া বলিল—"খুন হইয়াছে। যাহাকে স্ত্রীলোক ভাবিয়া ঘরে আনিয়াছিল, সে পুরুষ।"

দ্বারবান তখন গরবিণীকে চাপিয়া ধরিল; দাস-দাসী সকলেই উপরের দিকে ছুটিল, গরবিণী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি তোমার পায়ে ধরিতেছি। যে খুন হইয়াছে, তাহার নাম মতিলাল; সে অতি দুষ্ট লোক, তোমাদিগকে ফাঁসাইবার নিমিত্ত সে আপনার বুকে আপনি ছুরী মারিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এই কথা শুনিয়া দ্বারবান গরবিণীকে বাঁধিয়া ফেলিল। দ্বার খুলিয়া ঘোররবে পাহারাওয়ালা ডাকিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া পাহারাওয়ালা আসিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি তাঁহার জুড়িদারকে ডাকিলেন। গরবিণী পাহারাওয়ালার নিকটে সকল কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল এবং মুক্তির নিমিত্ত তাহাদের চরণে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে ইন্‌স্পেক্টার জমাদার প্রভৃতি আসিলেন; তদন্ত শেষ হইল, লাস চালান হইল,

মুক্তির আশায় গরবিণী ইন্‌স্পেক্টারের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিল। সুরসিক ইন্‌স্পেক্টার আপনার গাড়ীতে গরবিণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। গরবিণী হাজতে থাকিল, নিষ্কৃতির নিমিত্ত অনেকের নিকট সেই দিন হইতে দায়রার দিন পর্য্যন্ত সে কাতর ভাবে প্রার্থনা করিল।

গরবিণী রূপসী; তাহার রূপে অনেকেই আকৃষ্ট হইল। অনেকে তাহার সেই অশেষ পাপ-পঙ্কিল কলেবর ভোগ করিবার লালসায় তাহার বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। অনেক কুমন্ত্রণা সুমন্ত্রণা ও নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিয়া অনেকে তাহার উপর অনেক অত্যাচার করিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটা লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। এক যুদ্ধের অবসানে অনেক বন্দী লইয়া বিজয়োন্মত্ত সেনাপতি প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, বন্দি-গণের প্রাণনাশ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই বন্দিগণের মধ্যে এক অনূঢ়া যুবতীর সহোদর ছিলেন, যুবতী কোন উপায়ে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা চাহিল; অনেক অনুনয়ের পর সেনাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—সে সুন্দরী যদি তাঁহার সহিত এক শয্যায় রজনীপাত করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার সহোদরকে ভগ্নীর হস্তে প্রদান করা হইবে।

এইরূপে সতীত্ব নষ্ট হইলে, কুমারীর আর বিবাহ হইবে না, সমাজেও স্থান হইবে না, এই প্রকার বহুবিধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি সেনাপতি মহাশয়ের পদতলে রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেনাপতি তাহার করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন অগত্যা সুন্দরীকে সেনাপতির হৃদয়হীন প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। সেনাপতির শয্যায় ভ্রাতৃ-প্রেম-মুগ্ধা কুমারী আপনার ধর্ম্ম ও জীবনের ভাবী আশা বিসর্জ্জন দিল। প্রাতে কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনাপতি মহাশয়ের নিকট আপনার ভ্রাতাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইল। তখন সেনাপতি বলিলেন যে, দেখিতেছি তুমি বড়ই ভ্রাতৃভক্ত; যদি একান্তই ভ্রাতাকে তোমার না পাইলে চলিবে না, তাহা হইলে এই বাতায়ন উন্মুক্ত কর; তোমার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। সুন্দরী ব্যস্তভাবে বাতায়ন খুলিয়া ফেলিলেন। কি ভীষণ ব্যাপার! বাতায়নের অন্যপার্শ্বে ফাঁসী কাষ্ঠে বিগত-জীব ভ্রাতৃ-দেহ ঝুলিতেছে। যখন সেনাপতি সুন্দরীর সহিত প্রণয় লীলায় নিমগ্ন, তখনই সেই শয্যার অনতিদূরে তাঁহারই আজ্ঞায় যুবতীর ভ্রাতাকে বধ করা হইয়াছে। তাহার পর সতীত্বহীনা ভ্রাতৃহীনা এই যুবতীর দশা কি হইল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গরবিণী দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকাপাত করে,

সুতরাং অনাহূত বন্ধুগণের অত্যাচারে তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হইল না। সে নিষ্কৃতির ভরসায় অবাধে সকলের সকল প্রকার বাসনা মিটাইতে থাকিল। কিন্তু আশা সফল হইল না। দীর্ঘকালের পর তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাধিকাসুন্দরীর শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, মন অত্যন্ত অবসন্ন; সেই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তাঁহার হৃদয় সেই স্বপ্ন দৃষ্টা দেববালাগণের ভাবে পরিণত করিবার নিমিত্ত তিনি নিরতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়াছেন। অন্তরে তিনি একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন। একটু প্রসন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু দেহ বড়ই কাতর। ললিতমোহনের কণ্ঠস্বর, সেই কণ্ঠে অপ্রত্যাশিত উপদেশ, প্রার্থনীয় পথ নির্দ্দেশ তাঁহাকে অতিশয় বিচলিত করিয়াছে; হৃদয়ে গুরুতর আঘাত উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর মনোহর সুমধুর স্বপ্নে তিনি আপনার অপূর্ণতা সুন্দররূপে প্রণিধান করিয়াছেন। ভাগ্যবতী দেববালাগণের অপেক্ষা আপনি কতই জঘন্য, কতই ঘৃণিত তাহা তিনি অনুভব করিয়াছেন। আলোড়ন বড়ই প্রবল হইয়াছে, শরীর একেবারে ভাঙ্গিতে বসিয়াছে।

গিন্নি মা প্রভৃতি সকলেই রাধিকাসুন্দরীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রসন্নতা দেখিয়া সকলেই প্রসন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দৈহিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছেন; কিন্তু উপায় তো নাই।

ললিতমোহন আসিবেন বলিয়াছিলেন, আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আসিতে চাহিয়াছিলেন; যে ললিতমোহন কখনও কোন রূপ বাক্যে বা ইঙ্গিতে প্রণয় প্রকাশ করেন নাই, যে ললিতমোহন আপনার হৃদয়ের দুঃসহ যাতনা লইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন, যে ললিতমোহন কখনও কোন প্রসঙ্গে রাধিকাসুন্দরীর নাম উল্লেখ করেন নাই, রাধিকার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়াও যে ললিতমোহন কখনও স্বভাব সুলভ আগ্রহের অধিক কোনরূপ অনুরাগের পরিচয় দেন নাই, সেই ললিতমোহন আবার এতদিন পরে, অসম্ভব স্থলে রাধিকাসুন্দরীর নয়নে পড়িয়াছিলেন; এতদিন পরে অনায়াসেই সেই ললিতমোহন রাধিকাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কোন অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছেন, বড়ই আশার কথা। রাধিকার চিত্ত-বিকার দূর হইবার তাহা একটা উপায় বটে; কিন্তু কৈ, সে আশাও তো ফলিল না।

চারিদিন অপেক্ষা করিয়া গিন্নি মা আবার ললিত-মোহনের সন্ধানে সেই ধ্রুবঘাটে গিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে কেহই নাই। যে সন্ন্যাসী আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনিও সেখানে নাই; আর ললিতমোহন কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না। হতাশ হৃদয়ে গিন্নি মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। ললিতমোহন হৃদয়-হীন

নহেন, তিনি পরদুঃখে সতত কাতর, তাঁহার বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না, তবে কেন এমন হইল!

আজি প্রাতঃকালে রাধিকা স্নান করিয়াছেন। বহুদিন তিনি পূজা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি তিনি পূজা করিবেন। রাশি রাশি বিবিধ কুসুম সংগৃহীত হইয়াছে, চন্দন ও গন্ধদ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, ধূপ ও ধূনার ধূম চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে; [illegible]ধারে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে। সুরম্য কক্ষে [illegible]হইয়াছে।

পরে রাধিকা আজি বেশ-বিন্যাস করিয়াছেন; [illegible] তিনি আর কখনও বেশ-বিন্যাস করেন নাই। [illegible] দাসী সযত্নে তাঁহার কবরী বাঁধিয়া দিয়াছে। আ[illegible] মালিকায় তিনি মস্তক বেষ্টিত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে কুসুম দুলিতেছে; প্রকোষ্ঠে, বাহুমূলে, বিবিধ বর্ণের কুসুম দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। কণ্ঠে নানাবিধ কুসুম মালিকা বক্ষ আবরণ করিয়া ঝুলিতেছে। রাধিকা স্বয়ং স্বহস্তে অনেক কুসুম মালিকা রচনা করিয়াছেন। ধ্যান-নিমগ্না রাধিকা কৌষিক বসন পরিয়া দেবতার ধ্যান করিতেছেন, দেববালার ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছে। সেই ক্ষীণ বদনে প্রসন্নতার জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্ব্বল দেহ নবোৎসাহে বলীয়ান হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ধ্যান করা হইল; কিন্তু ধ্যেয় বস্তু নিজ মূর্ত্তিতে হৃদয়ে দেখা দিলেন না। রাধিকা দেখিলেন, সেই স্বপ্ন দৃষ্ট রমণীয় ক্ষেত্র, সেই ললিতমোহন। রাধিকা কেবল মাত্র ভক্তি লইয়া সেই বেদিকার সমীপে উপস্থিত হইবার প্রযত্ন করিলেন; অতি নিকট পর্য্যন্ত তিনি আসিতে পারিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহার ভক্তির রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল। কামনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল তিনি সেই বেদিকাসীন পুরুষকে বাসনা নিবৃত্তির করণ বোধে হাসিয়া ফেলিলেন, মূর্ত্তি মিশিয়া গেল কল্পনায় যে ধ্যেয় বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা কল্পনাতেই বিলীন হইল।

হায় রাধিকা! সকল যত্ন বিফল হইল। তখন রাধিকা পূজার আসনে বসিয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভগবন্! ললিত মোহন! আমি তোমাকে দেববালা সেবিত পরম পুরুষ বোধে ধ্যান করিয়াছি; দেববালাগণের ন্যায় যদি আমার হৃদয়ে তুমি শান্তি না দেও তাহা হইলে, মহাপুরুষ! আমার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দাও। মৃত্যু নিত্য রাশি রাশি সাধু ও অসাধুকে গ্রাস করিতেছে। আমাকে কেন লয় না?

অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি শুনিতে পাইলেন, দূর হইতে কে যেন বলিতেছে,—"চেষ্টা

কর, হতাশ হইও না। সাধনার পথ প্রথমে এইরূপই কঠিন হইয়া থাকে।" রাধিকা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে তাঁহার প্রার্থিত দেবতা ললিতমোহনেরই কণ্ঠস্বর!

আবার অনেকক্ষণ রাধিকা চিন্তা করিতে লাগিলেন, মনে অতিশয় ভরসা ও সাহস হইল; তিনি আছেন— অতি নিকটেই আছেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ। রাধিকা পুনরায় চিত্তকে স্থির করিয়া সকল ভাবনা হৃদয় হইতে দূর করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন।

রাধিকা মগ্ন হইলেন, ব্যাহ্যজ্ঞান তিরোহিত

তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে স্বপ্ন দৃষ্ট শোভার ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর রমণীয় এক ক্ষেত্রের আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষেত্রে হীরক বেদিকার উপর ললিতমোহন, কিন্তু কি শোভাময়! স্বপ্নে দৃষ্ট ললিত-মোহনকে সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন হৃদয়ে দৃষ্ট ললিতমোহন তদপেক্ষাও বহুগুণে শোভাময়।

নয়নে প্রেমাশ্রু, অঙ্গপ্রতঙ্গ শিথিল। রাধিকা তখন ধ্যেয় ভিন্ন অন্য বস্তুর অবধারণ করিতে অক্ষম। রাধিকার চিত্তে দেখিতে দেখিতে সেই ধ্যেয় ললিতমোহন মূর্ত্তির অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইল। রাধিকা দেখিতে পাইলেন, সেই ললিতমোহন

ক্রমে এক বৃদ্ধের আকার ধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ক কেশ, কোটর গত নয়ন, শুষ্ক গণ্ড, পলিত চর্ম্ম, নত দেহ। ললিতমোহনের রূপ এইরূপে রূপান্তরিত হইলেও রাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তিনি প্রাণের সমান ভক্তির সহিত ললিতমোহনের স্থলাভিষিক্ত সেই বর্ষীয়ান শীর্ণকায় পুরুষকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

সহসা রাধিকার মনে হইল, এই বৃদ্ধপুরুষ তাঁহা স্বর্গগত স্বামী। তিনি স্থির মীমাংসা করিলেন যে, মোহনের স্থলে তাঁহার স্বামী দণ্ডায়মান হইয়া করুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। রাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকল ভাবে রাধিকা সেই স্থানে পতিত হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"দেবতা দেখা দিয়াছেন—ভ্রষ্টা কলঙ্কিনী পত্নীকে দেখা দিয়াছেন। আমার ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে। নরকের দ্বার আমার জন্য খুলিয়াছে। আঁপনি কৃপাময়, আপনি আমার পরম দেবতা, এই পাপ লীলায় এ পাপানুষ্ঠানে আপনি কেন আসিলেন? এ পাপিষ্ঠার এ দুর্গতির সময় দেব-দর্শন কেন ঘটিল! যদি আসিয়াছ দয়াময়! তাহা হইলে পাপীয়সী সেবিকাকে কৃতার্থ কর, তাহার পূজা গ্রহণ কর।"

অনেকক্ষণ রাধিকা সেই স্থানে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রিয়বস্তু হারাইলে শিশু যেমন কাঁদে, প্রিয়

পুত্র নাশ হইলে জননী যেমন কাঁদে, সেইরূপে রাধিকা অনেকক্ষণ কাতরভাবে রোদন করিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দয়াময় ললিতমোহন! তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে গিয়া ভয়ানক লজ্জায় পড়িয়াছি; আর এ মুখ জ্ঞানে অজ্ঞানে কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা নাই। আমার স্বামী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভুলিয়া আর একজনকে প্রাণে বসাইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, তিনি সকলই দেখিয়াছেন। ছি! ছি!

সহসা কে যেন বলিল,—"লজ্জা নাই—ঘৃণা নাই; জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই অজ্ঞান বলা যায়—জ্ঞানানলে সমস্ত সঞ্চিত পাপ ভস্মীভূত হয়। কাতর হইও না, অবসন্ন হইও না, আবার ধ্যান কর।"

সবিস্ময়ে রাধিকা বুঝিলেন, পরম হিতৈষী ললিত মোহন অলক্ষিতে থাকিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আবার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। আবার ক্ষীণ দেহে শক্তি আসিল। আবার হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া নবীভূত উৎসাহে রাধিকা ধ্যানে মগ্ন হইলেন। একাগ্রভাবে অতি অল্পক্ষণ চিন্তা করার পরই রাধিকা দেখিতে পাইলেন, সেই মনোহর ক্ষেত্রে হীরক রচিত অপূর্ব্ব বেদিকোপরি, প্রশান্তানন বৃদ্ধ, কিন্তু এ কি অলৌকিক দৃশ্য! এ কি আনন্দপ্রদ ব্যাপার! সেই

বৃদ্ধের দেহ হইতে সুধাংশু কিরণোপম মনোহর জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; সেই বৃদ্ধের নয়ন হইতে অজস্র ধারে শান্তি ও প্রেম বিগলিত হইতেছে, সেই বৃদ্ধের শুষ্ক কলেবর হইতে অমৃত বিন্দুর ন্যায় করুণাধারা স্যন্দিত হইতেছে; সেই বৃদ্ধের দেহে সর্ব্বত্র দেব দুর্ল্লভ শোভার সমাবেশ হইয়াছে। সেই বৃদ্ধের শরীরে রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে নবোদগত শ্রীসংলিপ্ত হইতেছে,সেই বৃদ্ধের নয়ন জ্যোতির্ম্ময় ও প্রদীপ্ত হইতেছে; সেই বৃদ্ধের সমস্ত কলেবর যুবকাধিক দীপ্তিমান হইতেছে; সেই বৃদ্ধের মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপ স্তবকে স্তবকে নামিয়া অংস দেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়াছে; সেই বৃদ্ধের শরীরে চন্দন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে থাকিল। নন্দনের সুষমাময় কুসুম মালিকা বৃদ্ধের বক্ষ-দেশে শোভা পাইতে লাগিল। সেই বৃদ্ধের দেব দুর্ল্লভ রূপে, সেই রমণীয় দৃশ্য যেন হাসিতে লাগিল। সেই বৃদ্ধের শোভার তুলনা নাই। ছার ললিতমোহন সেই বৃদ্ধের তুলনায় অতি কুৎসিত! এত পরিবর্ত্তন হইলেও যে বৃদ্ধ সেই বৃদ্ধই রহিলেন। বাহ্যতঃ এইরূপ হইলেও রাধিকা দেখিতে লাগিলেন, সেই বৃদ্ধ অন্তরে সমানই রহিয়াছেন। তখন রাধিকার ধ্যানমগ্ন অন্তর কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু-প্রসারণ করিল। হাসিতে হাসিতে সেই জ্যোতির্ম্ময়

বৃদ্ধও বাহুপ্রসারণ করিয়া রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

আনন্দে রাধিকা উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। দেহ অবশ ও কণ্টকিত হইল। মুদ্রিত লোচন ভেদ করিয়া অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। দূরাগত এক অস্পষ্ট ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতি অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইলেন, যেন অতিদূর হইতে ললিতমোহন বলিতেছেন, 'এই ধ্যান তোমার অবলম্বনীয়, এই ধ্যানে তোমার ইহকাল পরকালে সদ্গতি হইবে; এই ধ্যানে তোমার অন্তে সুখ হইবে; এই ধ্যান ছাড়িও না।'

নবম পরিচ্ছেদ।

রাধিকাসুন্দরী আর কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহেন না। লৌকিক কোন কার্য্যের সংবাদ রাখেন না। নিরন্তর এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া আপনার ধ্যানানন্দে মগ্ন থাকেন, যে সুখের পথ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, পাপ-তাপ বিরহিত যে আনন্দ তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোন সুখই জীবনে তিনি ভোগ করেন নাই; পূর্ণানুরাগের সহিত তিনি প্রায় সকল সময়ই এই নবসেবিত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আহার নাই, স্নান নাই, নিদ্রা নাই, দেহ রক্ষার কোনরূপ প্রযত্ন নাই। রুগ্ন, কাতর দেহ, নিতান্ত শীর্ণ ও কঙ্কালাবশেষে পরিণত হইয়াছে, শরীরে তৃণের শক্তিও নাই, কিন্তু রাধিকাসুন্দরী প্রসন্ন, আনন্দে বিহ্বলা।

গিন্নি মা বুঝিতে পারিয়াছেন, রাধিকা অন্তরে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার বিশেষ সংবাদ তিনি জানেন না, কিন্তু রাধিকা সুন্দরীর মনের যে অত্যাশ্চর্য্য শুভ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,

কিন্তু মন ভাল হইয়াই বা ফল কি হইবে! জীবন তো থাকে না; যে অবস্থা ক্রমে দাঁড়াইতেছে, তাহাতে রাধিকা যে আর অধিক দিন বাঁচিবেন এরূপ আশা কোন মতেই মনে হয় না।

সময় বুঝিয়া একদিন গিন্নি মা বলিলেন,—"তোমাকে বার বার বলিয়া ফল কিছুই দেখিতেছি না। তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝিয়া দেখ, জীবন যে যাইতে বসিয়াছে।"

রাধিকা বলিলেন,—"তাহাতে তোমারও কোন ক্ষতি নাই, আমারও কোন ক্ষতি নাই। আমার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে। এখন আমি পরম সুখে আছি। আশীর্ব্বাদ কর মা! এই সুখ ভোগ করিতে করিতে যেন আমার জীবনের দিন ফুরাইয়া যায়।"

গিন্নি মা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মস্তক নত করিলেন। রাধিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার মরণের পর তোমার বড় কষ্ট হইবে। তুমি আমাকে অতি স্নেহে লালন পালন করিয়াছ মা; কিন্তু যম আমার হাত ধরা নহে। আমি মরিব না বলিলেই সে আমার কথা শুনিয়া ফিরিবে কি?"

গিন্নি মা বলিলেন,—"শরীর রক্ষার জন্য যত্ন করিতে হয়; অযত্নে শরীর নষ্ট করিলে আত্মহত্যার পাপ হয়; মা! তুমি কেন জানিয়া শুনিয়া, দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ না?"

রাধিকা বলিলেন,—"কি চেষ্টা করিব ? তুমি আহার করিতে বল ; কিন্তু মা! আমি নিরন্তর যে ভোগে আছি, তাহার তুলনায় আহার অতি সামান্য কাজ। সামান্যই হউক আর মহৎই হউক, আহারে আমার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু আমি যে আর কোন পদার্থই খাইতে পারি না, আমার আর ক্ষুধা হয় না। যে আহার আমি করিতেছি তাহা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না ; আমি খাই কিরূপে ? আর নিদ্রা ! আমি শয্যায় শয়ন করিয়া দেখিয়াছি, নিদ্রা আইসে না। পরম সুখের আবেশে মগ্ন হইয়া আমি জাগিয়া থাকি ; জাগিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকার অপেক্ষা, বসিয়া রাত্রি কাটানই ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, তাই আমি আর শুই না মা। আমি ইচ্ছা করিয়া দেহ নষ্ট করিতে বসি নাই ; ঘটনা এইরূপ ঘটাইতেছে, আমি কি করিব ?"

গিন্নিমার উত্তর নাই। কথা সকলই সত্য। রাধিকা বাস্তবিকই কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধ পান করিতেও কষ্ট বোধ করেন। শয্যায় পড়িয়াও রাধিকা অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেন।

রাধিকা আবার বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বে আমি ভগবানের নিকট বার বার মৃত্যুর প্রার্থনা করিয়াছি, এখন মা মৃত্যু আসুক বলিয়া আমার আর কামনা নাই, এখন মৃত্যু হইলেও আমার আনন্দ নাই, না হইলেও

ক্ষতি নাই। যদি এ অবস্থায় মৃত্যু ঘটাই ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি কিরূপে তাহা প্রতিকার করিতে পারি।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"ঔষধ ছাড়িয়া দিয়াছ, চিকিৎসা অনেক দিন বন্ধ হইয়াছে, ঔষধের দ্বারা উপকার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা আবার করা উচিত।"

রাধিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বৃথা সে চেষ্টা। ঔষধের মৃত্যু নিবারণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে জগতে কাহারও মৃত্যু হইত না; তথাপি যদি তোমরা আমাকে ঔষধ দিয়া সুখী হও, আমি তাহাতে কোন বাধা দিব না। কেন না আমি বুঝিতেছি, আমার জীবন আর থাকিবে না। এ অবস্থায় তোমাদিগের মনে কষ্ট দিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"কেবল এক কথাই যখন তখন তোমার মুখে শুনি। কখনও বা মৃত্যুর কামনা, কখনও বা জীবন থাকিবে না বলিয়া উল্লেখ; এ কথা আর শুনিতে পারি না।"

রাধিকা বলিলেন,—"কথা মিথ্যা নহে। তোমার নিকট বলাই আবশ্যক। সত্যই মা আমি দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি; সত্যই মা, আমার স্বামী আমাকে দেখা দিয়াছেন; কেবল দেখা দিয়েছেন নহে, তিনি কৃপা করিয়া অমাকে চরণে স্থান দিয়াছেন, সেবিকা বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন।"

গিন্নি মা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রাচীনা। মৃতব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ, মিলন, বড়ই দুর্লক্ষণ বলিয়া তাহার বিশ্বাস। এরূপ ঘটিলে শীঘ্রই যে জীবন নাশ হইয়া থাকে, ইহা গিন্নি মা বেশ বুঝিলেন। বলিলেন,—"বড়ই চিন্তার কথা। ইহার জন্য কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়া করা আবশ্যক; এ অবস্থায় তোমার আর এক মুহূর্ত্তও একা থাকা উচিত নহে। আমি অভাগিনী না বুঝিয়া অনেক সময় তোমাকে একলা থাকিতে দিই, আর আমি তোমার কাছ ছাড়া হইব না।"

রাধিকা বলিলেন,—"চিন্তার কোনই কারণ তো নাই! যে ভাগ্যবতী সর্ব্বদা আপনার স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, তাহার এ জগতে কোন ভয়ের কারণ নাই তো মা! স্বামী দেবতা এখন আমার প্রাণের মধ্যে সকল অঙ্গে বিরাজমান। কখনও কখনও তিনি দূরে সরিয়া যাইতেছেন, আমি তখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। তিনি সেই দূর হইতে হাত তুলিয়া বুকে ধরিবার জন্য আমাকে ডাকিতেছেন। কি আনন্দ মা! কি ভাগ্য মা! এত দয়া! পাপিষ্ঠা নরকের কীট আদরে বিহ্বল হইয়াছে।"

আনন্দে রাধিকার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। গিন্নি মা নিকটস্থ হইয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন।

তাঁহার মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইল, কিন্তু সে অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"এ দেশে আর থাকা আমাদের ভাল নহে। অনেক দিন হইল, কাশী ছাড়া হইয়াছি, আবার কাশীতে ফিরিয়া যাওয়াই আবশ্যক।"

রাধিকা বলিলেন,—"ঠিক কথা বলিয়াছ। সকলেই যখন বুঝিতেছে আমার জীবন আর বেশীদিন থাকিবে না, তখন আমার বিষয় সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা উচিত হইতেছে। কাশীতে না ফিরিলে তাহার সদুপায় হইবে না।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"আমি সেজন্য কোন কথা বলিতেছি না। তুমি ছেলে মানুষ, এখনই তোমার বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার দিন হয় নাই। আমি বলিতেছি, বিদেশে থাকিয়া নানা প্রকার উপসর্গ ঘটিতেছে; এরূপ অবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

রাধিকা বলিলেন,—"যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ভাল। তবে মা তোমার নিকট কতকগুলি প্রাণের কথা এই সময় জানাইয়া রাখা আবশ্যক। এ জগতে তোমার মত আপনার লোক আমার আর কেহই নাই। মনের কথা তোমাকে বলিলে বড়ই তৃপ্তি পাই। আমার বিষয়-সম্পত্তি কি করা উচিত, তাহার সম্বন্ধে তোমার সহিত পরামর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। মনে কর কাশীতে

গিয়া আমি রোগমুক্ত হইব। সুস্থ শরীরে শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিব। তাহা হইলে বিষয়ের ভাবনা সময় থাকিতে ভাবিলে কোন ক্ষতি আছে কি ?”

গিন্নি মা বলিলেন,—“কোন ক্ষতি নাই। বিশ্বনাথ করুন তুমি সুস্থ শরীরে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাক।”

রাধিকা বলিলেন,—“তবে বল মা ! এই সম্পত্তিরাশির কি করা উচিত।”

গিন্নি মা বলিলেন,—“যাহাকে তুমি ভাল মনে কর, তাহাকেই দেওয়া উচিত।”

রাধিকা বলিলেন,—“এক মহাপুরুষের হাতে সম্পত্তি রাখিয়া দিলে বড়ই সদ্ব্যবহার হইত, কিন্তু তিনি বোধ হয় কোন বিষয় আর স্পর্শই করিবেন না।”

গিন্নি মা বুঝিলেন, ললিতমোহনকে লক্ষ্য করিয়াই রাধিকা এই কথা বলিতেছেন। বলিলেন,—“তুমি এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছ, তোমাকে বলি নাই মা ! আমিও সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি, তিনি চিরদিনই সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত। এখন তাঁহাকে যে ভাবে দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে সাংসারিক বিষয়ে কখনও আর মিশিবেন, এরূপ বোধ হয় না।”

রাধিকা মনে মনে যাহা বুঝিলেন, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। বলিলেন,—“তাঁহার হাতে যদি বিষয় রাখিবার উপায় না হয়, তাহা হইলে যাঁহার দ্বারা যথার্থ

সদ্ব্যবহার হইতে পারে, এমন আর কাহারও হাতে বিষয় রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"এরূপ লোক আর কে আছে ?"

[illegible] বলিলেন,—"দেশের রাজাও এরূপ লোক। [illegible] কোন উত্তরাধিকারী নাই, কাজেই [illegible] পর ইহা রাজারই হস্তগত হইবে, কিন্তু [illegible]াজেশ্বর; আমার এ সামান্য সম্পত্তি তাঁহার [illegible] কোন উপকারে লাগিবে না। তবে যদি আমি [illegible] ভারার্পণ করিয়া রাজার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া যাই, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"কিরূপ ভার অর্পণ করিতে চাহ ?"

রাধিকা বলিলেন,—"আমার এই সম্পত্তির যে আয় হইবে তাহা দেশ-হিতকর কোন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"তাহা করিতে পার।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা। সরযূ-বালাকে আমি বড় ভালবাসিয়াছি। শুনিয়াছি তাহার স্বামী তাহাকে আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী ধনবান, অর্থের কোন অভাব তাঁহার নাই, তথাপি আমার ইচ্ছা যে, আমার সম্পত্তির আয় হইতে তিনি প্রতিমাসে, নিজ

খরচের জন্য যাবজ্জীবন একশত টাকা হিসাবে পাইবেন। মানুষের চিরদিন সমান অবস্থা না থাকিতেও পারে। এরূপ ভাবিয়া আমি সরযূবালার নামে মাসিক একশত টাকা দিতে ইচ্ছা করি। যদি তাঁহার এ টাকা লইবার প্রয়োজন না হয়,তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ইহা পরের উপকারের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারিবেন।"

গিন্নি মা বলিলেন,—"এ ব্যবস্থাতে কোন আপত্তি নাই।"

রাধিকা বলিলেন,—"আর একটা কথা, তুমি মনে কোন দুঃখ করিও না। জীবন মরণের কথা কে বলিতে পারে মা! আমি যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে তুমি যে আমার পরে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না, তথাপি আমার ইচ্ছা যে, তুমি যতদিন বাঁচিবে আমার বিষয় হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া পাইবে. ঐ টাকা তোমার যে ভাবে ইচ্ছা খরচ করিবে।"

গিন্নি মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"তোমার মরণের পর বাঁচিয়া থাকার কথা শুনিতে হইল, আর তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না, অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

রাধিকা কম্পিত হস্তে গিন্নিমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—"মা! দুঃখ করিও না, মৃত্যু তোমারও হইবে, আমারও হইবে, মরণ ছাড়া মনুষ্যের পথ নাই; মরণের

কোন কালাকাল নাই। এক্ষণে শীঘ্র কাশীতে ফিরিবার ব্যবস্থা কর। ইহার পর হয়তো আমাকে রেলে লইয়া যাইতে তোমাদের অতিশয় অসুবিধা হইবে।"

গিরিজা মনে মনে অতিশয় আশঙ্কিত হইলেন। মুখে ... বালাই! এমন কথা মুখেও আনিও না। ... স্থির হইয়া থাক, আমি এখনই পাণ্ডাকে ... যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছি।"

গিরিজা চলিয়া গেলেন। রাধিকা নয়ন মুদিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ছয় দিন হইল রাধিকাসুন্দরীকে মথুরা হইতে কাশী ধামে আনয়ন করা হইয়াছে। অতি কষ্টে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইয়াছে। জীর্ণ, ক্ষীণ ও কাতর শরীরে এই সুদূর পথ, রেলের গাড়ি ও অন্যান্য যানে অতিক্রম করিতে,রাধিকার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে; সেই যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ আরও প্রপীড়িত হইয়াছে।

রাধিকাসুন্দরীর কাশীতে প্রত্যাগমন করার পরদিনই রজনীকান্ত ও সরযূবালা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সরযূবালার সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার আনন্দের সংবাদ শুনিয়া, রাধিকাসুন্দরীর অবসন্ন দেহে অপরিসীম সন্তোষ হইয়াছে। সেই অবস্থাতেও রজনী-কান্তের যথোচিত সমাদরের তিনি কোন ত্রুটী করেন নাই। তিনি সরযূবালাকে বিবিধ উপদেশ দানে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিতে বিরত হন নাই।

মথুরাধামে গিন্নি মাকে বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত যেরূপ দানাদির ব্যবস্থা জানাইয়াছিলেন, কাশীতে আসিয়াই রাধিকাসুন্দরী সেইরূপ লেখা-পড়া সমাধা করিলেন। লেখা-পড়ার মধ্যে একটা কথা বাড়িয়া গেল, দেওয়ান

জীবনহরি সেন হইতে সামান্য পরিচারিকা পর্য্যন্ত
প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে কিছু না কিছু দানের ব্যবস্থা হইল।
দেওয়ানজী এককালে দশ হাজার টাকা পাইবেন এবং
রিচারিকা হাজার টাকা পাইবে, এইরূপ
চারী ও দাস-দাসীর সম্বন্ধে দানের ব্যবস্থা.

প্রত্যাগমনের পর জীবনহরি প্রভৃতির
নানাপ্রকার চিকিৎসার আয়োজন করা
কবিরাজ, হাকিম এবং হোমিওপ্যাথিক
চিকিৎসক আসিয়া রাধিকাকে পুনঃপুনঃ জ্বালাতন
করিতে লাগিল। কিন্তু রাধিকাসুন্দরী অনুগত ব্যক্তি-
গণের মনোরঞ্জনার্থ নির্ব্বিবাদে সকল চিকিৎসককে আপ.
নার অবস্থা জানাইতে ও দেখাইতে আপত্তি করিলেন
না। তাঁহার দেহের অভ্যন্তরে যেরূপ বিজাতীয় দুর্ব্বলতা
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনোদিত করিতে কাহারও
সাধ্য নাই, সুতরাং চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না।
তথাপি তাঁহার আরোগ্য কামনায় যে সকল ব্যক্তি ব্যাকুল,
তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা আবশ্যক।

রাধিকাসুন্দরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, চিকিৎসকেরাও
তাহাই বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রোগীর দেহ যেরূপ
রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাতে জীবন রক্ষার কোন
আশা নাই। তবে আহারাদির সুব্যবস্থায় যদি অনতি-

কাল মধ্যে শরীরে শোণিত সঞ্চয় ঘটে এবং যদি পীড়িতা শক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জীবন রক্ষার আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই, কারণ রুগ্নার আদৌ ক্ষুধা নাই, আহারে কোন প্রবৃত্তি নাই এবং কোন দ্রব্য গলাধঃ করিবার শক্তি নাই। এইরূপ ব্যবস্থা ব্যক্ত করিয়া ঔষধের অনাবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া এবং পীড়িতাকে যথেচ্ছভাবে পথ্য প্রদানের উপদেশ দিয়া চিকিৎসকেরা বিদায় হইলেন।

কেবল এ কথা বুঝিলেন না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ সেবন করিলে, সৃষ্টিস্থিতি রসাতলে পাঠাইতে পারা যায়। সামান্য দৈহিক দুর্ব্বলতা তাঁহার প্রদত্ত সর্ষপ প্রমাণ এক ক্ষুদ্র বটিকা সেবনে, অচিরে অপগত হইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব হোমিওপ্যাথিক মহাত্মা আপনার অদ্ভুত চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন।

ফল কিছুই হইল না। রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। পীড়িতা সমস্ত দিনে, চারি পাঁচ ঝিনুক দুগ্ধ সেবন করিতেন, তাহাও কমিয়া আসিল। কবিরাজ মহাশয় উপদেশ দিলেন, যে এ অবস্থায় কেবল একটু একটু মকরধ্বজ সেবন ভিন্ন অন্য ঔষধ নিষ্প্রয়োজন। আবার আত্মীয়গণ, কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শরীরের অবস্থা যাহাই কেন হউক না, রাধিকাসুন্দরী কিন্তু পূর্ণানন্দময়ী! মথুরাধামে তিনি যে দিবা দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সে দর্শন-শক্তি একবারও বিলুপ্ত হয় তিনি নিরন্তর মনের নয়নে, স্বামীকে দর্শন তাঁহার সহিত সম্মিলন জনিত সুখ উপ- । আর তাঁহাকে আয়োজন করিয়া ধ্যানে তাঁহাকে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া করিতে হয় না, আর তাঁহাকে প্রাণের যুক্ত করিতে হয় না, এই দারুণ কৃশতা ও রাধিকাসুন্দরীর বদন সততই আনন্দ-প্রদীপ্ত এবং তাঁহার দেহ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিভূষিত। তাঁহার কোটরগত নয়ন, এখন আয়তভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে; গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল এবং শোভাময় হইয়াছে, তিনি অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় নীচে দেওয়ানজীর নিকট বলিয়া গিয়াছেন যে, রাণীমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আজি যে ভাব তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, যে পীড়িতার দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বেশী দিন থাকিবে। অদ্য হইতে তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার জীবনান্ত হওয়া সম্ভাবিত। সংবাদ ক্রমে ক্রমে গিন্নিমা ও সরযূবালার কাণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা চিন্তায় আকুল হইয়াছেন এবং অলক্ষ্যে উভয়েই রোদন করিতেছেন।

রজনীকান্ত বাহিরে থাকিয়া চিকিৎসকদিগের অভিপ্রায় সকলই শুনিতেছেন, সরযূবালার সহিত তাঁহার সততই সাক্ষাৎ ঘটে, যখন যেরূপ সংবাদ রজনীকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহা তিনি যথাযথভাবে সরযূবালার গোচর করিতেছেন। আপনার সন্তান নাশের সম্ভাবনা হইলে লোক যেরূপ ব্যাকুল হয়, সহোদরার মরণ ভয়ে ভগ্নী যেরূপ কাতর হয়, এই সকল সংবাদ শ্রবণে, সরযূ সেইরূপ কাতর হইলেন; কিন্তু প্রতিবিধান কিছুই নাই। সরযূবালা এক একবার রজনীকান্তের আহ্বান অনুসারে পীড়িতার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আইসেন, তদ্ব্যতীত কোন সময়ই তিনি রাধিকাসুন্দরীর নিকট হইতে স্থানান্তরে যান না, আহার রাধিকাসুন্দরীর সমক্ষেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু মনের যেরূপ প্রবল উৎকণ্ঠা তাহাতে আহারের প্রবৃত্তি কোথায়? তথাপি রাধিকাসুন্দরী বিবিধ অনুরোধে সরযূকে ভোজনে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন।

যে দিন কবিরাজ মহাশয় কঠোর বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, সেই দিন অপরাহ্ণ কালে সরযূকে লক্ষ্য করিয়া রাধিকাসুন্দরী বলিলেন,—"আজি তোমাকে বড়ই কাতর দেখিতেছি কেন মা!"

সরযূ বলিলেন,—"তোমাকে ভাল হইতে দেখিতেছি না; ক্রমেই তোমার অবস্থা মন্দ হইতেছে, ইহা

দেখিয়া কেমন করিয়া আমরা কাতর না হইয়া থাকিব মা!"

রাধিকা বলিলেন,—"আমি বড়ই ভাল বুঝিতেছি; আমার শরীরে আর একটুও রোগ নাই, তবে তোমরা চিন্তিত হইতেছ কেন?"

যখন রোগের মাত্রা পূর্ণভাবে বৃদ্ধি হয় এবং পীড়িত ব্যক্তি যখন মৃত্যুর কবল-গত-প্রায় হইয়া উঠে, তখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে আপনাকে স্বচ্ছন্দ ও রোগমুক্ত বলিয়া বোধ করে। গিন্নিমা এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; রাধিকাসুন্দরীর এই বাক্য তিনি অতি ভয়ানক বলিয়া মনে করিলেন। সুবিজ্ঞ কবিরাজের মীমাংসার বিরোধী এবং সকলেরই অনুমানের বিপরীত এই উক্তি শ্রবণে, সরযূবালার মনেও একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

রাধিকাসুন্দরী আবার বলিলেন,—"মা সরযূ! আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া ভয় করিও না; মৃত্যু প্রার্থনীয় অবস্থা। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাপের বোঝা সরাইয়া দিতে না পারিলে, দুর্দ্দশার শেষ থাকে না। তোমার কল্যাণে মা, আমি গুরুর উপদেশ পাইয়াছি, সেই উপদেশে আমি পরমগুরু লাভ করিয়াছি। গুরুর দয়ায় আমার চিত্ত হইতে পাপের চিহ্ন মুক্ত হইয়াছে। তবে মা আমার মৃত্যু ভয়ে কেন তোমরা কাতর হইতেছ?"

সরযূ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মুখে কাপড়

দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকা আবার বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! নারী যদি স্বামীপদে মুক্তি রাখিয়া মরিতে পারে, তাহা হইলে সে ধন্যা হয়। মা সরযূ! তুমি ভাগ্যবতী হইয়াছ, স্বামী-চরণে তোমার স্থান হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি, যেন এই স্বামী-চরণ ধ্যান করিতে করিতে তুমিও মরিতে পার।"

সরযূ কথা কহিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, গিন্নীমারও নয়নে তথন অবিরল জল-প্রবাহ। তিনি বলিলেন,—"মা! মৃত্যু তো হইবেই, ঔষধ সেবনের জন্য আমরা আর তোমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছি না। যিনি অসাধ্য সাধনে সক্ষম, যাঁহার ইচ্ছায় সকল ঔষধের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি এ সময়ে কায়মনোবাক্যে সেই বিশ্বনাথকে চিন্তা কর, তাহা হইলেই সকলদিকে তোমার মঙ্গল হইবে।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া রাধিকাসুন্দরী বলিলেন,—"মা! আমি নিরন্তর স্বামী-চিন্তা করিতেছি, স্বামীর সহিত মিলিয়া রহিয়াছি, নারীর স্বামী ভিন্ন দেবতা নাই, এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে মন হইতে সরাইয়া অন্য দেবতার চিন্তা কেন করিব? ভয় করিও না মা, পরম মঙ্গল আমার সম্মুখে; আশীর্ব্বাদ কর, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেন, স্বামীর চরণ চিন্তা করিতে আমার ভুল না হয়।"

গিন্নী মা অধোমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। রাধিকা আবার বলিলেন,—"মা! তুমি যাও, সরযূ বোধ হয় কোথাও বসিয়া কাঁদিতেছেন; তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

গিন্নী মা প্রস্থান করিলেন।

শেষ।

পরদিন প্রাতে কবিরাজমহাশয় পীড়িতা রাধিকা সুন্দরীকে দেখিলেন, বিষণ্ণবদনে তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্ব হইতে বাহিরে আসিলেন। রজনীকান্ত ও জীবনহরি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় দুঃখ সহকারে ব্যক্ত করিলেন, যে অদ্য অপরাহ্ন-কালে, রোগিণীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে।

এ সংবাদ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই, গিন্নীমা ও সরযূবালার প্রাণে বড়ই আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, অদ্যকার দিন অতি ভয়ানক। প্রাতঃকাল হইতেই পীড়িতা অনেক সময়ে, মুকুলিত নয়নে, মোহাচ্ছন্ন ভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন; ডাকা ডাকি করিলে ধীরে ধীরে তাঁহার দেহে হস্তার্পণ করিয়া নাড়িলে, তিনি এক একবার একটু আনন্দসূচক ধ্বনি করিতে লাগিলেন মাত্র। একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমাকে ডাকিও না, আমি দেব-বালাগণের মত হইয়াছি, স্বামী-চরণের সহিত আমার পূর্ণ মিলন হইতেছে।'

সরযূবালা, গিন্নী মা, লক্ষ্মীর মা এবং আরও দুইজন পরিচারিকা পীড়িতার শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিয়া

রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই,--সকলেরই নয়নে জল।

বেলা এক প্রহরের পর হইতে রাধিকাসুন্দরীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অতিশয় অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিলেন, যৎপরোনাস্তি অশুভ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, এইভাব অনেকক্ষণ চলিল। পীড়িতার নিশ্বাস প্রশ্বাসের বিকৃত গতি ব্যতীত জীবনের লক্ষণ আর কিছুই রহিল না, হস্তপদ সকলই অবসন্ন, তিনি সেই পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে, ধ্যান নিমগ্না দেবীর ন্যায় শয্যায় পতিত। বড়ই উদ্বেগে সময় চলিতে লাগিল।

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রোগীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বিস্ফারিত নয়নে, একবার চারিদিকে চাহি-লেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কি মধুর! কি রমণীয়! ভগবন্! তোমার কি দয়া! দাসীকে—সেবিকাকে এত আদর! গুরুদেব! তোমার চরণে শত প্রণাম, তোমার কৃপায় আজি আমার এই সৌভাগ্য!

সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই কক্ষ মধ্যে গৈরিক রঞ্জিত পরিচ্ছদধারী এক প্রশান্ত মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান্ সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। সকলেই চিনিলেন—সেই সন্ন্যাসী ললিতমোহন।

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

বলিলেন -"বাবা! আসিয়াছেন, বড় অসময়ে দেখা দিয়াছেন। আমাদের কি হইবে বাবা ?"

সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্, বদনে হস্ত দিয়া তিনি সঙ্কেতে সকলকে নির্ব্বাক থাকিতে আদেশ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে রাধিকাসুন্দরীর বিস্ফারিত নয়ন, সেই জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীর বদনের সহিত মিলিল। তিনি বলিলেন,—"আসিয়াছেন—দয়া করিয়া পিতঃ! এই অন্তিম সময়ে সন্তানকে দেখা দিতে আসিয়াছেন! করুণাময় গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কামনা সফল হইয়াছে।"

তখন সুস্পষ্ট সুমধুর গম্ভীর স্বরে ললিতমোহন বলিলেন,—"যাও সাধ্বি! পাপ-তাপ বিরহিত অনন্ত সুখের রাজ্যে গমন কর। তোমার দৃষ্টান্তে বসুন্ধরার নারী-গণ সংযম শিক্ষা করুক, কামনা দগ্ধ করিয়া বিধবা মৃত স্বামীর সঙ্গসুখ ভোগ করুক, আমার ন্যায় অধম জনেরা বাসনা নিবৃত্তি করিতে শিক্ষা করুক, দেবি! মা! তোমার কার্য্য দেখিয়া জগতের নর-নারী আপনাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করুক।"

রাধিকা আবার বলিলেন,—"বাবা! যদি আসিয়াছেন —শিষ্যাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিতে যদি আসিয়াছেন, গুরু! তবে কৃপা করিয়া আমার নিকটে আসুন, আমি চরণ-ধূলার প্রার্থনা করি বাবা।"

ললিতমোহন পীড়িতার অতি সন্নিকটে আসিলেন; বলিলেন,—"মা! তোমার দৃঢ়তায় আমি দৃঢ়তা শিখিয়াছি, তোমার ধৈর্য্যে আমি ধীরতা পাইয়াছি, তোমার সংযমে আমার সংযম প্রবৃত্তি হইয়াছে। দেবি! তুমি ধন্যা।"

রাধিকা কম্পিত ক্ষীণ কর প্রসারণ করিয়া ললিত-মোহনের চরণ সমীপে স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে! যাই, কি দয়া! কষ্ট করিয়া এতদূর আসিয়াছ স্বামিন্! কি শোভা! তোমার কি রূপ!"

রাধিকার আনন্দপ্রদীপ্ত বদন আরও আনন্দময় হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল, সকলে বুঝিল, তাঁহার নশ্বরশরীরের সহিত প্রাণের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। যখন সেই ক্ষীণ দেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া প্রাণপক্ষী ঊর্দ্ধে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ললিত-মোহন সেই দেবীর চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন, তাহার পর আর কেহই তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

গৃহমধ্যে তুমুল ক্রন্দনের রোল উঠিল। বাহির হইতে জীবনহরি রজনীকান্ত প্রভৃতি কয়েকজন পুরুষ বেগে সেই কক্ষ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সকলই শেষ হইয়াছে, রাধিকার বিগত-জীব কলেবর নিশ্চলভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আনন্দের জ্যোতি সেই

দরীর দেহের চারিদিকে শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। রণের পর এরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দর্শনে কলে বিমোহিত হইল।

বহু লোক মিলিত হইয়া রাধিকাসুন্দরীর বিগত-জীব হ বারাণসীর সুপবিত্র শ্মশানে আনয়ন করিল। পুণ্য-লার নশ্বর কলেবর চিতায় আরোপিত হইল, সর্ব্ব-রক হুতাশন স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, অনল-খা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া সেই সতীর সংযম ও ত্যাগ কারের মাহাত্ম্য দেবলোকে ঘোষণা করিতে লাগিল। দায়মান পবনদেব মধুর করুণস্বরে এই পবিত্র কাহিনী সুন্ধরায় প্রচার করিতে লাগিলেন। আর কলনাদিনী গীরথী পবিত্র ভাষায় এই কীর্ত্তিগীতি গাহিতে গাহিতে নন্তের অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন,—সকলই শেষ হইল। পাপ-প্রধৌতা রাধিকাসুন্দরীর দেহ ভস্মে মিশিয়া গেল।

সমাপ্ত

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চ

নিস্পৃ

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগা

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭০।৭১

(ভাবার্থ।—সদা পরিপূরিত সমুদ্রে বিস্ত প্রবেশ করিলেও যেমন তাহা সমভাবেই অবস্থি তদ্রূপ কামনা সমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও যে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিকে প্রা থাকেন। কিন্তু যিনি কামনাসক্ত তাঁহার কথ সৌভাগ্য ঘটে না। যে পুরুষ যাবতীয় কামনা দিয়া মমতা শূন্য নিরহঙ্কৃত ভাবে বিচরণ করিতে তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।)